পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 342 Thursday, 6 November, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৩৪২ সংখ্যা ❋ ১৯ কার্তিক ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ৬ নভেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

সীমান্তে লাফিয়ে বেড়েছে ভোটার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ নভেম্বরঃ এসআইআর আবহে চাঞ্চল্যকর তথ্য। নির্বাচন কমিশনের রাজ্যের ভোটার পরিসংখ্যানে বিস্ফোরক তথ্য। গত ২৩ বছরে সীমান্তবর্তী এলাকায় অস্বাভাবিক ভোটার বৃদ্ধি হয়েছে। ২০০২ সাল থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে রাজ্যে ভোটার বৃদ্ধি ৬৭.২৮ শতাংশ। অস্বাভাবিক এই ভোটার বৃদ্ধির পরিসংখ্যান সীমান্তবর্তী জেলায়। ২৩ বছরে মালদহে ভোটার বৃদ্ধি হয়েছে ৯৫ শতাংশ, জলপাইগুড়িতে ভোটার বৃদ্ধি হয়েছে ৮২ শতাংশ, দুই ২৪ পরগনায় ভোটার বৃদ্ধি হয়েছে ৮৩ ও ৭২ শতাংশ। উল্লেখ্য, কলকাতায় ভোটার বৃদ্ধির হার মাত্র ৪ শতাংশ। ২০০২ সালে এসআইআর হয়েছিল। কাট টু ২০২৫, এসআইআর হচ্ছে। এই সময়ের মধ্যে রাজ্যে কীভাবে ভোটার বৃদ্ধি হয়েছে, কোন কোন এলাকায় বৃদ্ধি হয়েছে, সেটা ভালভাবে নজর করে বোঝা যাবে, ২০০৯-১০ সালে ভোটার বৃদ্ধির সংখ্যা ৪.৯৯ শতাংশ, ২০১০-১১ সালে ২. ৪ শতাংশ। ২০০২-২০০৯ সাল পর্যন্ত ১২ শতাংশ ভোটার বৃদ্ধি হয়েছে। ২০০৯-২০১৭ সালে যখন বামফ্রন্ট জমানা শেষ হয়ে, তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসছে, সে সময়ে ভোটার বৃদ্ধির সংখ্যা ২১.৮ শতাংশ। ২০১৭ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত ভোটার বৃদ্ধির সংখ্যা ১২ শতাংশ। অর্থাৎ এই পরিসংখ্যান

দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, ২০০২-২০২৫ সাল পর্যন্ত ভোটার বৃদ্ধির সংখ্যার হার সবথেকে বেশি ২০০৯-২০১৭ সালের মধ্যেই। সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতেই নতুন ভোটারের সংখ্যা বেড়েছে। এখানে গড় বৃদ্ধির হার ৬৭.২৮ শতাংশ। উত্তর দিনাজপুরে দ্বিগুণেরও বেশি অর্থাৎ ১০৫ শতাংশ ভোটার বেড়েছে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদহ, দুই ২৪ পরগনায় অস্বাভাবিক হারে ভোটার বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজেপি প্রথম থেকেই অভিযোগ করছিল, সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রচুর বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা বেড়েছে। এই নিয়ে বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ বলেন, ''এই প্রশ্নগুলো শুভেন্দু অধিকারী দীর্ঘদিন ধরেই তুলে আনছেন। এসআইআর হচ্ছে এক্ষেত্রে প্রতিষেধক। জমিতে পোকা মারতে প্রতিষেধক দিলে যেমন মাটির নীচে লুকিয়ে থাকা পোকামাকড় বেরিয়ে আসে, এক্ষেত্রেও তেমনটাই হচ্ছে। আর তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পথে নেমেছেন।'' তৃণমূলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বলেন, ''সিলেবাসে বলা ছিল সংখ্যালঘু তাড়াও। এখন হচ্ছে মতুয়া তাড়াও, এসএসটি তাড়াও। সীমান্তবর্তী এলাকায় যে বিপুল উত্থান তো, সীমান্তবর্তী এলাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাংসদ কোন রাজনৈতিক দলের?''

'ওটা রোহিঙ্গা বাঁচাও যাত্রা হয়েছে, ওরা জানে দুধে কতটা জল আছে'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ নভেম্বরঃ বাংলায় এসআইআরের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মঙ্গলবার মিছিল করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তার নেতৃত্বে ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মিছিল শুরুর কয়েক মুহূর্ত আগেই রাজ্যের সিইও দফতরে নানা অভিযোগ জমা করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন- এটা জামাতিদের মিছিল, ভারতীয়দের নয়। বুধবার সাংবাদিক বৈঠক থেকে মূলত সেই সুরেই তৃণমূলের মিছিলকে আক্রমণ করলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। 'তৃণমূল রোহিঙ্গা বাঁচাও যাত্রা করেছে কাল!' শমীক ভট্টাচার্যের এটাই মত। তিনি বলেন, ''বহু জায়গায় পরিচারিকাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সকলে বুঝতে পারছেন কী কারণ। কিন্তু তৃণমূল নিজেদের ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে এসআইআর বিরোধী মিছিল করেছে। আদতে তা রোহিঙ্গা বাঁচাও যাত্রা।'' শমীকের সংযোজন, বামফ্রন্টের সময়ের তোষণের রাজনীতির সীমাও পার করছে বর্তমান রাজ্য সরকার। এসআইআর ইস্যুতে রাজ্যের শাসক দলকে বিঁধে শমীক এও বলেন, ''পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে তৃণমূল মূর্খ মনে করছে। ওরা জানে দুধে কতটা জল আছে। এই বিরোধিতার করে আগের সব ইস্যুকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।'' এই প্রসঙ্গে অতীতের এক ঘটনার কথাও উল্লেখ করেন বিজেপি নেতা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে খোঁচা দিয়ে

তৃণমূলের মিছিল নিয়ে শমীক

মন্তব্য করেন, ''তিনি যে অবৈধ ভোটারের তালিকা লোকসভার অধ্যক্ষের টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে এসেছিলেন, সেটাই তাঁরা খুঁজছেন!'' শমীক সিএএ প্রসঙ্গেও মুখ খুলেছেন। আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন, ''যারা ধর্মের কারণে অন্য দেশ থেকে আমাদের দেশে এসেছেন, সেইসব হিন্দু সম্প্রদায়ের সবাইকেই ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। সিএএ ক্যাম্পে (রাজ্যজুড়ে প্রায় ৭৮৩টা ক্যাম্প) যারা আবেদন করবেন তাদের সবার নামই ভোটার তালিকায় থাকবে। এবারের তালিকাতেই থাকবে।'' মঙ্গলবারের মিছিল থেকে এসআইআর নিয়ে বড় বার্তা দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, ''আমরা থাকতে বাংলার একজন যোগ্যরও নাম বাদ দিতে দেব না। প্রয়োজনে নিজেদের জীবনের রক্ত দিয়ে হলেও তা রক্ষা করব।'' এসআইআর ঘোষণার পর ইতিমধ্যে রাজ্যে বেশ কয়েকজন আতঙ্কে আত্মঘাতী হয়েছেন বলে অভিযোগ। এ ব্যাপারে যাতে আর একটা প্রাণও না যায় সেজন্য রাজ্যবাসীকে বরাভয় দিয়ে মমতা বলেন, ''২০০২ সালের ভোটার লিস্টে যাঁদের মা-বাবারও নাম নেই, তাঁদের বলছি, বিজেপির কথায় অযথা প্যানিক হবেন না। নিজেদের মূল্যবান প্রাণ এভাবে নষ্ট করবেন না। মা-বাবার সার্টিফিকেট ছাড়াও আরও অনেক নথি দেওয়া যাবে। সেই নথি গুলো করিয়ে নিন। আমাদের যে বিএলএ (বুথ লেবেল এজেন্ট) থাকবে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। তা বলে বিজেপির ক্যাম্পে ভুল করে চলে যাবেন না।''

ঠাকুরবাড়িতে আরও চওড়া ফাটল! আমরণ অনশনে বসলেন মমতাবালা ঠাকুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ৫ নভেম্বরঃ এসআইআর ইস্যুতে আমরণ অনশনে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর। ঠাকুরবাড়িতে নিজের বাড়ির সামনেই অনশনে বসেছেন মমতাবালা ঠাকুরের অনুগামীরা। তাঁর বক্তব্য, এসআইআর হলে মতুয়াদের নাম কাটা যাবে। মমতাবালা ঠাকুর নিজেই আমাদের দাবি দাওয়া মানছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে।'' এদিকে, এই এসআইআর আবহে আরও চওড়া হয়েছে মতুয়া বাড়ির ফাটল। মতুয়া ঠাকুরবাড়িতে মতুয়া মহাসঙ্ঘের তৃতীয় সমান্তরাল কমিটি গঠন গাইঘাটার বিধায়ক সুব্রত ঠাকুরের। একই সংগঠনের নামে নতুন কমিটি গঠন। উপদেষ্টা মণ্ডলীর সার্টিফিকেট দেওয়ার কাজ চলছে। যা নিয়ে মতুয়ারা সিএএ-তে নাগরিকত্বের আবেদন করতে পারে। শান্তনু ঠাকুর আশ্বাস দিয়েছেন, ''আমরা বলব আপনারা সিএএ-তে আবেদন করুন। আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করব যাঁদের ২০০২ সালের লিস্টে নাম নেই তাঁদের নাম যেন না কাটা হয়।''

এই অনশনের ডাক দিয়েছেন। কিন্তু যখন এই খবর সম্প্রচারিত হচ্ছে, তখন তিনি অনশন মঞ্চে ছিলেন না। বিশেষ কাজে বাইরে ছিলেন। অনশনকারীদের দাবি, নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দিতে হবে। বাংলাদেশি ঘোষণা ও বাংলাদেশি কাগজ নিয়ে নাগরিকত্ব নয়। ২০২৪ সাল পর্যন্ত যে সমস্ত মানুষ বাংলাদেশ থেকে ছিন্নমূল হয়ে এসেছেন, তাঁদের নাগরিকত্ব দিতে হবে। মতুয়া মহাসঙ্ঘের পদাধিকারীরা অনশন মঞ্চে রয়েছেন। এক আন্দোলনকারী বলেন, ''যতক্ষণ না সরকার তালিকায় আবার চমক দিয়েছেন সুব্রত। সেখানে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে অসীম সরকার, স্বপন মজুমদার, অশোক কীর্তনিয়ার নাম রয়েছে। অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের নামে এতদিন দুটো আলাদা কমিটি চলত। একটি অংশ বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরকে সঙ্ঘাধিপতি হিসাবে মানে, অন্যটি তৃণমূলের মমতাবালাকে। শান্তনুর মতো সুব্রতও তাঁর বাবা প্রধান সেবায়ত পদে রেখেছেন। উল্লেখ্য, এই শান্তনু ঠাকুরের নেতৃত্বেই ক্যাম্প করে হিন্দুত্বের একই আশ্বাস দিয়েছেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও। যদিও মমতা বালা ঠাকুর প্রথম থেকেই বলছেন, ''মতুয়াদেরকে ধোঁয়াশার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন শান্তনু ঠাকুর। মিথ্যা কথা বলছেন। নাগরিকত্বের আবেদন করলে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাবে না, এমন কোন আইন নেই।'' তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্পষ্ট করেছেন, ওই সিএএ ক্যাম্পে গেলে অসমের মতো ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেবে।

উত্তরবঙ্গে ইসি-র বাড়তি নজর!

ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখতে রাজ্যে জোশী-আগরওয়াল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ৫ নভেম্বরঃ বাংলায় চলছে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন, অর্থাৎ এসআইআর প্রক্রিয়া। আর এই সময়েই উত্তরবঙ্গে এলেন নির্বাচন কমিশনের দুই শীর্ষ আধিকারিক, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এস.বি. জোশী এবং ডেপুটি সেক্রেটারি অভিনব আগরওয়াল। বুধবার সন্ধ্যায় তাঁরা পৌঁছেছেন আলিপুরদুয়ারে। উদ্দেশ্য- উত্তরবঙ্গের তিন জেলায় (আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি) এসআইআর-এর কাজ পর্যালোচনা। কমিশন সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকালেই শুরু হবে তাঁদের পরিদর্শন। বুথ-লেভেল অফিসার (বিএলও), রিটার্নিং অফিসার (আরও), জেলা নির্বাচনী আধিকারিক (ডিইও), অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (এইআরও) এবং সেক্টর ম্যাজিস্ট্রেটদের (এসএম) সঙ্গে বৈঠকের সূচি তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গেও আলোচনায় বসতে পারেন তাঁরা। এরপর

বিকেলে তাঁদের যাওয়ার কথা কোচবিহারে। শুক্রবার তাঁরা যাবেন জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার কয়েকটি এলাকায়, যেখানে বন্যা-পরবর্তী পরিস্থিতিতে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ নিয়ে বিশেষ উদ্বেগ রয়েছে। ইসির এই হঠাৎ তৎপরতা নিয়ে ইতিমধ্যেই গুঞ্জন শুরু রাজনীতির অন্দরে। একাংশের দাবি, বন্যাবিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গের বহু মানুষেরই প্রয়োজনীয় নথিপত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ফলে তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় তোলার প্রক্রিয়ায় জটিলতা তৈরি হতে পারে। সেই কারণেই অতিরিক্ত নজর দিতে চাইছে কমিশন। তবে অন্য একটি অংশের বক্তব্য-বিষয়টা এত সরল নয়। রাজ্যে ভোট-যুদ্ধের আগে উত্তরবঙ্গে বিজেপি এবং তৃণমূলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেমন তীব্র হচ্ছে, তেমনি কমিশনের এই 'বিশেষ নজর' তারই ইঙ্গিত বহন করছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তৃণমূলের একাংশের অভিযোগ, ইসি বিজেপির হয়ে কাজ করছে। উত্তরবঙ্গকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে রাজনৈতিক কারণে। অন্যদিকে, বিজেপির মতে, কমিশনের এই পদক্ষেপ সম্পূর্ণ প্রশাসনিক। তাদের বক্তব্য, বন্যা বিধ্বস্ত মানুষ যাতে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত না হন, সে জন্যই ইসির উদ্যোগ।

কোনও বুথে সীতা, কোথাও তিনিই সুইটি, হরিয়ানায় এই ব্রাজিলিয়ান মডেলই ভোট দিয়েছে ২২ বার। রাহুল

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বরঃ বাংলায় যখন ভোটার তালিকায় সংশোধন চলছে, তখন নির্বাচন কমিশনের ফের বোমা ফাটালেন রাহুল গান্ধি। তাঁর সেই অভিযোগ, চোখ ছানাবড়া করে দেওয়ার মতোই। বুধবার দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে রাহুল দাবি করেন, হরিয়ানার ২০২৪ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এক ব্রাজিলিয়ান মডেলের ছবি ব্যবহার করে অন্তত ২২ বার ভোট দেওয়া হয়েছে, তাও বিভিন্ন নামে- কখনও সীমা, কখনও সুইটি, কখনও সরস্বতী, কখনও রেশমি! রাহুল গান্ধির কথায়, ''এই মহিলাটি কে? তাঁর নাম কী? তিনি কোথা থেকে এলেন? কেউ কি জানেন! এই মহিলা হরিয়ানায় ১০টি আলাদা বুথে ২২ বার ভোট দিয়েছেন-বিভিন্ন নামে। আর শেষ পর্যন্ত জানা যাচ্ছে, তিনি আসলে এক ব্রাজিলিয়ান মডেল!'' রাহুল অভিযোগ করেন, এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং একটি 'কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত অপারেশন', যার মাধ্যমে হরিয়ানার ভোট ফলাফল বদলে দেওয়া হয়েছে। রাহুলের দাবি, যদি এই কারচুপি না হত, তাহলে কংগ্রেস হরিয়ানায় ঝড় তুলে জয়লাভ করত। রাহুল বলেন, ''এটা শুধুমাত্র নির্বাচনের নয়, ভারতের গণতন্ত্রের প্রশ্ন। আমি ১০০ শতাংশ প্রমাণসহ বলছি-নির্বাচনী প্রক্রিয়া বিকৃত হয়েছে। আমি ভারতীয় গণতন্ত্র ও নির্বাচন কমিশনের প্রতি প্রশ্ন তুলছি, এবং সেটা তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই।'' রাহুল আরও বলেন, ''আমি চাই ভারতের তরুণ প্রজন্ম- বিশেষ করে জেন জেড- এটা গুরুত্ব সহকারে নিক, কারণ এটি তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।'' রাহুল গান্ধির দাবি, হরিয়ানার মোট ভোটার সংখ্যা প্রায় ২ কোটি। এর মধ্যে ২৫ লক্ষ ভোটার ভুয়ো বা অবৈধ। তিনি বিস্তারিতভাবে বলেন- ৫.২১ লক্ষ ডুপ্লিকেট ভোটার, ৯৩,১৭৪ অবৈধ ভোটার, ১৯.২৬ লক্ষ বাল্ক ভোটার। রাহুলের অভিযোগ, ''অর্থাৎ প্রতি আট জন ভোটারের মধ্যে একজন ভুয়ো-প্রায় ১২.৫। এক জায়গায় দেখা গেছে, একই ছবিতে ২২৩টি ভোটার আইডি তৈরি করা হয়েছে। তাঁর দাবি, ২২এই অনিয়মের ফলেই কংগ্রেস মাত্র ২২ হাজার ভোটে হেরে যায়। এটা গণতন্ত্র চুরির সমান।'' রাহুল হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সাইনি নিয়েও কটাক্ষ করে বলেন, 'ভোটের ফলের পর মুখ্যমন্ত্রীর মুখে যে হাসি দেখা গিয়েছিল, সেটাই বলে দিচ্ছে- সব কিছু পরিকল্পনামাফিক হয়েছে।'' রাহুলের সাংবাদিক বৈঠকের মধ্যেই নির্বাচন কমিশনের তরফে পাল্টা প্রতিক্রিয়া আসে। কমিশন জানায়, হরিয়ানার ভোটার তালিকা নিয়ে কোনও আপিল জমা পড়েনি। যদি ভুয়ো ভোটের সন্দেহ ছিল, তাহলে কংগ্রেসের পোলিং এজেন্টরা বুথেই আপত্তি জানায়নি কেন?'' এক নির্বাচনী আধিকারিক বলেন, ''রাহুল গান্ধি এখন কি বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়াকে সমর্থন করছেন, যা ডুপ্লিকেট, মৃত বা স্থানান্তরিতভোটারদের নাম বাদ দিতে সাহায্য করে? নাকি তিনি এরই বিরোধিতা করছেন?'' ভোটার তালিকায় কারচুপি নিয়ে এই নিয়ে রাহুল গান্ধীর তৃতীয়বার সাংবাদিক বৈঠক করলেন। এর আগে তিনি দুটি সম্মেলনে 'ভোটার ডিলিশন' ও 'ভোটার অ্যাডিশন স্ক্যাম'-এর অভিযোগ তুলেছিলেন। তখনই তিনি বলেছিলেন, তিনি শীঘ্রই এক হাইড্রোজেন বোমা ফাটাবেন- অর্থাৎ আরও বড় প্রমাণ প্রকাশ করবেন। সেই প্রতিশ্রুতির ধারাবাহিকতাতেই এবার সামনে এল 'এইচ ফাইলস'- যা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে তীব্র আলোড়ন শুরু হয়েছে। বিজেপি এখনও এ নিয়ে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া না দিলেও, নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে- রাহুল গান্ধির সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

বিএলও নিয়োগে 'থার্ড' টিএমসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ নভেম্বরঃ বঙ্গে এসআইআর শুরু হয়ে গিয়েছে। বুথ লেভেল এজেন্ট নিয়োগে তৃতীয় স্থানে রয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। এক নম্বরে রয়েছে বিজেপি, তৃণমূলকে ছাপিয়ে গিয়ে দ্বিতীয় স্থানে সিপিএম। চতুর্থ স্থানে রয়েছে কংগ্রেস। বিজেপি-র বিএলএ-২ সংখ্যা ৬৩ হাজার ৯৪০। বিজেপি দিতে পেরেছে ২৪ হাজার ৮৫৮। কংগ্রেস দিতে পেরেছে ৫ হাজার ৭৯৭। সিপিএম দিতে পেরেছে ১৮ হাজার ৭০৬। তৃণমূল দিতে পেরেছে ১৩ হাজার ৫২৬ জন এজেন্ট।

Dr. Santosh Kumar
HIP AND KNEE FOUNDATION CLINIC
My Knee My Life
P-332, Lake Town, Block - A,
(Near Lake Town Police Station), Kolkata 700089

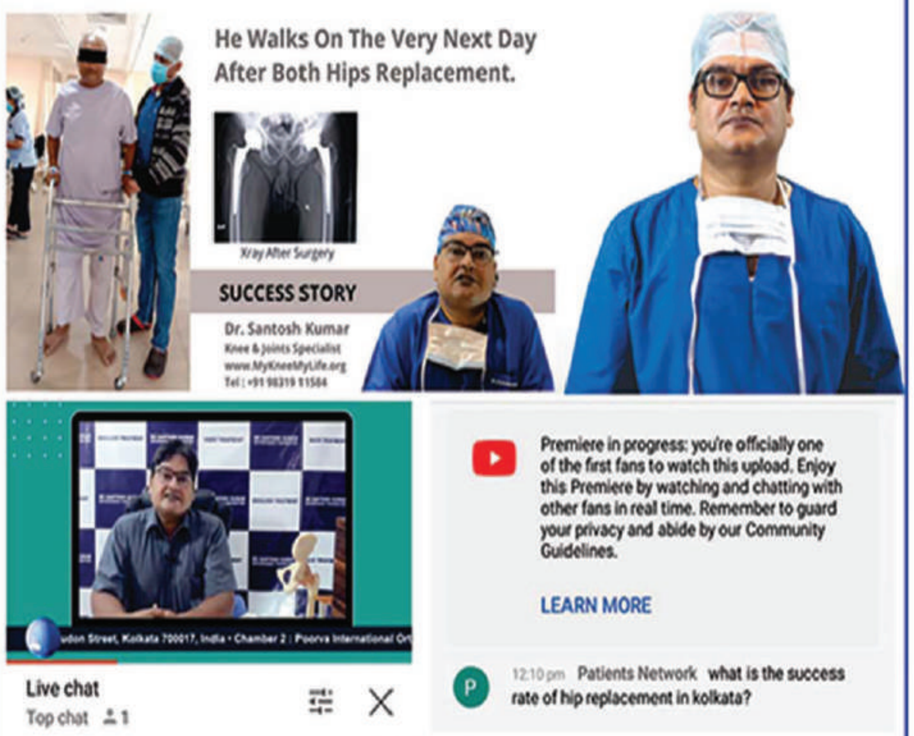

Consultant
Orthopaedic & Joint Replacement Surgeon,
HEAD, Institute of Computer Assisted, Joint Replacement Surgery, Belle Vue Clinic
9 Loudon Street, Kolkata-17 , Woodlands Multi speciality Hospital
For Appointment : 9831266632
Dr. Santosh Kumar
Expert Orthopedic Surgeon, MBBS, D.Ortho, Mch(Ortho)
E-mail: santdr@gmail.com , Website: www.mykneemylife.org
Dial : +91 98319-11584

গভীর রাতে গুন্ডা দিয়ে ভোটার তালিকা সংশোধন! কাঠগড়ায় দুই তৃণমূল বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর, ৫ নভেম্বরঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর বিধানসভা এলাকায় ভোটার তালিকা সংশোধন ঘিরে চাঞ্চল্য। অভিযোগ উঠেছে, হরিনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বুথ নম্বর ২৯, ৩০, ৩১ ও ৩৯-এ রাত প্রায় ১২টার সময় সন্দেহভাজন মুসলিম ভোটারদের নিয়ে আসা হচ্ছে পঞ্চায়েত কার্যালয়ে। সূত্রের দাবি, স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস এবং তার আত্মীয় তুহিন বিশ্বাসের নির্দেশে অন্ধকারের মধ্যেই বুথ লেভেল অফিসারদের দিয়ে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ করানো হচ্ছে। ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া। অভিযোগকারীদের বক্তব্য, এই বেআইনি কার্যকলাপের মাধ্যমে নতুন সন্দেহভাজন নাম ভোটার তালিকায় যুক্ত করা হচ্ছে, যা আসন্ন নির্বাচনের আগে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য, বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস এবং তার শ্যালক তুহিন বিশ্বাস নাকি ঘটনাস্থলে নিজে উপস্থিত থেকে পুরো প্রক্রিয়া তদারকি করছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, সেখানে উপস্থিত ছিল দুই কুখ্যাত দুষ্কৃতী মুনা ও আরিফ। মুনা নামের ওই ব্যক্তি স্থানীয়ভাবে অস্ত্রবাজ হিসেবে পরিচিত। তাকে প্রায়ই কোমরে বন্দুক নিয়ে রাস্তায় ঘুরতে দেখা যায় বলে অভিযোগ। জানা গেছে, মুনা হল তুহিন বিশ্বাসের 'ডান হাত', যার প্রভাবে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। দুটি এলাকায় এই কাজ সবচেয়ে সক্রিয়ভাবে চলছে বলে অভিযোগ

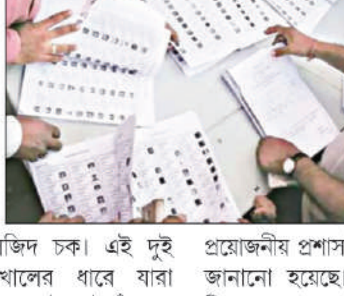

গাজি পাড়া এবং মসজিদ চক। এই দুই জায়গায় গরেরহাট খালের ধারে যারা প্লাস্টিকের ছাউনি ফেলে বা ছোট ছোট কুঁড়েঘর তুলে বসবাস করছে, তাদের অনেকেই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বলে দাবি স্থানীয়দের। ফলে রাতের আঁধারে ভোটার তালিকা সংশোধনের এই উদ্যোগকে ঘিরে প্রশ্ন উঠছে এরা কি ভোটার তালিকায় যুক্ত হচ্ছে? অভিযোগকারীরা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। বিশেষভাবে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনুরোধ করেছেন, অবিলম্বে এই ঘটনাগুলির তদন্ত করে হরিনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত ফর্ম ও নথিপত্র খতিয়ে দেখা হোক। পাশাপাশি, অভিযুক্ত বিএলও এবং বিধায়কের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানানো হয়েছে। স্থানীয় এক রাজনৈতিক বিশ্লেষকের বক্তব্য, ''যদি সত্যিই রাতের অন্ধকারে ভোটার তালিকা সংশোধনের মতো সরকারি কাজ করা হয়ে থাকে, তবে তা নির্বাচন কমিশনের নির্দেশের সরাসরি লঙ্ঘন। এটি প্রশাসনিক অনাচার এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে কলুষিত করার চেষ্টা।'' প্রসঙ্গত, সম্প্রতি রাজ্যের একাধিক জেলায় অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক তীব্র হয়েছে। জয়নগরের ঘটনাটি সেই বিতর্ককে আরও উসকে দিয়েছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি, তবে অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় তদন্তের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। স্থানীয়রা বলছেন, ''রাতের পর রাত পঞ্চায়েত অফিসে আলো জ্বলছে, অচেনা মুখ আসছে-যাচ্ছে। আমরা ভয় পাচ্ছি, আগামী নির্বাচনে এদের ভোটে আমাদের এলাকার চেহারা পাল্টে যাবে।'' অন্যদিকে, তৃণমূল শিবির এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলেছে, এটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচার। তবে বিরোধীরা বলছে, ''যদি কিছু না লুকোনো থাকে, তবে দিনের আলোয় এই কাজ করতে অসুবিধা কোথায়?'' ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জয়নগর এখন কার্যত রাজনৈতিক অগ্নিগর্ভ। প্রশাসনের তরফে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে, তবে তদন্তের দাবি এখন সর্বত্র।

বন্দে মাতরম, এক সঙ্গীত, এক আত্মা, এক ভারত

ডঃ সচ্চিদানন্দ জোশী

Mother, I bow to thee!Rich with thy hurrying streams,Bright with thy orchard gleams,Cool with the winds of delight,Dark fields waving, Mother of might,Mother free.Glory of moonlight dreamsOver thy branches and lordly streamsClad in the blossoming trees,Mother, giver of ease,Laughing low and sweet!Mother, I kiss thy feetSpeaker sweet and low!Mother to thee I bow.২০ নভেম্বর ১৯০৯-এ কর্মযোগীন-এ এই অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার প্রায় ২০ বছর আগেই 'বন্দে মাতরম' ভারতের ঐক্যের বীজ বপন করেছিল। মিছিল এবং ঘরে ঘরে গানটি ধ্বনিত হতে থাকে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং অঞ্চল নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে ঝড় তোলে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই গান দেশকে একসঙ্গে স্বপ্ন দেখতে শেখায়। ইংরেজিতে অরবিন্দের এই অনুবাদ নতুন প্রজন্মের মধ্যে সেতুবন্ধ গড়ে তোলে। স্বাধীনতার জন্য ভারতের কান্না গোটা বিশ্বের কাছে পৌঁছে যায়। কর্মযোগীন-এ এই গানের অনুবাদ শুধুমাত্র একটি অনুবাদ ছিল না, এটি একটি আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল। ১৮৮৬-তে একটি স্তোত্র হিসেবে বন্দে মাতরম প্রথম মানুষের কানে পৌঁছায়। সেইসময় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে একে সঙ্গীতের রূপ দেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেদিন সন্ধ্যায় শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যান। এর ১০ বছর পর ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ নিয়ে দেশ যখন উত্তাল, তখন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারত মাতার ছবি চিত্রায়িত করেন, যাকে বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতার প্রতিমূর্তি বলা যেতে পারে। যখন ব্রিটিশ শাসকরা রানি দীর্ঘজীবী হোন গাইবার জন্য মানুষকে বাধ্য করছিলেন, তখন এক রাতের মধ্যেই এই স্তোত্রটি লিখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। লাহোরে কংগ্রেসের কনভেনশনেও বন্দে মাতরম বিদ্রোহীদের নিঃশ্বাসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে। ভগত সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, বটুকেশ্বর দত্ত এবং আরও অনেকে বন্দে মাতরম শ্লোগান দিতে দিতে মৃত্যুবরণ করেন।

সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ ফৌজের কুচকাওয়াজের সময় এই গানটিকে বাধ্যতামূলক করেন। মিছিল, কারাগার, জ্ঞানী-গুণী, কৃষক, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সমস্ত ধর্ম ও বর্ণের মানুষ প্রার্থনা এবং প্রতিবাদের সময় এই গানটি গাইতে থাকেন। শ্রী অরবিন্দ এটিকে প্রথম ইংরেজিতে

অনুবাদ করেন। এরপর বহু ভারতীয় ও ইংরেজিতে পারদর্শী ব্যক্তি গানটির ইংরেজি অনুবাদ করেন। উর্দু সহ বহু ভারতীয় ভাষায় গানটির অনুবাদ করা হয়। ১৯০৬-এ ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের ব্রিটিশ আধিকারিক ডব্লু এইচ লী গানটির ইংরেজি অনুবাদ করেন। প্রজন্ম এবং ভৌগোলিক সীমারেখার গণ্ডি ছাড়িয়ে গানটি সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়ার দিকের স্নাতক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে কাজ করেছেন। এই কাজের সুবাদে তিনি ব্রিটিশ সংগ্রহালয় এবং নথিপত্র দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। ব্রিটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে যখন ঢাকা এবং উত্তরবঙ্গে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৭৮০) ছড়িয়ে পড়ে, তখন তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে আনন্দমঠ উপন্যাস লেখেন। তবে এই উপন্যাসের আগে গানটি রচনা করেছিলেন তিনি। ১৮৭৫-এর ৭ নভেম্বর। দিনটি ছিল রবিবার। সেদিন অক্ষয় নবমীতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর হাতে কলম তুলে নেন এবং বন্দে মাতরম গানটি লেখেন। অন্যরা যখন গানের মাধ্যমে রানির ভজনা করতেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মাতৃভূমির জন্য এই গানটি গাইতেন। মাত্র ১ ঘণ্টার মধ্যে লেখা গানটি শুধুমাত্র প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে ওঠেনি, সেইসঙ্গে একটি প্রজন্মকে দেশপ্রেমে জাগ্রত করেছিল। ১৮৯৬-এ কলকাতা কংগ্রেসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গানটিতে নতুন মাত্রা যোগ করেন। এক দশকের মধ্যে ১৯০৫-এ স্বদেশী আন্দোলনের সময় গানটি বাংলার নানা প্রান্তে ধ্বনিত হতে থাকে। ব্রিটিশরা গানটিকে নিষিদ্ধ করে, ছাত্রদের বহিস্কার করা হয়, প্রতিবাদকারীদের গ্রেপ্তার করা হয়। কলকাতায় স্কুল পড়ুয়ারা খালি পায়ে বৃষ্টিতে ভিজে গানটি গাইতে থাকে। অরবিন্দ ঘোষ একে ভারতের পুনর্জন্মের মন্ত্র আখ্যা দেন। ১৯২০ ও ৩০-এর দশকের মধ্যে বন্দে মাতরম সাহসের প্রতীক হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার গানভারতের স্বাধীনতা ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকে। বন্দে মাতরম দেশবাসীর অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। তথাপি নতুন প্রজাতন্ত্রে কোন গানটি জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পাবে, তা নিয়ে গণপরিষদে বিতর্ক তৈরি হয়। ১৯৪৭-এ জন গণ মনকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। অন্যদিকে, বন্দে মাতরমকে জাতীয় স্তোত্র হিসেবে ঘোষণা করে সমমর্যাদা প্রদান করা হয়। এক আত্মা, এক ভারতদেশ এখন 'বন্দে মাতরম' গানটির ১৫০তম বর্ষ উদযাপন করছে। অন্যদিকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হচ্ছে। বন্দে মাতরম-এ দেশের ঐক্য তুলে ধরা হয়েছে। অন্যদিকে, স্বাধীনতার পর একে বাস্তবায়িত করেন সর্দার প্যাটেল। তিনি এককভাবে গোটা ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর জন্যই আমাদের মাতৃভূমি আজ 'সুজলা সুফলা' হয়ে উঠেছে। প্রকাশের নানা পথবন্দে মাতরম ভারতের চিরন্তন আবাহনের প্রতীক হয়ে উঠেছে। এটি আমাদের গর্ব। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে গানটি নতুন মাত্রা পায়। ১৯৫২তে হেমেন গুপ্তের পরিচালনায় তৈরি হয় আনন্দমঠ ছবিটি। হেমন্ত কুমারের সঙ্গীত পরিচালনায় লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে বন্দে মাতরম অবিস্মরণীয় হয়ে ওঠে। এর অর্ধ শতাব্দী পরে ১৯৯৭-এ এ আর রহমানের মা তুঝে সালাম গানটি গোটা বিশ্বকে নাড়া দেয়। হিন্দুস্তানের রাগ সঙ্গীতের সঙ্গে আধুনিক সঙ্গীতের এক অনন্য মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বন্দেমাতরম-এর নব জাগরণ ঘটে। আজাদি কা মহোসব, স্কুলের প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক প্রচারাভিযানের মতো বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে সরকার তরুণদের মধ্যে গানটিকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নিয়েছে। চঃদ্রযান-৩ যখন চাঁদের মাটিতে অবতরণ করে, তখন সামাজিক মাধ্যমে চাঁদের মাটি থেকে বন্দে মাতরম শব্দবন্ধটি ছড়িয়ে পড়ে। বন্দে মাতরম কোনও ধর্মীয় বিশ্বাস বা ভাবনার বিষয় নয়, এটি হল, মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধা ও দেশপ্রেমের প্রতীক। এখনও কেন প্রাসঙ্গিকএই ভঙ্গুর সত্তার যুগে বন্দে মাতরম আমাদের ঐক্যের বার্তা দেয়। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, দেশাত্মবোধ কোনও আদর্শ নয়, এটি হল সহজাত। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনায় এটি হল নদী, বনাঞ্চল এবং সন্তানদের রক্ষায় মায়ের প্রতি অঙ্গীকার। ২০২৫-এ নতুন আঙ্গিকে দেশ বন্দে মাতরম-এর ১৫০তম বর্ষ উদযাপন করছে। গোটা দেশে ২২টি ভাষায় স্কুল পড়ুয়াদের কণ্ঠে গানটি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। প্রযুক্তি এর পবিত্রতাকে ক্ষুন্ন করতে পারেনি। বন্দে মাতরম রাজনৈতিক কবিতা নয়, এটি হচ্ছে একটি দর্শন। বন্দে মাতরম-এর মাধ্যমে আমাদের আত্মার পুনর্জাগরণ ঘটেছিল। ঔপনিবেশিক যুগের কারাগার থেকে অলিম্পিক স্টেডিয়াম, বাংলার নদী তীর থেকে চন্দ্রপৃষ্ঠ, সর্বত্র এটি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ১৮৭৫-এর অক্ষয় নবমীতে বঙ্কিমচন্দ্র বন্দে মাতরম রচনা করেছিলেন। তখনও তিনি বুঝতে পারেননি, তাঁর এই গানই একদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হবে, তাঁর স্তোত্র দেশবাসীর আত্মায় জায়গা করে নেবে।আজ ভারত আবার নতুনভাবে জেগে উঠছে। আমাদের মাতৃভূমি আজ মুক্ত। শ্রী অরবিন্দ লিখেছেনঃ For nations are not built by armies alone, but by those who can hear the voice of the Mother and bow to her with love. আমাদের সন্তানদের এর যোগ্য হয়ে উঠতে হবে। বন্দে মাতরম হল আমাদের মা, আমরা তাঁর কাছে মাথা নত করি। (ডঃ সচ্চিদানন্দ জোশী একজন লেখক এবং আইজিএনসিএ-র সদস্য সচিব)।

ভারতে কৃষি বিষয়ক পঠন-পাঠন ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা

নয়াদিল্লি, ০৪ নভেম্বরঃ ভারতের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যার প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ এবং দেশের জিডিপি বা মোট অভ্যন্তরীণ উপাদনে প্রায় ১৮ শতাংশ অবদান রাখে কৃষিকাজ। উচ্চশিক্ষা, গবেষণা এবং হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সক্ষমতা তৈরি করা উপাদনশীলতা বৃদ্ধি, খরচ কমানো এবং জাতীয় লক্ষ্যগুলি অর্জনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিবিদ্যা, গবেষণা এবং সম্প্রসারণকে এই ক্ষেত্রের মূল ভিত্তি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এগুলিই লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৫ শতাংশ কৃষিকাজের বৃদ্ধির হার বজায় রাখার এবং বিকশিত কৃষি ও সমৃদ্ধ কৃষক - যা বিকশিত ভারত-এর মূল দর্শন - সেই জাতীয় স্বপ্ন পূরণের জন্য অপরিহার্য প্রাতিষ্ঠানিক ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তৈরি করে। এই স্বপ্ন পূরণের জন্য, এই তিনটি ভিত্তিকেই এক দেশ - এক কৃষি - এক দল - এই নীতির অধীনে পারস্পরিক সহযোগিতার সঙ্গে কাজ করতে হবে।ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচার রিসার্চকৃষি গবেষণা ও কৃষি শিক্ষার প্রধান সংস্থা ১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা বিভাগ, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের অধীনে) একটি কৃষি গবেষণা ও উচ্চশিক্ষার সমন্বয়ের জন্য ভারতের অন্যতম প্রধান সংস্থা । এটি কৃষিকাজ, উদ্যানবিদ্যা, মস্যচাষ এবং প্রাণী বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নির্দেশ দিয়ে থাকে।দেশব্যাপী সংযোগঃ আইসিএআর একটি বিশাল ব্যবস্থার তত্ত্বাবধানে রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ১১৩-টি জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিস্তারিত তালিকা এখানে পাওয়া যাবেঃ https:icar.org.ininstitutes) এবং ভারতের ৭৪-টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। এটি বিশ্বের বৃহত্তম কৃষি গবেষণা সংস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম। এটি হরি বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং এখনও জলবায়ু সহনশীল, উচ্চ ফলনশীল প্রজাতি এবং কৃষিকাজের প্রযুক্তি উদ্ভাবনে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছে।সম্প্রসারণ ও গুণগত মানঃআইসিএআর তার বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে কৃষকদের কাছে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য ৭৩১-টি কৃষি বিজ্ঞান কেঃদ্র পরিচালনা করে। এছাড়াও, এটি শিক্ষাগত মানদণ্ড স্থির করে, যেমন ' মডেল আইন (সংশোধিত ২০২৩)' এবং ' কলেজ স্থাপনের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা' প্রকাশ করে।

পাশাপাশি, এটি ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল এডুকেশন অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দেয়। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান ঃ ভারতে ৬৩-টি রাজ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (SAUs), তিনটি কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (পুসা, ইম্ফল, ঝাঁসি), চারটি ডিমড বিশ্ববিদ্যালয় (IARI-দিল্লি, NDRI-কার্নাল, IVRI-ইজাতনগর, CIFE-মুম্বই) এবং কৃষি অনুষদ সহ চারটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। আইসিএআর (ICAR)-এর অধীনে ১১-টি এটিএআরআই (ATARI - এগ্রিকালচার টেকনোলজি অ্যাপ্লিকেশন রিসার্চ ইনস্টিটিউট) কেন্দ্রও অন্তর্ভুক্ত।বেসরকারি ক্ষেত্রঃ কৃষিশিক্ষা রাজ্য সরকারের আওতাভুক্ত, যাদের নিজস্ব নীতি অনুসারে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও প্রচার করা হয়। আইসিএআর-এর ভূমিকা অনুরোধের ভিত্তিতে স্বীকৃতি দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গত পাঁচ বছরে, আইসিএআর-স্বীকৃত বেসরকারি কৃষি কলেজের সংখ্যা ২০২০-২১ সালের পাঁচটি থেকে বেড়ে ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে ২২-টিতে পৌঁছেছে।সেন্ট্রাল এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটিস বর্তমানে ভারতে তিনটি কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। প্রত্যেকটি অঞ্চলের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সংসদের একটি আইনের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছিল। ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (CAU), পুসা (বিহার)ঃ এটি প্রাক্তন রাজেন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (প্রতিষ্ঠিতঃ১৯৭০) থেকে ২০১৬ সালের অক্টোবরে একটি কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। এর অধীনে আটটি কলেজ রয়েছে ১.তিরহুত কলেজ অফ এগ্রিকালচার ২.পোস্টগ্রাজুয়েট কলেজ অফ এগ্রিকালচার ৩.কলেজ অফ এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি ৪.কলেজ অফ কমিউনিটি সায়েন্স ৫.কলেজ অফ বেসিক সায়েন্সেস ও হিউম্যানিটিজ ৬.কলেজ অফ ফিশারিজ ৭.পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায় কলেজ অফ হর্টিকালচার এন্ড ফরেস্ট্রি ৮.স্কুল অফ এগ্রিবিজনেস এন্ড রুরাল ম্যানেজমেনন্ট আরপিসিএইউ আটটি বিভাগে স্নাতকস্তরের প্রোগ্রাম করিয়ে থাকে (কৃষি, উদ্যানবিদ্যা, কৃষি প্রকৌশল, কমিউনিটি সায়েন্স, মৎস্যচাষ, বায়োটেকনোলজি, বনবিদ্যা ও খাদ্য প্রযুক্তি)। এছাড়াও, বিশ্ববিদ্যালয়টি বিস্তৃত পরিসরের মাস্টার্স প্রোগ্রাম এবং পিএইচডি করিয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়টি বিহারের সমস্তিপুর জেলার পুসা, মুজফ্ফরপুর জেলার ঢোলি এবং পূর্ব চম্পারণ জেলার পিপরাকোঠিতে একাধিক ক্যাম্পাসের মাধ্যমে কাজ করে এবং বিহারের কৃষকদের সঙ্গে গবেষণাকে যুক্ত করার জন্য ১৮-টি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র পরিচালনা করে। জাতীয় শিক্ষা নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, বিশ্ববিদ্যালয়টি নিম্নস্তর এবং মধ্য-ব্যবস্থাপনা স্তরে শিল্প-প্রস্তুত প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি স্বল্প-মেয়াদী সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম চালু করেছে।সেন্ট্রাল এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি, ইম্ফল (মণিপুর)ঃ ১৯৯২ সালের কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুসারে ১৯৯৩ সালের জানুয়ারী মাসে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি উত্তর-পূর্বের সাতটি পাহাড়ি রাজ্য - অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, সিকিম, নাগাল্যান্ড এবং ত্রিপুরার - পরিষেবা প্রদান করে।সিএইউ, ইম্ফল তার সাতটি পাহাকেন্দ্রীয় রাজ্যে অবস্থিত ১৩-টি কলেজের মাধ্যমে শিক্ষাদান, গবেষণা এবং সম্প্রসারণকে একত্রিত করে একটি ব্যাপক পদ্ধতি অনুসরণ করে। (সম্পূর্ণ তালিকা এখানে পাওয়া যাবেঃhttps:cau.ac.inabout-cau-imphal)। এটিতে বর্তমানে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলিতে ১০-টি স্নাতক, ৪৮টি স্নাতকোত্তর এবং ৩৪-টি পিএইচডি প্রোগ্রাম করানো হয়, যেখানে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে মোট ২,৯৮২ জন শিক্ষার্থী নথিভুক্ত রয়েছে।এটিতে বর্তমানে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলিতে ১০-টি স্নাতক, ৪৮-টি স্নাতকোত্তর এবং ৩৪টি পিএইচডি প্রোগ্রাম করা হয়, যেখানে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে মোট ২,৯৮২ জন শিক্ষার্থী নথিভুক্ত রয়েছে।রানী লক্ষ্মীবাই কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (CAU), ঝাঁসি (উত্তর প্রদেশ)ঃ এটি সংসদের একটি আইনের (২০১৪ সালের আইন নং ১০) মাধ্যমে কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা বিভাগের (DARE)-এর অধীনে জাতীয় স্তরের একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি কৃষি বিজ্ঞানগুলিতে উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে, যা ভারতে শিক্ষা, গবেষণা এবং সম্প্রসারণ পরিষেবাগুলির উন্নতির জন্য নিবেদিত। আরএলবিসিএইউ-এর পাঠ্যক্রম তৈরি করা হয়েছে যাতে স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডির শিক্ষার্থীরা কৃষিকাজ, উদ্যানবিদ্যা পশুচিকিৎসা বিজ্ঞান এবং কৃষি প্রকৌশল ইত্যাদির মতো বিভিন্ন শাখায় সর্বশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে। এর অধীনে কলেজগুলির মধ্যে রয়েছে ঝাঁসিতে (উত্তর প্রদেশ) কৃষি কলেজ এবং উদ্যানবিদ্যা ও বনবিদ্যা কলেজ এবং দাতিয়াতে (মধ্যপ্রদেশ) মৎস্যচাষ কলেজ এবং পশুচিকিৎসা ও প্রাণী বিজ্ঞান কলেজ।কৃষি ক্ষেত্রে ইঃটারনেট অফ থিংস এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি গ্রহণ কৃষিকাজের আধুনিকীকরণের জন্য সরকার ইঃটারনেট অফ থিংস এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে সক্রিয়ভাবে প্রচার করছে। এর প্রয়োগগুলির মধ্যে রয়েছে ঃ সুনির্দিষ্ট কৃষিকাজ (সেন্সর-চালিত সেচ, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি),ইমেজিং এবং স্প্রে করার জন্য ড্রোন ব্যবহার, পশুসম্পদ পর্যবেক্ষণ, জলবায়ু-স্মার্ট গ্রিনহাউস, এআই-চালিত কীটপতঙ্গশস্য পর্যবেক্ষণ এবং রিমোট সেনসিং।উদ্ভাবনী কেঃদ্র ডিএসটি-র ইঃটারডিসিপ্লিনারি সাইবার-ফিজিক্যাল সিস্টেমের জাতীয় মিশনের অধীনে, ২০২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশব্যাপী ২৫-টি টেকনোলজি ইনোভেশন হাব বা প্রযুক্তি উদ্ভাবন কেঃদ্র স্থাপন করা হয়েছিল যার মধ্যে তিনটি কৃষি ক্ষেত্রে আইওটি এবং এআই-এর প্রয়োগের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। উদাহরণস্বরূপ, আইআইটি রোপারের কৃষিজল টিআইএইচ কাজ করছে জাফরান উপাদন ও সারা ভারতে সরবরাহের জন্য আইওটি সেন্সর নিয়ে। আইআইটি বোম্বে ইন্টারনেট অফ এভরিথিং নিয়ে একটি টিআইএইচ পরিচালনা করে এবং আইআইটি খড়গপুর এআইএমএল সমাধানের (শস্যের স্বাস্থ্য পূর্বাভাস, ফলনের পূর্বাভাস) জন্য একটি এআই৪আইসিপিএস হাব চালায়।ডিজিটাল পরিকাঠামো। ইলেকট্রনিক্স মন্ত্রক বেঙ্গালুরু, গুরুগ্রাম, গান্ধীনগর এবং বিশাখাপত্তনমের মতো শহরগুলিতে আইওটি-এর উপর উকর্ষ কেঃদ্র স্থাপন করেছে। উদাহরণস্বরূপ, বিশাখাপত্তনমের আইওটি উকর্ষ কেন্দ্র , কৃষি-প্রযুক্তির উপর মনোযোগ দেয় এবং উদ্ভাবনকে গণতান্ত্রিক করার জন্য স্টার্টআপ, শিল্প, বিনিয়োগকারী এবং শিক্ষাবিদদের সংযুক্ত করে।কৃষির জন্য জাতীয় ই-গভর্নেন্স পরিকল্পনার অধীনে, এআইএমএল, আইওটি, ব্লকচেইন ইত্যাদি ব্যবহার করে ডিজিটাল-কৃষি প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের জন্য রাজ্যগুলিকে তহবিল সরবরাহ করা হয়।স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম ২০১৮-১৯ সাল থেকে, রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার অধীনে উদ্ভাবন ও কৃষি-উদ্যোক্তা উন্নয়ন (ইনোভেশন এন্ড এগ্রি-এঃটারপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেঃট) প্রোগ্রামটি আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং কৃষি-ইনকিউবেশন ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে উদ্ভাবন ও কৃষিক্ষেত্রে উদ্যোক্তা তৈরি করতে উসাহিত করে আসছে। এই উদ্যোগটি কৃষি ও সহযোগী ক্ষেত্রগুলিতে স্টার্ট-আপগুলিকে সমর্থন করে, যার দ্বৈত লক্ষ্য হল নতুন সুযোগের মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা এবং গ্রামীণ যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান তৈরি করা। এই প্রোগ্রামের অধীনে সমর্থিত স্টার্ট-আপগুলি কৃষি ও সহযোগী ক্ষেত্রগুলির বিভিন্ন দিকে নিযুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে - কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ , খাদ্য প্রযুক্তি ও মূল্য সংযোজন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইঃটারনেট অফ থিংস, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, যথাযথ কৃষি, ডিজিটাল কৃষি, এবং ব্লকচেইন প্রযুক্তি।কৃষকদের দক্ষতা ও প্রশিক্ষণকৃষকদের দক্ষতা তৈরি ও প্রশিক্ষণ ভারতের কৃষি রূপান্তরের মূল কেঃদ্রে এসেছে। আধুনিক কৃষিকাজের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে, সরকার কৃষকদের প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, জলবায়ু এবং বাজারের পরিবর্তনে মানিয়ে নিতে সাহায্য করার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। স্কীল ট্রেনিং অফ রুরাল ইয়ুথ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণের উপ-মিশন, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার মত কর্মসূচি এবং কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র ও কৃষি প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা এজেন্সির মাধ্যমে নেওয়া উদ্যোগগুলি কৃষকদের সুস্থায়ী কৃষিকাজ অনুশীলনের জন্য ব্যবহারিক জ্ঞান ও বৃত্তিমূলক দক্ষতা দিয়ে সজ্জিত করছে।কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র আইসিএআর-এর অধীনে চালিত এই কেঃদ্রগুলি কৃষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রথম সারির প্রতিষ্ঠান। ২০২১-২২ এবং ২০২৩-২৪ সালের মধ্যে, এগুলি ৫৮.০২ লক্ষ কৃষককে প্রশিক্ষণ দিয়েছে, যার সংখ্যা প্রতি বছর ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৪-২৫ সালের প্রথম দশ মাসে, ইতিমধ্যেই অতিরিক্ত ১৮.৫৬ লক্ষ কৃষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কেভিকে-এর কোর্সগুলি স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে উন্নত কৃষিকাজ, পশুসম্পদ পরিচর্যা, মাটির স্বাস্থ্য, ফসল তোলার পরের প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করে।এটিএমএ (সম্প্রসারণ সংস্কার প্রকল্প) কৃষি প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা সংস্থা প্রকল্পটি বিকেন্দ্রীভূত কৃষি সম্প্রসারণকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই উদ্যোগের অধীনে, ২০২১-২২ সালে ৩২.৩৮ লক্ষ কৃষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। (পিআইবি)

দেশজুড়ে ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট অভিযানের আওতায় ৬ নভেম্বর বর্ধমানে সচেতনতা শিবির

কলকাতা, ০৪ নভেম্বরঃ কর্মী, জনঅভিযোগ নিস্পত্তি এবং পেনশন মন্ত্রকের আওতাধীন পেনশন ও পেনশন গ্রহীতাদের কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে সারা দেশে ১-৩০ নভেম্বর ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট (ডিএলসি) অভিযান ৪.০-এর আয়োজন করা হয়েছে। এর লক্ষ্য পেনশন গ্রহীতাদের ডিজিটাল পন্থাপদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে তুলে ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট সংক্রান্ত বিষয়ে আরও আগ্রহী করে তোলা। এই কর্মসূচি ডিজিটাল ইন্ডিয়া এবং ইজ অফ লিভিং উদ্যোগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।২ হাজারেরও বেশি শহরে এই অভিযানের আওতায় সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। ২ কোটি পেনশনগ্রহীতাকে কর্মসূচিটির আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্য রয়েছে সরকারের। এক্ষেত্রে আধার-ভিত্তিক মুখাবয়ব যাচাই প্রযুক্তির ব্যবহার করা হবে। লক্ষ্য হলো জৈবমাত্রিক সরঞ্জাম ব্যবহার না করেও যাতে পেনশন গ্রহীতারা লাইফ সার্টিফিকেট জমা দিতে পারেন তা নিশ্চিত করা। অধিক প্রবীণ এবং ভিন্নভাবে সক্ষমদের দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে। ভারতীয় ডাক পেমেন্টস ব্যাঙ্ক এই লক্ষ্যে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ডিএলসি পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৪ নভেম্বর, ২০২৪ তার মন কি বাত অনুষ্ঠানে এবং ২৬ নভেম্বর, ২০২৪ সংবিধান দিবসের ভাষণে বলেছিলেন, ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচির আওতায় ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট প্রক্রিয়া প্রবীণ নাগরিকদের পেনশনের ক্ষেত্রে আবশ্যিক লাইফ সার্টিফিকেট জোগাড় কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছে।দেশজুড়ে প্রচারাভিযানের অঙ্গ হিসেবে ০৬,১১,২০২৫ তারিখে বর্ধমানে ডিএলসি শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে আন্ডার সেক্রেটরি শ্রী সামিন আনসারি ডিএলসি পরিষেবার আওতায় থাকা পেনশন গ্রহীতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, ভারতীয় ডাক পেমেন্টস ব্যাঙ্ক, ইউআইডিএআই, এনআইসি এবং স্থানীয় পেনশনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে সমন্বয় বিষয়টিও খতিয়ে দেখবেন তিনি। উল্লেখ্য, এনআইসি-র ডিএলসি পোর্টালের মাধ্যমে ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট তৈরির প্রক্রিয়ার উপর তাক্ষণিক ভিত্তিতে নজর রাখা হয়।

'বিএলও'রা রাজনৈতিক দলের 'ঘনিষ্ঠ', তৃণমূল-বিজেপির তর্জা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৫ নভেম্বর ঃ উত্তর হাওড়ায় 'বিএলও' হিসেবে যাঁদের এসআইআর এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁরা রাজনৈতিক দলের 'ঘনিষ্ঠ', অভিযোগ তুলে পরস্পরকে দুষল তৃণমূল-বিজেপি উভয় দলই। উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরীর অভিযোগ, বিজেপি নেতা ঘনিষ্ঠরাই এখানে 'বিএলও'র দায়িত্বে রয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে ভুয়ো ভোটারদের নাম রেখে বিজেপি নির্বাচন কমিশনের সাহায্যে রিগিং করবে। বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতার ঘনিষ্ঠর ছবি সহ তাঁদের বিএলও'র দায়িত্বে থাকার প্রমাণ সহ নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হতে চলেছেন ওই তৃণমূল বিধায়ক। অন্যদিকে, উত্তর হাও।া বিজেপি নেতা তথা বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাইয়ের পাল্টা দাবি, তিনি আগেই তৃণমূল নেতার ঘনিষ্ঠরা বিএলও'র দায়িত্বে থাকার অভিযোগ জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের কাছে। উমেশ রাই এদিন বলেন, উত্তর হাও।ার অনেক বিএলও আছেন যারা তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত আছেন। এইরকম বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে একটা অভিযোগ দায়ের করেছিলাম। এই অভিযোগ করার পর উত্তর হাওড়ার বিধায়ক জানিয়েছিলেন আমার মানসিক অবস্থা ঠিক নেই। আমি নাকি বুঝি না। তাহলে কি বিএলও বিহার, গুজরাট থেকে আনতে হবে ? এখন সেই বিধায়ক অভিযোগ করছেন অনেক বিএলও বিজেপির সঙ্গে যুক্ত। যদি এমন ঘটনা ঘটে তাহলে বিধায়ক হিসেবে কেন উনি কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছেন না ? একজন বিএলও বাড়ি গিয়ে যখন কাজ করবেন তখন তিনি নিরপক্ষ না থাকলে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারবেন না। তারজন্য আমি অভিযোগ করেছি। যদি কোনও সমস্যা থাকে তাহলে অভিযোগ জানান। অন্যদিকে, তৃণমূল বিধায়ক গৌতম চৌধুরী বলেন, নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপির এটা একটা সম্পূর্ণ পরিকল্পনা। বাংলায় কোনওমতে তৃণমূলকে পরাস্ত করা যাচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বারেবারে বলেছেন এসআইআর হোক। বিজেপি সরকার বাংলায় নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে সাইন্টিফিক রিগিং করছে। বাংলায় প্রকৃত ভোটারদের নাম কেটে দেওয়া হচ্ছে। মৃত ভোটারদের রেখে দেওয়া হচ্ছে। বিএলওরা বিজেপির সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা বিজেপির সমর্থক হলে কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু এরা ১০ ফেব্রুয়ারির পর সাধারণ মানুষের নাম যদি ভোটার তালকা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়, যদি মৃত মানুষের নাম থাকে তাহলে সেই বুথের সাধারণ মানুষ এদের ছেড়ে কথা বলবে না।

উলুবেড়িয়া এস আই আর আতঙ্কে আত্মহত্যা যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদক,উলুবেড়িয়া, ৫ নবেম্বর ঃ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন বা এস আই আর আতঙ্কে এবার ঘর থেকে দেহ উদ্ধার হল উলুবেড়িয়ার মালপাড়ার জাহির মাল নামের বছর ৩০ এর এক যুবকের, জানা গেছে ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাজাপুর থানার খলিশানী গ্রাম পঞ্চায়েতের মালপাড়ার ৭ নম্বর বুথে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ভোটার কার্ডে নামের বানান বিভ্রাট ছিল ওই যুবকের, আর হয়তো সেই আতঙ্কে এমন ঘটনা। এদিকে ঘটনার পর ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌছে মৃতদেহ উদ্ধার করে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য এই ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী মন্ত্রী পুলক রায়, উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধাযক বিদেশ রঞ্জন বসু, উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস, ভাইস চেয়ারম্যান সেখ ইনামুর রহমান,পারিষদ সেখ আকবর ,পৌরপিতা মইনুদ্দিন মিদ্যে সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। কথা বলেন তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে এবং পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। অপরদিকে মৃতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে সহানুভূতি জানান জাতীয় কংগ্রেসের হাওড়া জেলা গ্রামীন সভাপতি আলম দেহয়ান সহ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ, তিনি পরিবারের একজনের চাকরি ও ক্ষতিপূরণ দাবি করেন।

নববারাকপুরে বাংলার ভোট রক্ষা শিবিরে ভোটারদের উদ্দীপনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নববারাকপুর, ৫ নভেম্বর ঃ মঙ্গলবার থেকে রাজ্য জুড়ে শুরু হল ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন(এসআইআর) -র কাজ। কমিশনের বুথ স্তরের অফিসারেরা (বিএলও) এনুম্যারেশন ফর্ম বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিলেন। দমদম উত্তর বিধানসভার নববারাকপুর পুরসভার ২০ টি ওয়ার্ডে কমবেশি শতাধিক ফর্ম বিএলও - রা ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দিলেন। সাথে ছিলেন ওয়ার্ডের বিএলএ ২ এর কর্মীরা। পাশাপাশি নববারাকপুর শহরে ২০ টি ওয়ার্ডে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বাংলার ভোটাধিকার রক্ষার্থে বিভিন্ন ওয়ার্ডে হল বাংলার ভোট রক্ষা শিবির।

গুরু নানক জয়ন্তীতে শুভেচ্ছা জানালেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর (হি. স.)ঃ বুধবার সারা দেশেজুড়ে পালিত হচ্ছে গুরু নানক জয়ন্তী-শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক দেবজির ৫৫৬তম জন্মবার্ষিকী। প্রসঙ্গত, এই দিনটি 'প্রকাশ পর্ব' বা 'গুরুপুরব নামেও পরিচিত। গুরু নানক জয়ন্তীতে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। বুধবার লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখেন, শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী গুরু নানক দেব জী-র জন্মবার্ষিকীতে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রণাম।

গুরু নানক দেব জী মানবতা, সাম্য এবং সত্যের আদর্শে বিশ্বকে আলোকিত করেছিলেন। তাঁর শিক্ষা সমাজে করুণা, সেবার চেতনা জাগ্রত করেছিল এবং ধর্মকে মানব কল্যাণের মাধ্যম করে তুলেছিল। তিনি জাতি, ধর্ম এবং বৈষম্যের ঊর্ধ্বে মানবতাকে ঐক্যবদ্ধ করার বার্তা দিয়েছিলেন এবং কর্মযোগ এবং সকর্মকে জীবনের সারাংশ হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। আমাদের প্রার্থনা যে গুরু সাহেবের এই পবিত্র শিক্ষাগুলি যুগে যুগে সত্য, প্রেম এবং নিঃস্বার্থ সেবার পথে আমাদের পরিচালিত করে।

পঞ্জিকা

আজ ১৮ কার্ত্তিক ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার, ইংরেজী ৫ নভেম্বর ২০২৫, ৫৩৯ চৈতনাব্দ, কলি ৫১২৬, সৌর১৯ কার্ত্তিক, চান্দ্র১৫ কেশব মাস, ১৯৪৭ শকাব্দ ২০৮২ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৯ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশ ২০ কার্ত্তিক ১৪৩২, ভারতীয় সিভিল ১৪ কার্ত্তিক ১৯৪৭, মৈতৈ ১৫ হিয়াঙ্গৈ, আসাম ১৮ কাতি, মুসলিম ১৪-জমাদিউল-আউয়াল-১৪৪৭ হিজরীপূর্ণিমা রাসশ্রীশ্রীরাস যাত্রাকার্ত্তিক স্নান সমাপ্ত সূর্য উদয় সকাল ০৫ঃ৪৫ঃ ৩৮ এবং অস্তঃ বিকাল ০৪,৫৪,০৫। চন্দ্র উদয় বিকাল ০৪৩৬১৮(৫) এবং অস্তঃ সকাল ০৬২১০৯(৬)। শুক্ল পক্ষ ।তিথি পূর্ণিমা (পূর্ণা) রাত্রি ০৭২১৪৩ দং ৩৩৫৯৫৭.৫ পর্যন্ত

নক্ষত্র অশ্বিনী সকাল ঘ ১০২৪৩৭ দং ১১৩৭১২.৫ পর্যন্ত পরে ভরণী কাল ঘ ০৮৪৭২৫ দং ৭৩২৪৭.৫ পর্যন্ত পরে কৃত্তিকা করণ বব রাত্রি ০৭২১৪৩ দং ৩৩৫৯৫৭.৫ পর্যন্ত পরে বালব যোগ সিদ্ধি সকাল ঘ ১৩০৬৫৮ দং ১৮২৩৫ পর্যন্ত পরে ব্যতীপাত অমৃতযোগ দিন ০৫৪৫৪৪ থেকে - ০৬৩০১৭ পর্যন্ত, তারপর ০৭১৪৫১ থেকে - ০৭৫৯২৫ পর্যন্ত, তারপর ১০১৩০৬ থেকে - ১২২৬৪৮ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫৪৫৩৭ থেকে - ০৬৩৭০৩ পর্যন্ত, তারপর ০৮১৯৫৬ থেকে - ০৩১১২৫ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ দিন ০৬৩০১৭ থেকে - ০৭১৪৫১ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০১১১২২ থেকে - ০৩২৫০৩ পর্যন্ত।কুলিকবেলা দিন ১০৫৭৪০ থেকে - ১১৪২১৪ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রি ১০০২৪৮ থেকে - ১০৫৪১৪ পর্যন্ত। বারবেলা দিন ১১১৯৫৭ থেকে - ১২৪৩৩১ পর্যন্ত। কালবেলাদিন ০৮৩২৫০ থেকে - ০৯৫৬২৪ পর্যন্ত। কালরাত্রি ০২৩২৫০ থেকে - ০৪০৯১৭ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন) রবি ৬১৯০৫৫ (১৫) ৪ পদ চন্দ্র ০২৩৪৫৪৭ (২) ৪ পদ,মঙ্গল ৭৪৫৫৩৪ (১৭) ১ পদ, বুধ ৭৫৫৯১ (১৭) ১ পদ,বৃহস্পতি ৩২৪৩২ (৭) ৪ পদ, শুক্র ৬৪৩৫৩ (১৪) ৪ পদ, শনি ১০২৮১৬৩৭ (২৫) ৩ পদ, রাহু ১০২৩১২৪২ (২৫) ১ পদ, কেতু ৪২৩১২৪২ (১১) ৩ পদ, বুধ বক্রি,শনি বক্রি, লগ্ন তুলা রাশি সকাল ০৬৩৮১৮ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি সকাল ০৮৫৪০৪ পর্যন্ত। ধনু রাশি সকাল ১২৫৯২০ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ১২৪৬১৪ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি দুপুর ০২১৯৩৭ পর্যন্ত। মীন রাশি দুপুর ০৩৫০৪০ পর্যন্ত। মেষ রাশি বিকাল ০৫৩১১৫ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৭২৯৩৯ পর্যন্ত। মিথুন রাশি রাত্র ০৯৪২৫৯ পর্যন্ত। কর্কট রাশি রাত্র ১১৫৮৪০ পর্যন্ত। সিংহ রাশি শেষ রাত্রি ০২১০০০ পর্যন্ত। কন্যা রাশি শেষ রাত্রি ০৪২০১২ পর্যন্ত।

রাশিফল

মেষ রাশিঃ আজকের দিনটি একটি উত্তেজনাপূর্ণ এবং উদ্যমী দিন হবে। আপনি আপনার ভেতরের শক্তি অনুভব করবেন।

বৃষ রাশিঃ আপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন।

মিথুন রাশিঃ আজকের দিনটি মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য যোগাযোগের দিন।

কর্কট রাশিঃ আত্ম-বিকাশের প্রকল্পগুলি একের থেকে বেশি উপায়ে আপনাকে পুরস্কৃত করবে।

সিংহ রাশি ঃ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি উদ্যমী এবং ইতিবাচক দিন। আপনার আত্মবিশ্বাস শীর্ষে থাকবে।

কন্যা রাশিঃ চোখে ছানির রোগীদের দূষিত বাতাবরণে যাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত।

তুলা রাশিঃ তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি সম্প্রীতি এবং ভারসাম্য বয়ে আনবে।

বৃশ্চিক রাশিঃ পিতা আপনাকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারেন। কিন্তু মনোক্ষুণ্ণ হবেন না। মনে রাখবেন সমৃদ্ধি মনকে প্রশ্রয় দেয়, বঞ্চনা এটিকে মজবুত করে।

ধনু রাশিঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি উসাহ এবং নতুন সম্ভাবনায় পূর্ণ হবে।

মকর রাশিঃ আনন্দদায়র সফর এবং সামাজিক জমায়োত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে।

কুম্ভ রাশি ঃ আজকের দিনটি কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য নতুন সম্ভাবনায় ভরপুর হবে।

মীন রাশিঃ বন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন। আপনি রক্ষণশীল বিনিয়েগে বিনিয়োগ করে আরো বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারেন। আপনি আপনার ভেতরের শক্তি অনুভব করবেন। নতুন সম্ভাবনায় ভরপুর হবে।

পরিবহনকে আরও দ্রুত, স্বচ্ছ করতে বড় পদক্ষেপ রাজ্যের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩ নভেম্বর ঃ পরিবহন পরিষেবাকে আরও দ্রুত, স্বচ্ছ ও নাগরিক-বান্ধব করতে বড় পদক্ষেপ নিচ্ছে রাজ্য সরকার। এবার রাজ্যের পরিবহন দপ্তর চালু করতে চলেছে মোট ৫০টি অনলাইন, ফেসলেস মোটরগাড়ি-সংক্রান্ত পরিষেবা-যেখানে নাগরিকদের আধার যাচাইকরণের মাধ্যমেই সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। এজন্য পরিবহনবিভাগের বাহন ও সারথি পোর্টাল অবিলম্বে আপগ্রেড করার জন্য পরিবহন সচিব সৌমিত্র মোহন ইতিমধ্যেই ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টারকে নির্দেশ দিয়েছেন । এই বিষয়ে এনআইসি-কে তিন দিনের মধ্যে একটি অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত ১৪ অক্টোবর পরিবহন দপ্তর ও এনআইসি-র শীর্ষ আধিকারিকদের বৈঠকে এই ফেসলেস পরিষেবা চালুর রূপরেখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। নতুন ব্যবস্থায় নাগরিকরা অনলাইনে আধার যাচাইকরণের মাধ্যমে লার্নার লাইসেন্স, ড্রাইভিং লাইসেন্স নবীকরণ বা প্রতিলিপি, নাম, ঠিকানা, জন্মতারিখ, বায়োমেট্রিক, ছবি বা স্বাক্ষর পরিবর্তন সংক্রান্ত পরিষেবার জন্য আবেদন করতে পারবেন। পাশাপাশি, কনডাক্টর লাইসেন্স, গাড়ি রেজিস্ট্রেশন, পারমিট, মালিকানা হস্তান্তর ও আন্তর্জাতিক ড্রাইভিং পারমিট ইস্যু সম্পর্কিত পরিষেবাগুলিও এই ফেসলেস ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হবে।

বালি দেশবন্ধু ক্লাবের শতবর্ষ উদযাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৫ নভেম্বর ঃ বালি দেশবন্ধু ক্লাবের শতবর্ষ, প্রভাতফেরী সহ দিনভর কর্মসূচি ক্লাবের তরফ থেকে। বালির দেশবন্ধু ক্লাব এবার ১০০তম বর্ষে পদার্পণ করল। এই উপলক্ষে বুধবার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ১৫৫তম জন্ম শতবার্ষিকীতে বুধবার সকালে বালি এলাকার সমস্ত ক্লাব সংগঠনকে নিয়ে এক প্রভাতফেরিরও আয়োজন করা হয়। এছাড়াও সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। বালির রাজপথে এদিন পথ পরিক্রমা করে বর্ণাঢ্য এক শোভাযাত্রা। দেশবন্ধু ক্লাবের কবাডি , ফুটবল , খোখো , ভলিবল এবং ক্যারাটে বিভাগের সকল খেলোয়াড়রা এবং ক্লাবের ছোট থেকে বড় সকল সদস্য এদিন পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। ক্লাবের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে সারাদিন ব্যাপী এদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

চুরির অভিযোগের ২৪ ঘন্টার মধ্যে গহনা সহ গ্রেফতার চোর

নিজস্ব সংবাদদাাতা,জয়নগর, ৪ নভেম্বরঃ চুরির অভিযোগের ২৪ ঘন্টার মধ্যে চুরির সামগ্রী সহ চোরকে গ্রেফতার করলো পুলিশ।সোমবার বারুইপুর পুলিশ জেলার সুন্দরবন কোস্টাল থানার কালীদাসপুরের বাসিন্দা সুষমা মন্ডল তার বাড়িতে গহনা সহ একাধিক সামগ্রী চুরির বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি অভিযোগে উল্লেখ করেন যে, কয়েক দিন আগে রাতের বেলায় তার অনুপস্থিতিতে তার বাড়িতে গহনা সহ একাধিক সামগ্রী চুরি হয়েছে।আর এই অভিযোগের ভিত্তিতে সুন্দরবন কোস্টাল থানায় একটি সুনির্দিষ্ট মামলা রুজু করা হয়। আর তদন্তে নেমে সুন্দরবন কোস্টাল থানার ওসি মিজানুর রহমানের নির্দেশে পুলিশের বিশেষ টিম ২৪ ঘন্টার মধ্যে কালীদাসপুরের বাসিন্দা তপন মৃধা-কে গ্রেফতার করে। তার থেকে বেশ কিছু সোনা ও রুপোর গয়না উদ্ধার করা হয়।

এসআইআর-এর প্রতিবাদে আমরণ অনশন

উত্তর ২৪ পরগনা, ৫ নভেম্বর, (হি.স.)ঃ পূর্বঘোষণা মতোই ঠাকুরনগরে ঠাকুরবাড়িতে এসআইআরের প্রতিবাদে আমরণ অনশনে বসলেন মতুয়াদের একাংশ। অনশনকারী মতুয়াদেরদাবি, নিঃশর্ত নাগরিকত্ব। তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের ডাকে এই অনশন হলেও এদিন দেখা যায়নি তাঁকে। সূত্রের খবর, বিশেষ কাজে বাইরে আছেন তিনি। তাই ভারচুয়ালি অনশনের সূচনা করেন ঠাকুরবাড়ির সদস্য তথা সাংসদ মমতাবালা। এসআইআর হলে রাজ্যের প্রায় ২ কোটি মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন মমতাবালা।

রাতে বুলডোজার দিয়ে সিপিএম কার্যালয় ভাঙার অভিযোগ

উত্তর ২৪ পরগনা, ৫ নভেম্বর, (হি.স.)ঃ এসআইআর আবহে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে রাজনৈতিক মহলে। সেই আবহে সিপিএম কার্যালয় ভাঙার অভিযোগ উঠেছে। রাতের অন্ধকারে বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হল কার্যালয়! চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ঘোলা এলাকায়। ঘটনায় শাসকদলের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে সিপিএম। যদিও অভিযোগ মানতে চায়নি তৃণমূল। ঘোলা বিলকান্দা ১ নম্বর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মহিষপোতা এলাকায় সিপিএমের একটি কার্যালয় দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে। সিপিএমের ওই কার্যালয়টির ছাদের অংশ ভগ্নপ্রায় হয়েছিল। সেজন্য ওই কার্যালয়টি বন্ধ হয়েই থাকত। বুধবার সকালে দেখা যায় ওই কার্যালয় ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে! রাতের অন্ধকারে ওই কার্যালয় বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেও চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান সিপিএমের কর্মী-সমর্থকরা। বিক্ষোভ দেখানো হয় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ঘোলা থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। থানাতেও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে বলে অভিযোগ।

এনআরসি-এসআইআর আতঙ্কে’ মৃত্যুর অভিযোগ, বাড়ি গেলেন বিধায়ক শওকত

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৫ নভেম্বর, (হি.স.) ঃ এসআইআর ও এনআরসি আতঙ্কে আবারও আত্মহত্যার অভিযোগ। এবার প্রাণ গেল ভাঙড়ের বাসিন্দার। বুধবার সকালে বাড়িতেই মিলেছে রফিক গাজি নামে এক ব্যক্তির দেহ। দেহ উদ্ধার করতে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। যান তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা। অভিযোগ, এনআরসি-এসআইআর আতঙ্কেই নাকি চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওই ব্যক্তি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়।সূত্রের খবর, মৃতের নাম রফিক গাজি। ভাঙড়ের কাশীপুরের জয়পুরের বাসিন্দা তিনি। বুধবার সকালে ঘর থেকে উদ্ধার হয় তাঁর ঝুলন্ত দেহ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়েই মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান তৃণমূল বিধায়ক শওকত। পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি। বিধায়কের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই এনআরসি আতঙ্কে ভুগছিলেন রফিক। রাজ্যে এসআইআর চালু হওয়ার পর সেই ভয় আরও বাড়ে। ভিটেমাটি ছাড়তে হবে না তো? এনিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন তিনি। দাবি, সেই আতঙ্কেই চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রফিক। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ।

আগামী কয়েকদিন ‘খামখেয়ালি’ আবহাওয়া দেখবে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ নভেম্বরঃ নভেম্বর এলেও এখনও পুরোপুরি দেখা নেই শীতের, তবে হালকা হালকা শীতের আমেজ স্পষ্ট। ভোরের কুয়াশা, হালকা ঠাণ্ডা ভাব। এরই মধ্যে ফের বৃষ্টি ফিরছে দক্ষিণবঙ্গে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বুধবার থেকেই দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি শুরু হয়। ফলে ফের ভিজতে চলেছে উপকূলবর্তী জেলা দুই ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আজ দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে। আগামিকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়বে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, ওই দিন উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পাশাপাশি পূর্ব মেদিনীপুরের একাধিক এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবারও দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে বৃষ্টি চলবে। তবে শনিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের আকাশ ধীরে ধীরে পরিষ্কার হতে পারে এবং শুষ্ক আবহাওয়া ফিরে আসবে। এদিকে,

আপাতত কলকাতায় বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০ থেকে ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। অর্থা এখনও শহরে শীতের আমেজ পুরোপুরি আসেনি। পূর্বাভাস বলছে, অন্তত আরও পাঁচ দিন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রায় তেমন কোনও বড় পরিবর্তন হবে না। আবহাওয়াবিদদের মতে, পাকাপাকিভাবে শীত নামতে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে আপাতত বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের মতো পাহাড়ি এলাকায় রাতের তাপমাত্রা অনেকটাই কমে গেছে, ফলে শীতের আমেজ এখনই টের পাওয়া যাচ্ছে। তবে শনিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের কোনও জেলায় বৃষ্টি হবে না বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। সব মিলিয়ে, নভেম্বরের শুরুতেই দক্ষিণবঙ্গে ফের সক্রিয় হচ্ছে বৃষ্টি, তবে উত্তরবঙ্গে ধীরে ধীরে নামছে পারদ। আবহাওয়াবিদদের কথায়, দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি কমলেই ডিসেম্বরের শুরুতে পাকাপাকিভাবে প্রবেশ করবে শীত।

বারুইপুরে মিলন মেলার উদ্বোধন করলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,বারুইপুর, ৫ নভেমম্বর ঃ শীতের শুরুতেই

বারুইপুরে শুরু হয়ে গেল মেলা। বুধবার বারুইপুর নিউ ইন্ডিয়ান মাঠে ১৬ তম বর্ষের মিলন মেলার শুভ সূচনা হয়ে গেল। এদিন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যাদবপুরের সাংসদ সায়নী ঘোষ, বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান শক্তি রায় চৌধুরী,ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম কুমার দাস, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র সহ পৌরসভার একাধিক কাউন্সিলার,মেলা কমিটির মোহন সরকার,সঞ্জীব সরকার সহ আরো অনেকে। এদিন প্রদীপ জ্বালিয়ে এই মেলার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংসদ সায়নী ঘোষ।এই মেলাতে এবারের আকর্ষণ জলপরী শো। এই মেলা একমাস ধরে চলবে। শতাধিক বিভিন্ন ধরনের স্টল ও একাধিক রাইড এই মেলায় জায়গা করে নিয়েছে। এদিন সাংসদ সায়নী ঘোষ বলেন,কলকাতার পরে একমাস ধরে এত বড় মাপের মেলা বারুইপুরে এই মিলন মেলা। মেলার মধ্যে দিয়ে অতীতকে খুঁজে পাওয়া যায়। আসুন সবাই এই মেলাকে উপভোগ করি। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এই মেলার সাফল্য কামনা করেন।

বিএলও-র সঙ্গে বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ! অভিযোগ তুললো বিজেপি

সুমন আক , হাওড়া, ৫ নভেম্বর ঃ হাওড়ার জগবল্লভপুরে বিএলও-র সঙ্গে বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ! অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান জেলাশাসক। হাওড়ার জগবল্লভপুর বিধানসভার রুদ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ওই অভিযোগ উঠেছে। এই নিয়ে তাদের তীব্র আপত্তি জানিয়েছে বিজেপি। তাদের অভিযোগ ফর্ম বিলির সময় পঞ্চায়েতের উপপ্রধান এভাবে বিএলএর সঙ্গে সরাসরি যেতে পারেন না। এতে নির্বাচন কমিশনের বিধি লঙ্ঘন করা হয়েছে। এসআইআর চালু হতেই বাড়ি বাড়ি এনুমারেশন ফর্ম বিলির কাজ শুরু করেছেন বিএলও’রা। বুধবার দুপুরে রুদ্রপুর অঞ্চলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এনুমারেশান ফর্ম বিলির কাজ করেন বিএলও। অভিযোগ, তাঁর সঙ্গে ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সহ বিএলএ এবং অন্যান্যরা। এখানে বিরোধী দলের কোনও বিএলএ-কে দেখা যায়নি বলে জানা গিয়েছে। আর এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। বিরোধী বিজেপি দলের প্রশ্ন নির্বাচন কমিশনের অধীনে রয়েছে বিএলও। তাঁরাই স্বাধীনভাবে ফর্ম বিলির কাজটা করতে পারেন। সেখানে কিভাবে বিএলএ ছাড়াও উপপ্রধান কিভাবে যেতে পারেন ? এতে সংশোধিত তালিকা তৈরির কাজ প্রভাবিত হতে পারে। এ ব্যাপারে তারা নির্বাচন কমিশনকে অভিযোগ দায়ের করবেন। হাওড়ার জেলাশাসক পি দীপাপপ্রিয়া জানান, পঞ্চায়েযতের প্রধান বা উপপ্রধান বিএলও’র সঙ্গে যেতে পারেন না। এ ব্যাপারে তিনি ঘটনা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেবেন।

১০ বছরে ৯০০ বার ব্যাঙ্কক সফর! ইডির স্ক্যানারে খড়দহের ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উঃ ২৪ পরগণা, ৫ নভেম্বরঃ জাল পাসপোর্ট মামলায় ফের সক্রিয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। মঙ্গলবার সন্ধ্যেয় সেই মামলার তদন্তে উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহ বাজারের কাছে বিটি রোড সংলগ্ন নর্মদা আবাসনে হানা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। মনোজ কুমার গুপ্তা নামে এক পরিবহণ ব্যবসায়ীর বাড়িতে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালায় তদন্তকারীরা। প্রশ্ন উঠেছে, জাল পাসপোর্ট চক্রের সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ রয়েছে কি? সূত্রের খবর, ইডি নির্দিষ্ট সূত্র থেকে খবর পেয়েই এই তল্লাশি অভিযান চালায়। এই মামলার সূত্রপাত কয়েক সপ্তাহ আগেই। বিরাটি থেকে জাল পাসপোর্ট কাণ্ডে গ্রেফতার করা হয় আজাদ মল্লিক নামে এক ব্যক্তিকে। তাঁকে জেরা করেই একের পর এক নতুন তথ্য উঠে আসে তদন্তকারীদের হাতে। জানা গিয়েছে, প্রায় ১০ থেকে ১২ বছর আগে বাংলাদেশ হয়ে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকেছিলেন আজাদ। এরপর ভুয়ো নথি জোগাড় করে

নিজের নামে জাল পাসপোর্ট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স তৈরি করে নেন তিনি। ইডির সন্দেহ, ওই ব্যক্তি শুধু একা নয়, এই ঘটনার পিছনে সক্রিয় রয়েছে একটি বড় চক্র, যার মূল পান্ডা আজাদই হতে পারে। আজাদকে জেরা করেই ইডি আরও কয়েকজনের নাম পায়। সেই সূত্র ধরেই উত্তর ২৪ পরগনা ও নদিয়ার গেদে সীমান্ত এলাকায় একাধিক জায়গায় অভিযান চালায় তারা। এরপর নদিয়ার শিবপুর অঞ্চল থেকে গ্রেফতার করা হয় ইন্দুভূষণ হালদার নামে এক ব্যক্তিকে। চাকদহে তাঁর সাইবার ক্যাফে থেকেই নাকি জাল পাসপোর্ট বানানো হত, এমনটাই সন্দেহ তদন্তকারীদের। গত সোমবারই ইডি স্ক্যানারে উঠে আসে বিপ্লব সরকার নাম। তাঁর ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা জানতেই তদন্তকারী সংস্থার এই সক্রিয়তা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় খড়দহের নর্মদা আবাসনের ফ্ল্যাটে কয়েক ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালানো হয়। ফ্ল্যাট থেকে কিছু নথি ও ইলেকট্রনিক ডিভাইস উদ্ধার হয়েছে বলে সূত্রের খবর। তদন্তকারীরা মনে করছেন, এই জাল পাসপোর্ট চক্রের মাধ্যমে সীমান্তপারে পাচার, ভুয়ো পরিচয়ে ভ্রমণ এবং আর্থিক লেনদেন, সব মিলিয়ে চলছিল এক জালিয়াতি নেটওয়ার্ক। ইডির পক্ষ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি না এলেও, সূত্রের দাবি, এই মামলায় আরও কয়েকজন ব্যবসায়ী ও দালালের নাম উঠে আসতে পারে। সব মিলিয়ে, জাল পাসপোর্ট মামলায় নতুন করে গতি পেয়েছে তদন্ত, আর তার জাল এখন ছড়িয়ে পড়ছে রাজ্যের একাধিক জেলায়। উল্লেখ্য ইডির নজরে এবার ইমেল এবং জিমেল ডেটা। পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র সংলগ্ন দোকানের তল্লাশির পর সেখানকার পাঁচ বছরের জিমেল ও গুগলের তথ্য সংগ্রহ করল ইডি। পাশাপাশি খড়দহে যে দোকানে তল্লাশি চলছিল, সেইখান থেকেও তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাঁরা। সম্প্রতি পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র সংলগ্ন পাশের একটি দোকানে তল্লাশি চলেছিল। একই সঙ্গে খড়দহেও চলে জোর তল্লাশি অভিযান। সেই দুটি জায়গারই বিগত পাঁচ বছরের জিমেলের ব্যাকআপ ও গুগলের যাবতীয় ডেটা সংগ্রহ করে এনেছেন আধিকারিকরা। বিগত পাঁচ বছরে কাদের-কাদের পাসপোর্ট সংক্রান্ত আবেদন এই সংস্থা করেছে, সেই আবেদনে কী কী নথি ব্যবহার করা হয়েছে, কারা-কারা তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল সেই সমস্ত কিছু জানার চেষ্টা করছেন তাঁরা। ইডি সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই এই তথ্যগুলি তাঁরা ফরেন্সিকে পাঠাবেন। খড়দহে তল্লাশির পরেও ব্যবসায়ীর জিমেল তথ্য সংগ্রহ ইডির। সূত্রের খবর, ওই ব্যবসায়ী বিদেশি মুদ্রা কেনাবেচার কাজ করেন। ঘন-ঘন থাইল্যান্ড সহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশে যাতায়াত করেন।

শতাধিক কবিদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত হল সমুদ্র জানালা বকখালি কবিতা উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, নামখানা, ৫ নভেম্বর ঃ উপকূল মানে শুধু ঢেউয়ের গর্জন নয়, কবিতারও প্রতিধ্বনি। সেই ছন্দেই এবার বকখালির আকাশজুড়ে ভেসে উঠল কবিতার সুর। বকখালি ইকোপার্ক প্রবর্তক আশ্রমে গত সোমবার থেকে শুরু হয়েছে দু’দিনব্যাপী ‘সমুদ্র জানালা বকখালি কবিতা উৎসব ২০২৫’- কবিতা, সংগীত, আলোচনা ও মিলনের এক অনন্য আসর।নোনা হাওয়া, ঝাউ গাছেদের ফাঁকে ছায়া, আর কবিদের হৃদয়ের ভাষা- এইসব মিলিয়ে বকখালি যেন রূপ নিল এক সাহিত্য-নগরীতে। উৎসব কমিটির মূখ্য উপদেষ্টা কবি স্বপন কুমার দাস, সভাপতি নলিনী দাস, এবং কবি সম্পাদক বীরেন্দ্র কৃষ্ণ পড়ুয়া। সহ-সভাপতি কবি শরৎ চট্টোপাধ্যায় ও কবি সুনেন্দু পাত্র, কোষাধক্ষ কবি সৌগত প্রধান এবং সদস্য - কবি ধ্রুব বিকাশ মাইতি, কবি বিকাশরঞ্জন হালদার, কবি মনোজ জানা, কবি মলয় কুমার দাস, কবি কর্ণ প্রামাণিক, ও কবি মানস কুমার দোলই- সকলে মিলিতভাবে এই উপকূলের কবিতা উৎসবকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি ঋড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, যিনি উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের। প্রতি বছরের মতো এ বছরও তিনজন বিশিষ্ট কবিকে প্রদান করা হয় ‘সমুদ্র জানালা কবি সম্মাননা ২০২৫’, আর্থিক পুরস্কার-সহ । সম্মানপ্রাপ্তরা হলেন- কবি প্রবাল কুমার বসু, কবি যশোধরা রায় চৌধুরী, ও কবি বিভাস রায় চৌধুরী। দু’দিনব্যাপী, অর্থাৎ মঙ্গলবার ও বুধবার চলা এই কবিতা উৎসবে অংশ নেন প্রায় দুই শতাধিক কবি। কবিতা পাঠ, সংগীত পরিবেশনা, সম্মাননা প্রদান ও সাহিত্য আলোচনা- প্রতিটি পর্বেই উপচে পড়া ভিড়।এ এক আলাদা অনুভূতি। এখানে প্রতিটি গাছে বেয়ে চলেছে কবিদের লেখা নাম। রং বেরঙের কাগজে গাঁথা রয়েছে কবিদের বিভিন্ন রকমের রোমাঞ্চকর কবিতা। বকখালির ঝাউ জঙ্গল এই দুইদিন কবিতার ধনী শুনেছে। আকাশ, বাতাস, সাগর, বালি, সবই যেন মুখরিত কবি সাহিত্যিকদের কবিতাতে। বকখালির এই কবিতা উৎসবে অংশ নিতে আমাদের রাজ্যের বাইরে থেকে অনেক কবি সাহিত্যিকরা ছুটে এসেছিলেন। প্রায় ১৫০ জন কবি এই সমুদ্র জানালার বকখালির কবিতা তে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অন্যদিকের চিত্রশিল্পী পলাশ দাস সহ মৃণাল কান্তি গায়েন, দেবাশীষ সাহা, পান্থ মাইতি, মনিশঙ্কর অপরূপ কার্যকলাপ ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁদের ক্যানভাসে। কবি স্বপন কুমার দাস বলেন, কবিতাই পারে মানুষকে আলোর পথে নিয়ে যেতে। তাই প্রত্যেককে কবিতার সঙ্গে থাকতে হবে, মানবিকতার পাশে থাকতে হবে। দিন শেষে যখন সাগরের হাওয়া বয়ে যায়, তখন মনে হয়- উপকূল শুধু ঢেউয়ে নয়, ছন্দেও ভরে ওঠে। বকখালির এই উৎসব যেন প্রমাণ করে, কবিতা আজও জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সমুদ্র জানালা।

ব্যাপক হারে ছাগ বলি নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে জনগণকে সচেতন করছে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংঘটন।

বিএলওদের সঙ্গে দলের পতাকা হাতে তৃণমূল কর্মীরা!

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ৫ নভেম্বরঃ মঙ্গলবার থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে এসআইআর। বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন বিএলওরা। তবে প্রথম দিনেই খানাকুলে এসআইআর নিয়ে বিতর্ক। বিএলও’র সঙ্গে দলের ঝান্ডা হাতে তৃণমূলের নেতা কর্মীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরতে দেখে শোরগোল পড়ে। বিজেপির অভিযোগ, বিএলওদের ভয় দেখিয়ে, চাপ দিয়ে বুথে বুথে ঘোরাচ্ছে তৃণমূল। জানা গেছে, খানাকুলের মাড়োখানা পঞ্চায়েত এলাকার ২৯২ নম্বর বুথে বাড়ি বাড়ি ঘোরেন সেখানকার বিএলও সরিফুল মোল্লা হক। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি আব্বাস আলি-সহ তৃণমূল কর্মীরা। বিএলও যতগুলি বাড়িতে যান, সেখানেই দলীয় পতাকা নিয়ে হাজির হন তৃণমূল নেতাকর্মীরা। ঘটনার কথা স্বীকার করেছেন বিএলও। সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি আব্বাস আলি দলের কর্মীদের নিয়ে বিএলওর সঙ্গে ঘোরার কথা স্বীকার করলেও তাঁর উপর চাপ সৃষ্টির অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, ‘‘আমরা কোনওরকম ভয়ভীতি প্রদর্শন করিনি। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ। তবে কর্মীদের দলীয় পতাকা নিয়ে যাওয়া উচিত হয়নি। পরেরবার এটা হবে না।’’ যদিও বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষের দাবি, এসআইআর নিয়ে তৃণমূল ভয় পেয়েছে। তাই বিএলওদের ভয় দেখিয়ে কাজ করাতে চাইছে। তাঁর কথায়, ‘‘এতজন তৃণমূল কর্মী যদি ঝান্ডা নিয়ে কোনও বিএলওর সঙ্গে যান, তিনি এমনিতেই চাপে থাকবেন। তাঁকে দিয়ে নিজেদের পছন্দের কাজ করিয়ে নেওয়া সম্ভব।’’

চোখরাঙানি উপেক্ষা করে সমাজের বেড়াজাল ভাঙলেন সুন্দরবনের রাখী-রিয়া, পাশে দাঁড়াল গোটা গ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কানিং, ৫ নভেম্বরঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের শান্ত গ্রামাঞ্চল। সেখানে লেখা হল অন্যরকম এক গল্প - ভালবাসার গল্প। সমাজের বাধা, ভ্রুকুটি, কটাক্ষকে উপেক্ষা করে একসঙ্গে জীবন কাটানোর সিদ্ধান্ত নিলেন দুই তরুণী। একজন রিয়া সর্দার এবং অন্যজন রাখী নস্কর। মন্দিরে সাতপাক ঘুরে, মালা বদলে, আশীর্বাদে স্নাত হয়ে শুরু করলেন নতুন যাত্রা। মন্দিরবাজারের রিয়া ছোটবেলাতেই হারিয়েছেন মা-বাবাকে। মাসি-মেসোর স্নেহেই বেড়ে ওঠা। কুলতলির বকুলতলার রাখীর শৈশব আবার একান্নবর্তী পরিবারের ব্যস্ততায় ভরা। দু’জনেই নৃত্যশিল্পী। প্রথম পরিচয় ফোনে। সেখান থেকে বন্ধুত্ব, তারপর ক্রমে প্রেম। তবে তাঁরা একটা বিষয় খুব সহজেই বুঝে গেছিলেন যে, যাত্রাটা সহজ হবে না। নিজেদের প্রেমকে মান্যতা দিতে গেলে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে। ভালোবাসার পাশে থাকতে গেলে, বন্ধন অটুট রাখতে গেলে সমাজের চোখ রাঙানি সহ্য করতে হবে। তাই তাঁরা ভেঙে পড়েননি। অনেক বাধা-বিপত্তি ঝেলে এই

পথে এগিয়ে গেছেন। রিয়া যখন সম্পর্কের কথা বাড়িতে জানান তখন স্বাভাবিকভাবেই সমর্থন পাননি। কিন্তু সিদ্ধান্ত বদলাননি। তিনি ঠিক করেন, যাঁকে ভালবাসেন তাঁর হাত ছাড়বেন না। তাই রাখীর বাড়িতে গিয়ে ওঠেন। এদিকে রাখীর পরিবারে ছিল উল্টো সুর। তাঁরা দুজনের পাশে দাঁড়ায়। প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলোচনা করে দুজনের বিয়ের ব্যবস্থা করে স্থানীয় মন্দিরে। সেখানেই রিয়া এবং রাখীর মালাবদল, সিঁদুরদান, সাতপাক - সব রীতি মেনে বিয়ে দেওয়া হয়। মন্দির থেকেই শুরু হয় নবদম্পতির নতুন অধ্যায়। বিয়ের পর রাখীর বলেন, ‘‘দু’বছর ধরে আমাদের সম্পর্ক। ফোনে পরিচয়। অনেক আগেই বুঝেছিলাম আমরা একসঙ্গে থাকতেই চাই। তাই সমাজ কী বলল সেটা আমাদের কাছে মুখ্য নয়।’’ রিয়ার সংযোজন, ‘‘ভালবাসাটাই আসল। কাকে ভালবাসছি, সেটা বড় কথা নয়।’’ শান্তি সংঘের মন্দিরে এই অনুষ্ঠানের সাক্ষী বহু মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দাদের একজন বলেন, ‘‘ওরা বলল বিয়ে করবে। আমরা আশীর্বাদ করলাম। ব্যস।’’ অন্য এক ক্লাব সদস্যের কথায়, ‘‘এমন বিয়ে শুধু ফোনে দেখেছি। বাস্তবে প্রথমবার দেখলাম। ওদের পাশে থাকতে পেরে ভাল লাগছে।’’ সুন্দরবনের মাঠপথ, নদীর হাওয়া, আর মানুষজনের বিস্ময়ভরা করতালির মধ্যে দিয়েই রিয়া-রাখীর অনন্য যাত্রা শুরু হল। ভালবাসা মানে সাহস, ভালবাসা মানে নিজের সিদ্ধান্তকে মর্যাদা দেওয়া - এই সরল অথচ গভীর সত্যটাই নতুন করে বুঝিয়ে দিল তাঁদের গল্প।

বড়দের এই এসআইআর-এ ‘স্যর’ ছাড়া ছোটরা, স্কুলগুলো ভুগছে শিক্ষকহীনতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ নভেম্বরঃ এসআইআর ফুলটাইম জব! স্পষ্ট করে দিল নির্বাচন কমিশন। ইতিমধ্যেই কমিশনের এই বিজ্ঞপ্তি বিএলও-দের কাছে জেলাশাসকরা পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

সেক্ষেত্রে আপাতত স্কুলে যেতে হবে না বলে আশাবাদী বিএলও-রা। এসআইআর-এর সময়ে অন ডিউটির দাবির মধ্যেই নতুন নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। কিন্তু এই এসআইআর আবহে বাংলার স্কুলগুলো গভীর সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে। প্রায় চার হাজারের বেশি স্কুল শিক্ষক শূন্য হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সমস্যা মেটাতে পাশের স্কুল থেকে শিক্ষকদের বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জেলা শিক্ষা বিভাগের। বাংলায় প্রাথমিক স্কুলগুলোর ক্ষেত্রে এমন অনেক স্কুল রয়েছে, যেখানে এক জন মাত্র শিক্ষক রয়েছেন। তিনিই পুরো স্কুলের দায়িত্বে। তিনিই পড়ান, তিনিই আবার সামলান মিড ডে মিলের দায়িত্ব। আপাতত এরকমই চার হাজার স্কুলের নাম উঠে আসছে। যেখানে স্কুলের একজনই শিক্ষক, তিনিই আবার বিএলও হয়ে গিয়েছেন। তাহলে প্রশ্ন, সেই সমস্ত স্কুলগুলোতে পঠনপাঠন কী হবে? জেলা শিক্ষা প্রশাসন আপাতত একটি ব্যবস্থা করেছে। পাশের যে স্কুল, যেখানে এক জনের বেশি শিক্ষক রয়েছেন, তাঁদেরকে বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। এসআই-দের বলা হচ্ছে, ওই পাশের স্কুল থেকে একজন শিক্ষককে নিয়ে অন্ততপক্ষে পঠনপাঠন চালিয়ে যেতে। এই ক’টা নিয়ে এইভাবেই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে শিক্ষা দফতর। তবে শিক্ষাবীদদের কথায়, এই ব্যবস্থা অত্যন্ত অপরিকল্পিত। উল্লেখ্য, সিইসি জ্ঞানেশ কুমার আগেই বলেছিলেন যে বিএলও-ফুলটাইম জব! কিন্তু তারপরও কোথাও গিয়ে একটা সংশয় তৈরি হয়েছিল। দিনের এক সময়ে বিএলও-র কর্তব্য সামলে ফের কাজে ফিরতে হবে কিনা, তা নিয়ে ধন্দ তৈরি হচ্ছিল। নির্বাচন কমিশন আরও একবার স্পষ্ট করে দিল, বিএলও ফুলটাইম জব। যদিও শিক্ষাদফতরের তরফ থেকে আলাদা করে ছাড় দেয়নি। কোনও লিখিত নির্দেশিকা দেওয়া হয়নি যে, স্কুলে যেতে হবে না, স্কুলের কোনও কাজ করতে হবে। ফলে কেবল মৌখিক নির্দেশিকাতেই ধন্দ এখনও জিইয়ে রয়েছে। বিহারের ক্ষেত্রে সেই রাজ্যের মুখ্যসচিব বিএলও-দের এই বিষয়ে ছাড় দিয়েছিলেন। বাংলায় এখনও মুখ্যসচিবের পক্ষ থেকে কিছু জানানো হয়নি। স্কুলের শিক্ষকরা মনে করছেন, কমিশনের এই নির্দেশিকাকে হাতিয়ার করে তাঁরা আপাতত স্কুলে না যেতে পারেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩৩২, সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ২০ কার্তিক ১৪৩২

পরিচালক ঋত্বিক ঘটক

বাংলা সিনেমার কিংবদন্তী ঋত্বিক ঘটকের শততম জন্মবার্ষিকীতে এক পাইট বাংলা মদ আর পাতার বিড়ির যুগল নৈবেদ্য। এই মানুষটা হাতে-কলমে শিখিয়েছিলেন কতটা নিবিড়ভাবে মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়। এই মানুষটা শুধুমাত্র এক পাইট বাংলা মদ আর এক প্যাকেট বিড়ি হলে নিজেকে ঐশ্বর্যবান ভাবতে পারতেন। মৃত্যুর এত বছর পরও তাঁকে চেনা আমাদের শেষ হয় না। তাঁর জন্মদিনে অজস্র কথা লিখতে ইচ্ছে করছে। 'ঋত্বিক ঘটক একটা সিনেমা বানিয়ে কী দ্রুত সহজবোধ্যভাবে জনসাধারণের কাছে মার্কসবাদ পৌঁছে দিয়েছেন। সিধু বাবু পুলিশকে গিয়ে বল, আমি ঋত্বিক ঘটক। ঋত্বিক কারো দাসত্ব করে না। এবার বিড়ি দাও। আমার লাল এই বাংলায় আর কোনো বাপের ব্যাটা নেই যে বলবে ঋত্বিক ঘটকের থেকে মানুষকে বেশি চেনে। মানুষের কোথায় সুখ আর কোথায় দুঃখ সেটা আমি জানি। ভবাটা ঋত্বিকের ভেতরে আবার প্রকট হয়ে উঠছে যে ক'দিন হল। 'ভবা' ছিল তাঁর ডাকনাম। কী প্রবল দায়িত্ব নিয়ে বলতেন- আর্ট মানে আমার কাছে যুদ্ধ, পর্দায় ঋত্বিকের স্পর্ধা! ঋত্বিক ঘটকের ছবি মানেই রূপক। কখনও বেদনার। কখনও বিচ্ছেদের দুঃখ। দুই বাংলার ভাগ হওয়াকে যেন গোটা জীবনই মেনে নিতে পারেনি তিনি। ক'জন 'ছবি' ব্যাপারটা বোঝে? বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে এমন মন্তব্য করার সাহস কি আর কারোর ছিল? ছিল না। ২০০৭ সালে ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটের করা দর্শক,চলচ্চিত্র সমালোচকদের ভোটে 'তিতাস একটি নদীর নাম' চলচ্চিত্রটি সেরা বাংলাদেশী ছবির মধ্যে শীর্ষস্থান দখল করে। ঋত্বিকের মূল্যায়ন, 'আমি ছাড়া তিতাস হতো না। তিতাস ছিলো আমার স্বপ্ন। আমার মতো মমতা নিয়ে এই কাহিনীকে কেউ তুলে ধরতে আগ্রহী হতেন না।' রোজি সামাদের অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন- 'রোজি তো ফাটায়া দিসে'। ১৯৭৪ সালে মুক্তি পায় ঋত্বিকের শেষ ছবি 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'। এই সিনেমাটি ঋত্বিকের আত্মজীবনীমূলক চলচ্চিত্র। মূল চরিত্র একজন মাতাল বুদ্ধিজীবী নীলকণ্ঠ বাগচী যে তাঁর বন্ধুদের মত সস্তা জনপ্রিয়তার লোভে নিজেকে বিক্রি করে দেয়নি। নীলকণ্ঠ চরিত্রে অভিনয় করেন ঋত্বিক স্বয়ং। সিনেমাটি ঋত্বিকের আত্মজীবনীমূলক হলেও এটা ১৯৪৭ এর ওপারের,রাজনৈতিক পরিস্থিতি,১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ আর নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সময়ের একটি নির্মোহ-নির্মম সমালোচনা। এই ছবিতেই তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি- ভাবো, ভাবো, ভাবা প্র্যাক্টিস করো। সুশীল লেখক সত্যজিৎ রায় যখন তাঁকে বলছেন বাংলাদেশ নিয়ে তার ভাবনার কথা,নীলকণ্ঠ বাগচীর কণ্ঠে তখন চরম উপহাস হিসেবে কথাটা এসেছিল। তিনি আরও বলতেন- সিনেমায় আমি যদি জনগণের কথা না বলতে পারতাম, তাদের কাছে না যেতে পারতাম তাহলে কবেই সিনেমাকে ছেড়ে চলে যেতাম। সিনেমা নিয়ে আর কে অমন বলতে পেরেছেন। সিনেমা লাখ-লাখ লোককে একসঙ্গে একেবারে complete মোচড় দিতে পারে। এই ভাবে আমি সিনেমাতে এসেছি, সিনেমা করব বলে আসিনি। কাল যদি সিনেমার চেয়ে better medium বেরোয়, তা হলে সিনেমাকে ছেড়ে দেব।

কৌশলী নূরজাহান

নূরজাহান যে নারী সম্রাটকেও নিজের হাতে বন্দি করেছিলেন! সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রেম, রাজনীতি ও উত্তরাধিকার;এক অমর কাহিনি।১৬০৭ সালের এক রক্তাক্ত দিনে, বাংলার বর্ধমানের জায়গিরদার শের আফগান নিহত হলেন। তার তরুণী বিধবা স্ত্রী মেহের-উন-নিসা, কোলে ছোট্ট কন্যা লাডলী বেগম নিয়ে আশ্রয় নিলেন মুঘল দরবারে। কে জানত, এই নারী একদিন পুরো সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নেবেন! বছর চারেক পর, রাজমহলের তমীনা বাজারে সম্রাট জাহাঙ্গীরের চোখ পড়ে মেহের-উন-নিসার ওপর। এক মুহূর্তেই রাজা হারিয়ে ফেললেন রাজনীতি, ক্ষমতা আর বুদ্ধি ; তিনি পেলেন প্রেম। জাহাঙ্গীর তাকে বিয়ে করে নাম দিলেন 'নূরজাহান' পৃথিবীর আলো। এরপর থেকে মুঘল দরবারের প্রতিটি সিদ্ধান্ত, প্রতিটি নীতি, এমনকি প্রতিটি নিঃশ্বাসেও ছিল এই নারীর ছাপ। ইতিহাসবিদ ভিনসেন্ট স্মিথ লিখেছিলেন, "She was the power behind the throne." অর্থাৎ, সিংহাসনের পেছনের আসল শক্তি ছিলেন নূরজাহান। তিনি শুধু সুন্দরী ছিলেন না, ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, শিল্পপ্রেমী ও রাজনীতিতে অদম্য কৌশলী। জাহাঙ্গীরের নির্দেশের চেয়ে তার নির্দেশই ছিল চূড়ান্ত। তার নাম ও প্রতিকৃতি ছাপা হয়েছিল রাজমুদ্রায়ও ; ইতিহাসে বিরল ঘটনা! নূরজাহানের প্রভাবে তার পিতা ইতিমা -উদ-দৌলা ও ভাই আসফ খান রাজদরবারে উঁচু পদে উন্নীত হন। আর মেয়ের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে তিনি নিজের কন্যা লাডলী বেগমের বিয়ে দেন জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহরিয়ারের সঙ্গে। এইভাবেই তিনি ক্ষমতার জাল বুনেছিলেন নিঃশব্দে; কিন্তু গভীরভাবে। তবে, সেই প্রভাবই শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যে বিদ্রোহের বীজ বপন করেছিল। শাহজাদা খুররম (পরবর্তীতে শাহজাহান) এবং মহব্বত খান উভয়েই বিদ্রোহ করেন সম্রাটের বিরুদ্ধে। এভাবে ভালোবাসা ও রাজনীতির দ্বন্দ্বে জাহাঙ্গীরের সাম্রাজ্য কেঁপে ওঠে। ১৬২৭ সালে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর নূরজাহান রাজনীতি ছেড়ে লাহোরে ফিরে যান। সেখানে নিঃশব্দে কাটান জীবনের শেষ দিনগুলো। ১৬৪৫ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন; কিন্তু তার নাম আজও ইতিহাসে অমর, কারণ তিনি ছিলেন সেই নারী, যিনি এক সম্রাটকে নিজের ভালোবাসার রাজ্যে বন্দি করেছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ভালোবাসা, ন্যায়বিচার ও শিল্পের সম্রাট ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ বলেছিলেন, জাহাঙ্গীর ছিলেন মুঘল ইতিহাসের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন রুচিশীল, শিল্পপ্রেমী ও কবি-মনস্ক।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

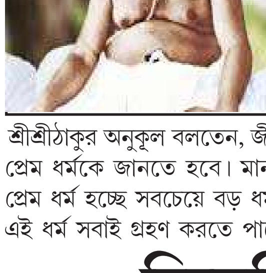

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলতেন, জীব প্রেম ধর্মকে জানতে হবে। মানব প্রেম ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। এই ধর্ম সবাই গ্রহণ করতে পারে না। যিনি পারেন তিনি মহান। তিনি সবার মনকে জয় করতে পারেন। তিনি সর্বজয়ী হন। তিনি কোনও সময়ে পরাজিত হন না। মাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। ভক্তি করতে হবে। মায়ের কাছ থেকে শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথকে প্রস্তুত করতে হবে। যিনি যত বেশি মাতৃভক্ত তিনি তত বেশি মহান। তিনি তত বেশি বিশ্ব সেরা। তিনি কারোকে ভয় পান না। তার দেহের মধ্যে এমন একটি শক্তি থাকে যা দিয়ে সবাইকে পরাস্ত করতে পারে।

নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, মা'ই পথ দেখিয়ে নিয়ে যান সবাইকে। তিনি জ্ঞানের আলো দিয়ে থাকেন। অন্ধকার দূর করেন। মা সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। তাঁর শক্তি যারা গরহণ করেছেন সেই সব ভক্তদের কারোর কাছে পরাস্ত হতে দেন না। সবার আগে ভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। ভক্তিই শক্তিকে নিয়ে আসবে কাছে। ভগবান সবাইকে যখন পাঠিয়েছেন তখন সবার খাদ্য দিয়েই পাঠিয়েছেন। কাজ দিয়েই পাঠিয়েছেন। কারোর খাবার কেউই নিতে পারে না। সবাই যে যার কাপলে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। যে যার কপালে যা লেখা রয়েছে তাতে সেই কাজ গ্রহণ করতে হয়। কেউই কারোর খাদ্য এবং কাজ কেড়ে নিতে পারে না। মা সারদার ওপরে বিশ্বাস রাখতে হবে। তাঁকে পুজো করতে হবে। তার দর্শন এবং শক্তিকে বিশ্বাস করতে হবে। তাহলে সবাই বড় হতে পারবে। মায়ের আর্শিবাদ গ্রহণ করতে পারবে। মা জগতকে ধারন করে থাকেন। জগতের শ্রীবৃদ্ধি করে থাকেন মা সারদা এবং কালী। তিনি শক্তিদাত্রী। তিনি ভক্তিদাত্রী। তিনি সবার মঙ্গলদাত্রী। তিনি চোখ বন্ধ করে বসে থাকেন না।

নদিয়ার নবদ্বীপের প্রাচীন রাস উৎসবকে ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওয়া উচিত

রবীন্দ্রকুমার শীল

নবদ্বীপের রাস মেলা নিয়ে সবাই কৌতুহল অপরিসীম। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নবদ্বীপের রাস দেখতে ভিড় করে থাকে জনগণ। কিন্তু নবদ্বীপের রাসের কারণ কি এবং এর উৎস কোথা থেকে তা বলতে গেলে অনেকেই বলতে পারবে না। তবে পণ্ডিত মহল কিছু কিছু এর আভাস দেবেন নিশ্চয়। কিন্তু

নবদ্বীপের রাস নিয়ে এবারে সবিস্তারে গবেষণামূলক আলোচনা করলেন নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শান্তিরঞ্জন দেব মহাশয়। তিনি নবদ্বীপের সন্তান। নবদ্বীপের পুরাতত্ত্ব নিয়ে যেমন চিন্তাভাবনা করেন আবার তিনি বাংলার পুরাতত্ত্বকে সংরক্ষিত করার ব্যাপারে উদ্যোগী। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে রচিত হয়েছে রাস সর্ম্পকিত বই 'নবদ্বীপের শাক্ত রাস'। লেখক গবেষক শান্তিরঞ্জন দেব মহাশয় বইটির 'মুখপাত'তেই লিখেছেন, ''বছর বছর রাসের এই সব ঠাকুর দেখতে দেখতে আর রাস সম্পর্কে নানান কল্প কথা শুনতে শুনতে বড় হয়েছি। কিন্তু একসময়ে চিন্তা জগতে ধাক্কা দেয়- ১. আচ্ছা, সেই ছোট্ট বেলা থেকে শুনে আসছি, রাস পাঁচশো বছরের প্রাচীন। এই রাসের বয়স বাড়ছেও না কমছেও না, একই জায়গায়- ঐ পাঁচশো বছরে আটকে আছে! ২. নবদ্বীপের সব প্রতিমাই কি পাঁচশো বছরের পুরানো? একই বছরের কি রাসের সব প্রতিমার পুজো শুরু হয়েছিল? দুই এক বছরের আগে পরে কি কোনো প্রতিমার পুজো শুরু হয়নি? ৩. মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও কি পাঁচশো বছরের আগেকার লোক? ৪. তাহলে চৈতন্যদেও কি আই রাস দেখেছিলেন? চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলোতেও কি এই রাসের কথা বলা হয়েছে?'' বহু প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে গবেষক শান্তিরঞ্জন দেব এই গবেষনামূলক বইটি লিখে ফেললেন। তিনি দেখতে পেলেন যে পাড়ায় পাড়ায় প্রতি বছরও কিশোর বয়সের তরুণরা নতন নতুন প্রতিমা তৈরি করছে। উদ্যোক্তাদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমার আকার, আয়তন ও জৌলুস বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। নবদ্বীপের রাসের প্রতিমা পুজো যেদিন থেকেই শুরু হোক না কেন তা কিন্তু পাঁচশো বছরের মধ্যে আটকে পড়ে রয়েছে। নবদ্বীপের প্রতিমাগুলোর পটে বা পাদদেশে কোনও স্থানে কত সাল থেকে তৈরি হতে শুরু করে ছিল তা কিন্তু লেখা ছিল না। অথচ দেখতে পাওয়া গেল কাউকে পুজোর কত বছরের প্রাচীন তা জিজ্ঞাসা করলেও উদ্যোক্তরা বলে থাকে পাঁচশো বছরের প্রাচীন পুজো। গবেষক শান্তিরঞ্জন দেবের মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগতে শুরু করেছিল রাসের পুজোর কি কোনও বয়স বৃদ্ধি হয় না। এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে শুরু করলেন তিনি। রাস পুজোর বহু উদ্যোক্তারা বলতে পারবে না কেন এই রাস মেলার সূচনা হয়েছিল। কেন নবদ্বীপকে কেন্দ্র করে রাস উৎসব আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করতে পারলো? রাসের তথ্য সংস্কৃতি স্থান করতে শুরু করে দিলেন গবেষক মহাশয়। তিনি বলতে গেলে কাউকে এ ব্যাপারে কাউকে কোন আগাম খবর দেননি। রাস নিয়ে যে সব প্রশ্ন তাঁর মনের মধ্যে জাগতে শুরু করে ছিল তা নিরসন করতে তিনি বহু পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করতে শুরু করলেন। তিনি দেখতে পেলেন রাস বৈষ্ণবদের উৎসব। সেখানে রাধাকৃষ্ণ মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন। কিন্তু নবদ্বীপের রাসে রসের যথেষ্ট ব্যবহার থাকলেও 'রাস' নামগন্ধ নেই। নবদ্বীপের রাসে রাধাকৃষ্ণ নেই- আছে শাক্ত দেবদেবীর একধিপত্য। নবদ্বীপের রাসে দেবী প্রতিমাগুলি কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেব দেবীর সমাবেশ-এটা কেন? এই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন গবেষক মহাশয়। ১৯৭০ সালে গবেষক মহাশ? পণ্ডিতপ্রবর গোপেন্দুভূষণ সংখ্যাতীর্থ মহাশয়কে প্রশ্ন করেছিলেন রাধাকৃষ্ণ লীলাকে কেন্দ্র করে রাস উৎসব। কিন্তু নবদ্বীপে কেন রাসে শক্তি পুজোর আরাধনা করা হয়ে থাকে। তার উত্তরে পণ্ডিতপ্রবর সংখ্যাতীর্থ মহাশয় বলেছিলেন যে শ্রীচতন্যদেবের জন্মস্থান নবদ্বীপ। শ্রীচৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন। সবার মনের মধ্যে একটি ধারনা তৈরি হয়ে গিয়েছিল নবদ্বীপে যা কিছু উৎসব হয় তা বৈষ্ণব মতকে গ্রহণ করে। কিন্তু নবদ্বীপের শাক্ত আরাধনা চৈতন্যদেবের জন্মের আগে থেকে প্রচলিত ছিল। নবদ্বীপ শক্তিশাধনা কেন্দ্র হিসাবে খুবই পরিচিত ছিল। উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে শক্তি আরাধনার স্ফুর্তিলাভ করেছে বৈষ্ণবদের রাসতিথি কার্তিকী পূর্ণিমায়। ১৯৭৪ সাল থেকে গবেষক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন রাস নিয়ে যে নানান কথা উপকথা রয়েছে তার মধ্যে থেকে সত্যকে প্রকাশ করে একটি গ্রন্থ রচনা করবেন। তিনি নবদ্বীপের রাস উৎসবের রহস্যকে ভেত করে সত্যকে প্রকাশ করবেন। শুরু করলেন তথ্য সংগ্রহ করতে। তিনি দেখতে পেলেন যে নবদ্বীপের রাসের সঙ্গে নদিয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের যোগ রয়েছে। কৃষ্ণনগরের রাজবংশের ইতিহাস জানার চেষ্টা করতে শুরু করে দিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৭১০ সালে। ১৭২৮ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি রাজা হন। ১৭৮২ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। এই সূচনাকে উপস্থাপিত করে তিনি বইটির বিস্তারিত আলোচনার পথকে ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিলেন। বইটির মধ্যে একবিংশতি অধ্যায় রয়েছে। **প্রথম অধ্যায় ঃ রাস শব্দের অর্থ, তাৎপর্য ও সংজ্ঞা সূচনা**- হরিচণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থে রাস সম্পর্কে লিখছেন,'' রাস মানে ১. শব্দ, ধ্বনি। গোপীদের ক্রীড়াবিশেষ। কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় বৃন্দাবনে গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য বিশেষ। রাজশেখবর বসু মনে করেন রাস মানেই হচ্ছে গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের নৃত্যলীলা। ভাগবতের দশম স্কন্ধের মধ্যে ২৯,৩০,৩১,৩২ এবং ৩৩ এই পাঁচ অধ্যায়ে 'রাস পঞ্চাধ্যায়' নামে বিশযেভাবে খ্যাত। একে আবার সর্ব্বলীলা মুকুটায়মনা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'বিষ্ণু ও বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রয়দারে প্রাচীনত্ব' বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। রাজা লক্ষণ সেনের রাজত্বকালে (১১৭৯-১২০৬) 'গীতগোবিন্দম' রচনা করে রাজসভার কবি জয়দেব নবদ্বীপে বৈষ্ণব সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের আর্বিভাব (১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দ) ৩০৭ বছর আগেই নবদ্বীপে বৈষ্ণব গোষ্ঠী তৈরি হয় গিয়েছিল। মুরারি গুপ্তের কড়চা থেকে এই তথ্য জানতে পারা যায় যে চৈকন্যদেবের আর্বিভাব হওয়া আগে থেকে নবদ্বীপে বৈষ্ণব চর্চা প্রাধান্য লাভ করেছিল। শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্ম প্রর্বতন করেননি। তিনি বৈষ্ণ ধর্মকে গণমুখী করে সমাজের নিপীড়িত শোষিত মানুষকে সসম্মানে বাঁচার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জাতপাতের উর্ধ্বে থেকে সবাইকে ঈশ্বর সাধনার পথকে তৈরি করে দিয়েছিলেন। ছিন্নবিচ্ছিন্ন বাঙালি জাতিকে হরিনাম সংকীর্তনের মধ্যে দিয়ে ঐক্যবদ্ধ করে গিয়েছিলেন। প্রাচীন বৈষ্ণব ধর্মকে তিনি নতুন করে বৈষ্ণব ধর্মে রূপান্তরিত করলেন। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ধর্মের পরিবর্তন করতে হবে না হলে কিন্তু সেই ধর্ম অচলে পরিণত হতে থাকবে এই বোধটা শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যে অঙ্কুরিত হতে শুরু করেছিল। তিনি সংস্কৃতে মহাপণ্ডিত। তবুও কেন তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করে বাংলার ধর্মীয় জগতে একটি বিপ্লবের সূচনা করে দিয়ে গেলেন তা নিয়ে প্রশ্ন থাকতেই পারে। তবে এটা পরিস্কার যে সেই সময়ে অসহায় দুর্বল মানুষেরা খুবই অত্যাচারিত হচ্ছিল। তাকে রোধ করতে শ্রীচৈতন্যকে মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ট চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ দর্শনকে গ্রহণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ একদিকে যেমন তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন পাশাপশি তিনি আবার যুদ্ধ বিশারদ ছিলেন। সেই কারণে সংস্কৃত পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণের পথকে অনুসরণ করে দুষ্টের দমন এবং সৃষ্টের পালন করতে শুরু করলেন। **তৃতীয় অধ্যায় ঃ চৈতন্যোত্তর নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজ** - শ্রীগৌরাঙ্গদেব নবদ্বীপ ত্যাগ করার (১৫১০) পর প্রায় ২৬০ বছর পর্যন্ত নবদ্বীপের বৈষ্ণবদের কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করে নবদ্বীপ ত্যাগ করার পরেই তাঁর ঘনিষ্ঠ পার্ষদগণ নবদ্বীপ ত্যাগ করতে শুরু করেন। অদ্বৈত আচার্য শান্তিপুরে, শ্রীবাস কুমারহট্টে, নিত্যানন্দ খড়দহে, গদাধর পুরীতে, বাসু ঘোষ তমলুকে, গোবিন্দ ঘোষ অগ্রদ্বীপে, মাধব ঘোষ দাঁইহাট, রামানন্দ বসু কুলীন গ্রামে, শিবানন্দ সেন কাঁচড়াপাড়ায় চলে যান। ইঁনারা এই সব স্থানে শ্রীপাট নির্মাণ করে বসবাস করতে শুরু করেন এবং সেখানে শাস্ত্র চর্চা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তার ফলে নবদ্বীপ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়লো। মুরারি গুপ্তের কড়চা 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃ' ছাড়া আর সব গ্রন্থ নবদ্বীপে রচিত হয়নি। ব্যাসদেব বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্য ভাগবত' করেন।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির সদস্যা প্রতিমা ঠাকুর

দ্বীজেন হালদার

প্রতিমা ঠাকুর।(৫ নভেম্বর, ১৮৯৩ - ৯ জানুয়ারি, ১৯৬৯)। প্রতিমা ঠাকুর একজন লেখিকা, কবি, চিত্রশিল্পী এবং নৃত্যবিশারদ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলির নৃত্যনির্দেশনা ও পরিকল্পনায় তাঁর ভূমিকা স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর বিভিন্ন কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে ছিলেন। প্রতিমা ঠাকুর ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ এবং রথীন্দ্র নাথের স্ত্রী।

১৮৯৩ সালের ৫ নভেম্বর জন্ম প্রতিমা দেবীর। তাঁর পিতার নাম শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়। অবনীন্দ্রনাথের এবং গগনেন্দ্র নাথের বোন বিনয়িনী দেবী তাঁর মা। রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনী দেবী ছোট প্রতিমাকে দেখে তাঁকে নিজের পুত্রবধূ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু মৃণালিনীর অকালমৃত্যুর ফলে তা সম্ভব হয়নি। এরপর মাত্র ১১ বছর বয়সে প্রতিমার বিয়ে হয় গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটবোন কুমুদিনীর ছোট নাতি নীলানাথের সাথে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই গঙ্গায় সাঁতার কাটতে গিয়ে জলে ডুবে নীলানাথের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পাঁচ বছর পরে নিজের ছেলে রথীন্দ্র নাথের বিলেত থেকে ফিরলে তাঁর সাথে রবীন্দ্রনাথ প্রতিমার আবার বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। তিনি সমাজ সংস্কারকে অগ্রাহ্য করে প্রতিমা এবং রথীন্দ্রনাথের বিয়ে দেন। এই বিয়ে ছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির প্রথম বিধবা বিবাহ।

তিনি রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর স্বামীর সাথে বিশ্বভারতী এবং শান্তি নিকেতনের নানা কাজে নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন। তিনি নানারকমের কারুশিল্প প্রবর্তনে এবং রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য পরিকল্পনায় সহযোগিতা করতেন। তিনি একজন ভালো চিত্রশিল্পীও ছিলেন। তিনি কিছুদিন ইতালীয় শিক্ষক গিলহার্ডির কাছে ছবি আঁকা শিখেছিলেন।

প্রতিমা ঠাকুরের বিশেষ উদ্যোগ ছিল মেয়েদের নাচ শেখাবার ব্যবস্থা করা। সেসময়ে বাঙালিদের ভিতরে নাচ শেখাবার খুব একটা ব্যবস্থা ছিল না। রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মিকী প্রতিভা' এবং 'মায়ার খেলা'য় যৎসামান্য নাচের অংশ ছিল। তিনি নিজে মঞ্চে উপস্থিত খুব কম হতেন। তাঁর বিয়ের অল্প পরে শান্তিনিকেতনে মেয়েদের প্রথম অভিনয় 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'তে তিনি ক্ষীরির চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এরপর নিজে অভিনয় না করলেও রবীন্দ্র নৃত্য নাট্যের তিনিই ছিলেন প্রধান উৎসাহী। রবীন্দ্রনাথ নিজেও 'চিত্রাঙ্গদা' বা 'পরিশোধ' নিয়ে নৃত্যনাট্য রচনার পরিকল্পনা করেন নি। কিন্তু প্রতিমা দেবী যখন নৃত্যনাট্যের খসড়া নিয়ে রবীন্দ্র নাথের কাছে যান, তখন তিনি এই নতুন শিল্পরূপ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। প্রতিমা দেবী কখনও নাচ শেখেননি এবং নিজে নৃত্যশিল্পী ছিলেন না। তিনি বর্ষামঙ্গলের দু একটি নাচে রূপ দেওয়ার পর রবীন্দ্রনাথকে 'পূজারিণী' কবিতার নৃত্যনাট্যরূপ লিখে দেওয়ার অনুরোধ করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে মেয়েদের দিয়ে সেটি অভিনয় করাবেন মনস্থ করেন। এরপর রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'নটীর পূজা'। প্রতিমা দেবী অনেক পরিশ্রমের মাধ্যমে শান্তি নিকেতনের মেয়েদের দিয়ে সেটি অভিনয় করালেন। শ্রীমতীর ভূমিকায় নৃত্যাভিনয় করেছিলেন নন্দলাল বসুর মেয়ে গৌরী।

প্রায় চোদ্দ বছর পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রতিমা রাবীন্দ্রিক গীতিনাট্যের স্থায়ী রূপ তৈরি করলেন 'চিত্রাঙ্গদা'য়। এর আগে এসেছিল 'শাপমোচন'। চিত্রাঙ্গদার নাচের বৈশিষ্ট্যগুলি আরো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল 'চণ্ডালিকা'তে। প্রতিমা অন্তরালে থেকে পোশাক-পরিচ্ছদ-সাজ প্রভৃতির দিকে নজর রাখতেন। মঞ্চ-সজ্জাতেও তিনি শান্তি নিকেতনের ঐতিহ্য বজায় রেখে ছিলেন। তিনি শেষের দিকে মঞ্চ সজ্জার পরিকল্পনার ছবি এঁকে রাখতেন। তিনি কলাভবনের শিল্পীদের দিয়ে নাচের ভঙ্গি আঁকিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন। রবীন্দ্রনাথ রচিত নাটকগুলির শালীন সৌন্দর্যের দিকে তিনি তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন। তিনি 'মায়ার খেলা' নাটকেরও নতুন রূপ দিয়েছিলেন। গল্পগুচ্ছের 'ক্ষুধিত পাষাণ' ও 'দালিয়া', কথা ও কাহিনীর 'সামান্য ক্ষতি' প্রভৃতি গল্পগুলিকে ট্যাবলো ধরনের মূকাভিনয় আকারে রূপায়িত করেছিলেন।

প্রতিমার নির্দেশনায় শান্তি নিকেতনের নৃত্য কোন বিশেষ প্রকারের নৃত্যশৈলীর আঙ্গিককে গ্রহণ করেনি। মিশ্র তাল ও ভঙ্গির সংমিশ্রণে তিনি বৈচিত্র্য এনেছিলেন এবং তাঁকে সার্থকভাবে সঙ্গীতের ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে ছিলেন।

প্রতিমা 'কল্পিতাদেবী' ছদ্মনামে প্রবাসী পত্রিকাতে অনেক কবিতা লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই 'কল্পিতাদেবী' ছদ্মনামটি ঠিক করে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কখনো কখনো তাঁর কবিতাগুলিকে সংশোধন করে দিতেন। তাঁর গদ্য রচনাগুলিতে 'লিপিকা'র বিশিষ্ট ভঙ্গি চোখে পড়ে। তাঁর রচিত 'স্বপ্নবিলাসী' পড়ে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়ে লেখেন 'মন্দিরার উক্তি'।

প্রতিমা দেবী রচিত 'নির্বাণ' বইটিতে রবীন্দ্রজীবনের শেষ বছরের ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। 'স্মৃতিচিত্র' বইটিতে অবনীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের কথা আছে, বাড়ির মেয়েদের কথা রয়েছে।

নবদ্বীপের রাস ভারত বিখ্যাত হয়েছে

রিয়া পোদ্দার

রাস উৎসব ২০২৫। শুভ সূচনা নবদ্বীপের মূল প্রাণের উৎসব রাসের, প্রতি বছর সপরিবারে ঠাকুর দেখতে বেড়ানো পোদ্দার বাড়ির রীতি, এবছর পোদ্দার বাড়ির মানুষগুলো উৎসব থেকে বঞ্চিত এই বাড়ির দুই সদস্যের তারাদের দেশে অতিথি হওয়ার সুবাদে। তবে মনখারাপ করে থাকা মানুষটাকে প্রায় বকুনি দিয়ে নতুন জামা পড়িয়ে হাত ধরে

নিয়ে বেরোলাম, ঠাকুর দেখতে প্রচণ্ড ভালোবাসে সে। এবাড়ির আশেপাশে থেকে ও বাড়ি হয়ে মামাবাড়ির পাড়া সঙ্গে বাদাম ভাজা জিলাপি না খেলে কিসের রাস, টিকিয়া চাট থেকে গরম গরম ফিশ ফ্রাই শেষ বেলায় রণকালি বামা কালি মায়ের কাছে মা হীন মেয়েটা দুচোখ ঝাপসা হয়ে দাঁড়িয়ে একা, পাশে প্রচুর শুভাকাঙ্ক্ষী বাবা কাকার ভিড়ে, প্রতি বছর পকাই ওরফে ছোটকাকু মণ্ডপি অর্থাৎ মায়ের পুজোর মূল জোগাড় করে, ডাকিনী যোগিনী শাড়ি যায় আমাদের বাড়ির থেকে সেটা রীতি এবছর সব থেকে বাদ আমরা,মাকে বললাম তোমার কাছে তোমার মেয়ে গেছে তাকে ভালো রেখো, সবাইকে সুস্থ রেখো ভালো রেখো মা। ভদ্রলোক গেছেন নিজের ক্লাবের আজ অর্কেস্ট্রা, বাবাই এর দুই তরফ অনামী আর রণকালি এখন গেছেন তেলিপাড়া অনামীতে রাতে হোম সার্ভিসের কাকু যত্ন করে মামনির জন্য খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন রাস বলে কথা। কাল যদিও বড়শ্যামা মায়ের পুজো ভোগ ব্রাত্য তবে দর্শন এ বাঁধা নেই কূল পুরোহিত এর নির্দেশ, তাই যাবো বাজারে রয়েছে দরিদ্র নারায়ণ সেবা। কাল পাত পেড়ে ওপর লোক কে ভোগ খাওয়ানোর আয়োজন করা হয়। সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আনন্দে থাকবেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর যুগের ধর্ম যুদ্ধ কেন্দ্রীক শাক্ত রাস,জগাই মাধাই এর মদ মাংসের রাস সময়ের, বৈষ্ণব ধর্মকে পদানত করতে শ্রীখোলের পরি বর্তে ঢগর সানাই এর রাসে আজ বিরাট ঝড় পরিবর্তনের সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক হয়ে উঠেছে,শৈব শাক্ত বৈষ্ণব ধর্মের মহামিলন হয়ে উঠেছে,কানে আসছে রবি ঠাকুরের গান, নতুন বর্ণময় রাসযাত্রা।

এবছর একটু অন্যরকম সকাল রাসের,কাল সারারাত বাজনা র দাপটে ঘুমের দফারফা। তবু সকাল সকাল স্নান সেরে মালা গেঁথে তাদের চরণে ফুলজল নিবেদন আজ তাদের রাস। সঙ্গে আমার প্রাণপাখিকে জল ফুল নিবেদন। কাল ২ঘন্টার জন্য বেড়িয়ে যথারীতি আবার হাঁচি শুরু সকাল সকাল,কানে ভেসে আসছে রণচণ্ডীর পুজোর মন্ত্র। এবছর তো পুজোর পালা নেই তাই নিরামিষ লুচি আলু বাঁধাকপি তরকারি আর যেটা না হলে রাসের সকাল অপূর্ণ জিলিপি । দুপুরে ভোগ খেয়ে নরনারায়ণ সেবার ওখানে দর্শন করে মা বড়শ্যামা কে দূর থেকে দর্শন করে আসবো, মনটা খুব অস্থির যদি মাকে দেখে তার মধ্যে বিরাজমান আমার প্রাণপাখি কে খুঁজে পাই। সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আনন্দে থাকবেন।

রাস শুরু। পোড়ামা তলার মহিষ মর্দ্দিনী আর বড়ালঘাটের দাদু ওরফে পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত বিমানকৃষ্ণ সাহা মহাশয় (পৌর পতি) এর ঠাকুর দিয়ে শুভ সূচনা রাসের,কারণ কিছু ঠাকুর তিন দিন পুজো পান। আজ থেকে ফেরার পথে অন্য নবদ্বীপ,আলো ঝলমলে রাস্তা চেনা আটপৌরে পাড়া অচেনা,রং এর প্রলেপ থেকে ঠাকুর এর সাজ পড়ানো হচ্ছে।এর মধ্যে কাল বিকেল থেকেই কানে কুমার শানু মাতোয়ারা,আজ একটু পরেই জানলার পাশে অর্কেস্ট্রা দিয়ে নতুন পাড়ার শুভ উদ্বোধন। হঠাৎ মোরে পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযদু কাকুর সাথে দেখা, মামণি তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে চলে আয়। ভদ্রলোক এর পরিচয় আমাদের ও পাড়ার বিখ্যাত মিষ্টির দোকান পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত শিবু সেন দাদুর বড় পুত্র, ওদিকে পাড়ার পিসির সঙ্গে গাঁটছড়া, সেখানে হোতা আমার ঠাম্মা আর বর্ণামা (পাশের বাড়ির ঠাম্মা) তাই কাকু হলো পিসেমশাই। এ পাড়ায় বাস, পুজোর মূল উদ্যোক্তা সে। আসছি বলে কোনরকমে পালিয়ে বাড়িতে, মূলত মঞ্চ হয়েছে জানলার পাশে, কাল সারারাত কুমার শানু শুনেছি অর্কেস্ট্রা শুনবো। মনটা ভালো নেই,রাস নিয়ে আমার দোসর দুজনের উন্মাদনা থাকে চরমে, দুজনেই নবদ্বীপের মানুষ,মাম বাবাই। একসাথে সবাই মিলে ঠাকুর দেখা রান্না,বড়শ্যামা মায়ের পুজো দিতে যাওয়া থেকে আমাদের রণকালি মায়ের ভোগ প্রসাদ গ্রহণ, পরের দিন ১০৮বেয়ারার কাথে চেপে রাজরানী গৌরাঙ্গিনী মায়ের আড়ং দেখা ঠাম্মার সঙ্গে,আড়ং এর দিন বাবাই এর হাতের আড়ের ঝোল দিয়ে ঠাম্মার নিয়মসেবা ভঙ্গ। বিকালে বাবাই এর বন্ধুদের পরিবারের সঙ্গে আড্ডা গল্প খাওয়া দাওয়া করে পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী কেসি ব্যানার্জি দাদু ওরফে বড় দাদুর অভিভাবক কাম বন্ধুর দোকানে সবাই মিলে আড়ং। ভদ্রমহিলা র ক্যালেন্ডার এ প্রথম দেখা কালী পুজো দ্বিতীয় রাস, নতুন শাড়ি ভাঙা রাসে, নবদ্বীপের ছেলে মেয়েদের এই রীতি। ভদ্রলোক বিগত ছয় মাস চুল কালার করেননি, ভদ্রমহিলা চলে যাওয়ার পর বেবাগী দশা কাল ধমক দিয়ে বলেছি চুল কালার করে আসতে, জানিনা কি করবেন। আমার শরীর গতিক মন কোনটা ভালো নেই, এলার্জি বিপদে ফেলেছে এবার। ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা নাক দিয়ে জল থেকে চোখ মুখ হাঁচতে হাঁচতে ফুলে ঢোল গোবিন্দ,গোদের ওপর বিষফোঁড়া, ডাক্তার বাবুর পরামর্শ এ ওষুধ এর রিঅ্যাকশন,লুজ মোশন থেকে ঘুমের রাজ্যে পাড়ি। কাল সেই কারণে বন্ধু শমিকের আমন্ত্রণ এ কালনা লিটল ম্যাগাজিন মেলায় আর সন্ধ্যায় পুরাতত্ত্ব পরিষদের সেমিনার এ ইচ্ছে থাকলেও ইতি টানতে বাধ্য হয়েছি। কাজের থেকে ফেরার পথে নতুন রূপে আমার শহর রাস যে,ভালো কাটুক রাস সবার, সবাইকে অগ্রিম শুভেচ্ছা ও শুভকামনা। ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আনন্দে থাকবেন। রাস পুর্ণিমা দেখতে নবদ্বীপ আসুন।

বাংলা সিনেমায় সঙ্গীত শিল্পীর অভাব ছিল না

দেবেন বড়ুয়া

লক্ষ্ণৌয়ের অভিজাত ঘরের সুন্দরী কন্যাটি বাঙালি বরের ঘর করতে করতে অনেক চেষ্টা করে বাংলা শিখলেন। তবে সে জীবন বড় স্বল্পায়ু,অতি অকালেই ব্রেন ক্যান্সার কেড়ে নেয় তাঁর জীবন। মোহময়ী নারী কণ্ঠ বারবার জানতে চায়... তাঁর পর? হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কালজয়ী অনবদ্য সেই গান 'তার আর পর নেই, নেই কোনও ঠিকানা 'তে মাঝে - মাঝে যে অপূর্ব সুন্দর নারী কণ্ঠের ব্যবহার করেছিলেন ওয়াকিবহাল মহল তাঁর নাম পরিচয় জানেন।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মনে করে ছিলেন তাঁর গানের মধ্যে ওই ফিরে আসা প্রশ্নটা গানকে আরও বেশি শ্রুতিমধুর করে তুলবে। তিনি যে কতটা দূরদর্শী ছিলেন সেকথা উল্লেখ না করলেও হয়। একজন বিখ্যাত প্রযোজক পরিচালক তাঁর পরের ছবির জন্য সুদর্শনা, প্রতিভাময়ী একজন অভিনেত্রী খুঁজছিলেন। সেইসময়ের নামকরা টুথপেস্ট কোম্পানি ' কলিনস'র সহযোগিতায় প্রতিযোগিতার শর্ত ছিল দেশব্যাপী প্রতিযোগিতায় সবদিক থেকে যিনি সেরা বলে বিবেচিত হবেন এ আর কারদারের পরের ছবির নায়িকা তিনি হবেন। অসংখ্য আবেদনপত্র কারদার সাহেবের দপ্তরে এলেও শেষ পর্যন্ত যিনি শিরোপা জিতলেন তিনি এক বাঙালি গীতিকারের ঘরণী হয়ে .ছেন। লক্ষ্ণৌ নয় বোম্বে হল ঘরবাড়ি। ছবির পর ছবি করলেন । সেই পর্বেই প্রেম এবং পরিণয়। হ্যাঁ সেই মোহময়ী মিষ্টি নারীকণ্ঠ ও তাঁর পতিদেব দুজনেই সিনেমা ও গানের জগতকে ঋদ্ধ করেছেন। স্বামী - স্ত্রী হলেও দুজনের মধ্যে অমিল ছিল বেশ কয়েকটি জায়গায়। স্বামী ভদ্রলোক খুব বিনয়ী মানুষ কথা প্রায় বলেন না, যদিও বলেন একটু যেন মিনমিনে সুরে। অন্যদিকে জায়া অপরূপা, দুধে আলতার মত গায়ের রঙ, অসাধারণ কণ্ঠস্বর যেন রিনরিন করে। উত্তরপ্রদেশে লক্ষ্ণৌ শহরের অভিজাত পরিবারের কন্যা। বোম্বাই এসেছিলেন 'কারদার - কলিনস' প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার জন্য। তরুণীর স্বামী যথেষ্ট গুণী মানুষ একটু লাজুক গোছের হেমন্ত মুখোপাধ্যায় 'পলাতক' ছবির সময় একদিন তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন নতুন এলে অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে। শেখো, রোল মডেল তো চাই। রোল মডেল যে চোখের সামনে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার নিজেও কম বিনয়ী নন, তিনি অবশ্য গুণের সমাদার করতে সবসময় দরাজ। বললেন কি যে বলেন হেমন্তদা। ও ঘরে তো শুনলাম ওর গান গুলো। ভাবা যায় না, একদিন দেখবেন ও আমাকে টপকে যাবে। প্রতিভাবান গীতিকার শুধু বলার চেষ্টা করলেন না,মানে..গৌরীবাবুর বক্তব্য আলবাৎ হ্যাঁ। আমি বলছি হ্যাঁ। ঠিক আছে তাহলে একটা বেট হোক। দুজনের কেউই আজ পৃথিবীতে নেই। হয়ত গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের তুলনা তিনি নিজেই, কিন্তু নবাগত তরুণ গুণী গীতিকারের প্রতি তাঁর বাজি রাখা প্রমাণ করে গীতিকার গৌরীপ্রসন্নকে পিছনে ফেলেছিলেন ব্যক্তি গৌরী প্রসন্ন মজুমদার। হ্যাঁ গৌরীপ্রসন্ন যাঁর জন্য বাজি ধরেছিলেন সেই নবীন গীতিকার বাংলার খড়গপুরের ছেলে। পড়াশোনা ও খেলাধুলা দুটোতেই সমান দক্ষ। ভাল ফুটবল খেলতেন। বম্বেতে আসার আগে একসময় শিক্ষকতা করেছেন। ছায়াছবির জগতের মুকুটহীন বাদশা বিমল রায়ের ইউনিটে সুযোগ পেয়ে গেলেন। একসময় তিনি বিয়ে করলেন , অবশ্যই ভালবাসার বিয়ে।

মুর্শিদাবাদ থেকে যাত্রা শুরু করলেন এনসিসি-র ৬০ জন ন্যাভাল ক্যাডেট

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৫ নভেম্বর ঃ এনসিসি-র ন্যাভাল

ক্যাডেটদের মধ্যে নৌ চালানো, নেভিগেশন এবং এই সংক্রান্ত আরও ধারনা তৈরি করার জন্য বুধবার মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কার গঙ্গার ঘাটে শুরু হলো 'জাতীয় নৌ যাত্রা অভিযান'। এনসিসি-র ৬০ জন ক্যাডেট প্রায় ৪০০ কিলোমিটার পথ নৌকা হাতে করে টেনে নিয়ে যাবেন। আগামী ১৪ দিন পর ১৯ নভেম্বর তাঁদের এই অভিযান কলকাতার বাবুঘাটে গিয়ে শেষ হবে। এনসিসি-র পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিম ডাইরেক্টর-এর যৌথ উদ্যোগে এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন ৩৫ জন পুরুষ এবং ২৫ জন মহিলা ক্যাডেট। এর পাশাপাশি এনসিসি-র তরফ থেকে দু'জন কমান্ডিং অফিসার ছাড়াও একাধিক পুরুষ এবং মহিলা 'ইনস্ট্রাক্টর' এই অভিযানে শামিল ক্যাডেটদের সঙ্গে থাকবেন বলে জানানো হয়েছে। বুধবার সকালে ফরাক্কা ব্যারেজের লক চ্যানেল ঘাটে পতাকা নেড়ে এই অভিযানের সূচনা করেন। এনসিসি-র গ্রুপ কমান্ডার কমোডর সিজার বাসু। এনসিসির এক আধিকারিক বলেন, প্রাচীনকালে যখন সাধারণ মানুষ নদীপথে বা সমুদ্রপথে পালতোলা নৌকা নিয়ে কোনও জায়গায় যেতেন তখন তাঁদের কাছে দিক নির্ণয় বা যোগাযোগের জন্য কোনও যন্ত্র ছিল না। একই রকম অভিজ্ঞতা সম্মুখীন হলে এনসিসি-র ক্যাডেটরা কীভাবে জলপথে নৌকা নিজেরা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন তা হাতে-কলমে শেখানোর জন্যই এই অভিযান। এনসিসি সূত্রে জানানো হয়েছে, বুধবার ফরাক্কা থেকে যে অভিযান শেষ শুরু হল আগামী ১৯ তারিখ কলকাতার বাবুঘাটে গিয়ে তা শেষ হবে। দীর্ঘ প্রায় ৪০০ কিলোমিটার নদীপথে যাত্রার সময় এনসিসি ক্যাডেটরা বহরমপুর, নবদ্বীপ, দক্ষিণেশ্বর, চুঁচুড়ার মতো শহরে গিয়ে থামবেন এবং সেখানে বিভিন্ন রকম ধরনের সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে অংশগ্রহণ করবেন। কমোডর সিজার বাসু বলেন, 'এই অভিযানে এনসিসি ন্যাভাল ক্যাডেটরা নিজে হাতে নৌকা চালিয়ে নিয়ে যাবেন। আগামী ১৪ দিন তাঁরা বিভিন্ন শহরে গিয়ে সমাজসেবামূলক কাজ - যেমন রক্তদান শিবির, নদী তীরবর্তী এলাকা পরিস্কার করা, নদীকে দূষণমুক্ত রাখার জন্য প্রচার সহ আরও নানারকম কাজে অংশগ্রহণ করবেন। এর পাশাপাশি আমরা এনসিসি ক্যাডেটদেরকে হাজারদুয়ারি প্যালেস, দক্ষিণেশ্বর মন্দির দেখাতে নিয়ে যাব।' কমোডর বাসু বলেন, 'এই মুহূর্তে গোটা দেশে প্রায় ১৫ লক্ষ এনসিসি ক্যাডেটস রয়েছেন। কোভিড কালে তাঁরা খুব ভালো কাজ করেছেন। যুব সমাজের মধ্যে শৃঙ্খলা তৈরীর জন্য এবং দেশের জরুরি প্রয়োজনে এনসিসি-র অবদান অনস্বীকার্য।'

আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনে বসল অটোমেটিক টিকিট ভেন্ডিং মেশিন

তরুণ দত্ত, আলিপুরদুয়ার, ৫ নভেম্বর ঃ যাত্রীদের সুবিধার্থে বড় পদক্ষেপ নিল উত্তর-পূর্ব রেল। আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের পক্ষ

থেকে আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনে অটোমেটিক টিকিট ভেন্ডিং মেশিন বসানো হল। আলিপুরদুয়ার জংশনের পাশাপাশি নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে বসেছে এই মেশিনটি। এই অটোমেটিক টিকিট ভেন্ডিং মেশিনের মাধ্যমে যাত্রীরা প্লাটফর্ম টিকিট দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় যাত্রার টিকিট খুব সহজেই পেয়ে যাবেন। স্টেশনে টিকিট কাউন্টারে লম্বা লাইন দিতে হবে না তাদের। আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের পক্ষ থেকে নেওয়া এই পদক্ষেপ অনবদ্য সিদ্ধান্ত বলে জানান যাত্রীরা। মঙ্গলবার রাতে বসানো হয় এই মেশিনটি আলিপুরদুয়ার জংশনে। জানা গেছে, টিকিট কাটার পর কিউআর কোড এবং স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে টাকা দেওয়া যাবে। যেসব যাত্রীর সিজন টিকিট নেওয়া থাকে তারা এই মেশিনের মাধ্যমে তার রিনিউ করতে পারবেন। উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রবেশের ক্ষেত্রে আলিপুরদুয়ার জংশন এই স্টেশনটির গুরুত্ব অপরিসীম। শিলিগুড়ি জংশনের পর আলিপুরদুয়ার জংশন উন্নত করে তোলা হচ্ছে। এই মেশিনটি বসানোর পর আধুনিক হওয়ার পথে একধাপ এগিয়ে গেল স্টেশনটি। এই মেশিনটি বসার পর থেকে যাত্রীরা নিজেরাই টিকিট কেটে ট্রেনের সফর শুরু করেছেন। টিকিট কাউন্টারেও ভিড় কম দেখা গেছে। মূলতঃ টিকিট রিজার্ভেশন পরিষেবা সঠিক রাখার জন্য এই উদ্যোগ।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- হাওড়া, থানা- সাঁকরাইল, মৌজা নং- ধূলাগোড়ী, জে এল নং- ০১, L. R. - ১৬০০, ৪৬৮৭ নং খতিয়ানে, L. R.- ২৬২৪ নং দাগে ০২ এবং ০২ শতক, সহ অন্যান্য জমি।
ধূলাগোড়ী (আয়মাদার পাড়া) সাঁকরাইল নিবাসী ১) নাজিবুদ্দিন লস্কর, ২) হাফিজউদ্দিন লস্কর উভয়ের পিতা- মরহুম হাসেম আলি লস্কর মহাশয়দ্বয় গত - ০২।১২।২০২১ তারিখে A.D.S.R. রানীহাটী অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত - ৪৫৪৬ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা ধূলাগোড়ী- সাঁকরাইল নিবাসী **রাসিদুল সেখ,** পিতা-মরহুম হাননান সেখ মহাশয় কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেছেন। ইহাতে কারো কোন আপত্তি থাকলে ১ মাসের মধ্যে সাঁকরাইল B.L.& L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

খালের জলে বান্ডিল বান্ডিল আধার কার্ড উদ্ধার, চাঞ্চল্য পূর্বস্থলীতে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৫ নভেম্বর ঃ পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী ২ ব্লকের ললিতপুর এলাকায় খালের জল থেকে উদ্ধার হল তিন বস্তা ভর্তি আধার কার্ড। বুধবার সকালে বিলের পানা পরিষ্কার করতে গিয়ে স্থানীয়রা দেখতে

পান একটি বস্তা, যা খুলতেই বেরিয়ে আসে শতাধিক আধার কার্ড। পরে আরও দুটি বস্তা জলের নিচে দেখা যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পূর্বস্থলী থানার পুলিশ এবং উদ্ধার করা হয় কার্ড ও কাগজপত্রের বান্ডিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, কার্ডগুলির ঠিকানায় হামিদপুর ও পিলা এলাকার নাম থাকলেও ছবির মুখগুলো সম্পূর্ণ অপরিচিত। কেউ রাতের অন্ধকারে বস্তা বোঝাই কার্ড ফেলে গেছে বলে অনুমান। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া সমস্ত আধার কার্ড থানায় নিয়ে গিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। এলাকায় মাইকিং করে জানানো হচ্ছে, কেউ কার্ড পেলে যেন তা থানায় জমা দেয়। এদিকে মঙ্গলবার থেকেই রাজ্যে বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তার পরদিনই আধার কার্ড উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়ায়। এই ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপির অভিযোগ, এসআইআর আতঙ্কে ভুয়ো আধার কার্ড ফেলে দেওয়া হয়েছে। জেলা বিজেপি নেতা পরিমল মিস্ত্রি বলেন, এগুলো ভুয়ো কার্ড হতে পারে। বিষয়টি সিবিআই তদন্ত করা উচিত। অন্যদিকে, তৃণমূলের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, আমার মনে হচ্ছে এগুলো ডুপ্লিকেট আধার কার্ড। তবে এসআইআরের ভয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে কি না, বলা মুশকিল। ঘটনাটি তদন্তে নেমেছে পুলিশ ও প্রশাসন। মহকুমাশাসক জানিয়েছেন, আধার কার্ডগুলির উৎস ও প্রকৃততা যাচাই করা হচ্ছে।

নবদ্বীপের ঐতিহ্যবাহী ও বৈচিত্র্যময় রাস উৎসবে ভৌতিক থিমের দাপট

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ৫ নভেম্বর ঃ বেশ কয়েক বছর ধরেই নবদ্বীপের রাসে ক্রমশ দাপট বাড়ছে থিমের। আকাশছোঁয়া প্রতিমার পাশাপাশি প্রতিবছর বেশ কিছু বারোয়ারি থিমের দিকে ঝুঁকেছে। প্রতি বছর বাড়ছে থিমের প্রতিমার সংখ্যা। চটির মাঠ একনম্বর মাথাপুর লেনের গণেশজননী বারোয়ারি কমিটি এ আইয়ের সাহায্য নিয়েছে। তাদের দাবি তারাই প্রথম রাসে এআই-এর সাহায্যে মূর্তি তৈরি ক্রিয়েছেন। অন্যদিকে চন্দননগরের চোখ ধাঁধানো আলোয় রাস উৎসবের প্রাঙ্গণ সাজিয়েছেন শ্রীবাসঅঙ্গন ঘাট রোডের নেতাজি সঙ্ঘ। তাদের মহিষমর্দিনী প্রতিমার মণ্ডপের অন্দর সাজানো হয়েছে বাংলাভাষার বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক সময় যে আঘাত নেমে আসছে তার

বিরুদ্ধে নানা ছবি এবং পোস্টার দিয়ে। উদ্যোক্তাদের তরফে সোমেন পাল জানান তাদের পুজোর বাজেট এবার প্রায় চার লক্ষ টাকা। এবারের রাসে নবদ্বীপ শহরের বুকে আস্ত রেলওয়ে জংশন বানিয়ে ফেলেছেন সবুজ সঙ্ঘের উদ্যোক্তারা। তাদের সৌপ্তিক শিবপুজোর থিম 'ভুতুড়ে রেলগাড়ি।' অন্যদিকে হিমাদ্রি সংঘ জামতলার গলিতে তুলে নিয়ে এসেছেন গোটা 'আমাজনের জঙ্গল' তাদের প্রতিমা অন্নপূর্ণা। উদ্যোক্তাদের তরফে লক্ষীনারায়ণ মজুমদার বলেন, একটি ঘন জঙ্গলের মধ্যে পোড়ো মন্দিরে মা অন্নপূর্ণা অবস্থান করছেন এটাই থিম। সেখানে বিষাক্ত সাপ গাছে জড়িয়ে আছে, রয়েছে বিভিন্ন অন্যান্য প্রাণী। আমাদের লক্ষ্য সবুজকে ফিরিয়ে আনা। মালঞ্চ পাড়া আচার্য পাড়া লেনের গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া বারোয়ারি কমিটি বানিয়েছে পেল্লাই এক অভিশপ্ত রাজমহল। পিছনের গল্প, সপরিবার রাজা একদিন গুপ্তশত্রুর লাগানো আগুনে পুড়ে মারা যান। তারপর থেকে তাদের অতৃপ্ত আত্মা ঘুরে বেড়ায় সেই প্রাসাদে। ''গা ছমছমে সেই প্রাসাদের মধ্যে নিয়েই দেখতে হবে আমাদের প্রতিমা'' জানালেন সম্পাদক শ্যামল দেবনাথ। প্রাণগোপাল নগরে আদি অগ্রগামী ক্লাবের ৬৬ তম বর্ষের থিম 'নারীত্বের অনন্ত প্রকাশ ঃ আদিশক্তি'। উদ্যোক্তাদের তরফে নন্দন সাহা বলেন, দশমহাবিদ্যার রূপ জীবন্ত মডেলের মাধ্যমে প্রদর্শিত হবে। অনির্বাণ যজ্ঞ কুণ্ডে হবে হোম। জীবন্ত মডেলে থাকবে রামকৃষ্ণ এবং বামাক্ষ্যাপা সব মিলিয়ে বাজেট চার লক্ষ টাকার ওপর। নবদ্বীপ লাগোয়া দোলগোবিন্দপুর রাস বারোয়ারির থিম 'শ্মশানপুরীতে ভূত ও মহাকাল'। পুজো প্রাঙ্গণ থিমের দৌলতে সত্যি যেন একখণ্ড শ্মশান। এছাড়া মণ্ডপ এবং প্রতিমা মিলিয়ে সার্বিক থিমে রাস সাজিয়েছে নবদ্বীপ রয়েল ক্লাব, কুটির পাড়া মুক্তিসূর্য ক্লাব, সরকার পাড়া নিশান ক্লাব, গোবিন্দবাড়ি মোড় গঙ্গামাতা পুজো, প্রাচীনমায়াপুর সাউথের ভারতমাতা বারোয়ারি তাদের ৫০ বছরে তুলে এনেছে গোটা লালকেল্লা। সব মিলিয়ে থিমের রাসে নদে ভেসে যায়।

রাজা আমলের ঐতিহ্য মেনে শুরু হলো কোচবিহারের রাস উৎসব

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ৫ নভেম্বর ঃ বুধবার ছিল রাসপূর্ণিমা। কোচবিহারের রাজ আমলের মদনবাড়ির রাসযাত্রা এবার ২১৩ তম বর্ষে পা দিয়েছে। এদিন ঐতিহ্যবাহী মদনমোহন মন্দিরে রাসচক্র ঘোরানোর মধ্য দিয়ে এই উৎসবের সূচনা করেন কোচবিহার দেবত্র ট্রাষ্ট বোর্ডের সভাপতি জেলাশাসক রাজু মিশ্র। আগামী ১৫ দিন চলবে এই উৎসব। এই রাসযাত্রা উপলক্ষে কোচবিহার রাসমেলা

ময়দানে প্রতিবছরই মেলা বসে। এবছরও ১৫ দিন মেলা হবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। কোচবিহার পৌরসভা পরিচালিত এই মেলার উদ্বোধন হবে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়। মেলা চলবে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত। উত্তর-পূর্ব ভারতের এই মেলাকে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে। মেলাকে সুষ্ঠভাবে করতে জেলার বাইরে থেকে একজন পুলিশ সুপার পদস্থ আধিকারিক, দুইজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদস্থ আধিকারিক, ১২জন ডেপুটি পুলিশ সুপার পদস্থ আধিকারিক, ২৪ জন ইন্সপেক্টর, ১৫০ জন সাব ইন্সপেক্টর, ৭জন লেডি পুলিশ অফিসার, ৩৫০জন কনস্টেবল সহ প্রায় ৯০০জন সিভিক ভলান্টিয়ার আসছেন বলে জানিয়েছেন কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার সন্দীপ কাররা। তিনি আরও জানান, এই মেলায় ৩০টির বেশি সিসি ক্যামেরা থাকছে। চারদিকে নজর রাখার জন্য ওয়াচ টাওয়ার থাকছে ৮টি। পুলিশ সুপার স্পষ্ট জানিয়ে দেন, গত বছরের মতো এবারও ১৫ দিন হবে এই রাসমেলা। গোটা মেলায় নিশ্চিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল সুরজিৎ মন্ডল, পিতা- ঁপান্নালাল মন্ডল, ঠিকানা- আর. এন.সি. রোড (পূর্ব) সুভাষগ্রাম, রাজপুর-সোনারপুর (এম), জেলা- দঃ ২৪ পরগনা, কোলকাতা- ৭০০১৪৭, পশ্চিমবঙ্গ, ইং ৬।১০।২০২৩ তারিখে অঘোর সরণি, কদমতলা, পোষ্ট-রাজপুর, কোলকাতা- ৭০০১৪৯ তে বিক্রয় কোবালা, দলিল নং ৭৪৪৯ /১৯৫৯ বুক নং ।, ভলিউম নং ৮০, পৃষ্ঠা ২২২ হইতে ২২৫ যাহা SR বারুইপুর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত) হারিয়ে ফেলেন এবং তৎ সংক্রান্ত বিষয়ে সোনারপুর থানায় ৭।১০।২০২৩ তারিখে ৫০১ নং জেনারেল ডায়েরি দাখিল করেন।
এমতাবস্থায় কোন ব্যাক্তি যদি উপরিউক্ত দলিলটির সন্ধান, দলিল সংক্রান্ত কোনরূপ তথ্য পেয়ে থাকেন বা কোন ব্যক্তির যদি দলিল বা দলিলভুক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কোনো অভিযোগ থাকে তবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত মোবাইল নং বা ঠিকানায় যোগাযোগের জন্য অনুরোধ জানানো যাইতেছে অন্যথায় কাহারো কোন অভিযোগ গৃহীত হইবে না।

সৌমিক সামন্ত
(অ্যাডভোকেট)
মোবাইল নং ৯০৯১৭৭৪৫৭৭
৪৮ /১, নস্করপাড়া রোড, বোয়ালিয়া, পোঃ- গড়িয়া, থানা- নরেন্দ্রপুর, কোল- ৮৪

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল কাকলি হালদার [পিতা হরি দাস সরকার], তাঁর বাসগৃহ - এবি ৯৭, সল্ট লেক সেকটর - ১, পি এস- বিধাননগর (এন), কোলকাতা- ৭০০০৬৪ থেকে সেল ডিড, দলিল নং ১৩৭০, ১৩৭১, ১৩৭২ এবং ১৩৭৩ সাল ১৯৯৮ যা বুক নং। এ নথিভুক্ত এবং দক্ষিন ২৪ পরগনা অন্তর্গত DSR - IV, আলিপুর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত হারিয়ে ফেলেন এবং ২২।০১।২০২৫ তারিখে তৎসংক্রান্ত বিষয়ে বিধাননগর থানায় ১৩১২ নং. জেনারেল ডায়েরি দাখিল করেন।
এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি সংস্থা যদি উপরিউক্ত দলিলটির সন্ধান বা দলিল সংক্রান্ত কোনোরূপ তথ্য পেয়ে থাকেন বা দলিল এবং দলিলভুক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কোনো অভিযোগ থাকে তবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত মোবাইল নং বা ঠিকানায় যোগাযোগের জন্য অনুরোধ জানানো যাইতেছে, অন্যথায় কাহারো কোন অভিযোগ গৃহীত হইবে না।

সৌমিক সামন্ত
(অ্যাডভোকেট)
মোবাইল নং ৯০৯১৭৭৪৫৭৭
৪৮ / ১, নস্করপাড়া রোড, বোয়ালিয়া, পোঃ- গড়িয়া, থানা- নরেন্দ্রপুর, কোল- ৮৪

যাত্রীদের স্মার্ট কার্ড অনলাইনে রিচার্জ করার সুবিধা প্রদান এবং ইউপিআই পেমেন্ট সিস্টেমের প্রচারের জন্য বিশেষ ক্যাম্প

কলকাতা, ৫ নভেম্বর ঃ মেট্রো রেলওয়েতে চালু করা বিভিন্ন ডিজিটাল পেমেন্ট পদ্ধতি যাত্রীদের কাছে পরিচিত করার জন্য এবং টিকিটিংয়ে ডিজিটাল লেনদেনের অংশ বাড়ানোর জন্য, আজ ০৫.১১.২০২৫ তারিখে ব্লু লাইন, গ্রিন লাইন, অরেঞ্জ লাইন, পার্পল লাইন এবং ইয়েলো লাইনের সমস্ত স্টেশনে মেট্রো কর্মীদের দ্বারা বিশেষ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল। এই ক্যাম্পগুলিতে, মেট্রো ব্যবহারকারীদের উন্নত 'আমার কলকাতা মেট্রো' অ্যাপ, HDFC স্মার্ট গেটওয়ে সহ অতিরিক্ত পেমেন্ট সুবিধা এবং গুগল প্লে স্টোর (অ্যান্ড্রয়েড) এবং অ্যাপ স্টোর (iOS) থেকে এটি কীভাবে ডাউনলোড করবেন সে সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছিল। মেট্রো কর্মীরা তাদের এটি ব্যবহারের পদ্ধতিও দেখিয়েছিলেন। মেট্রো যাত্রীদের UPI

পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিটিং সিস্টেমের সাহায্যে ASCRM মেশিনের মাধ্যমে টোকেন কিনতে এবং তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ / কিনতেও সহায়তা করা হয়েছিল। তারা ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্থানান্তরিত হতে এবং টোকেন, মোবাইল ভিত্তিক QR কোড টিকিট, স্মার্ট কার্ড কেনা এবং রিচার্জ করার স্মার্ট পদ্ধতি গ্রহণে গভীর আগ্রহ দেখিয়েছে। তারা দৃশ্যত খুশি কারণ এই ডিজিটাল পদ্ধতি তাদের মূল্যবান সময় সাশ্রয় করতে সাহায্য করছে কারণ তাদের রিচার্জ বা স্মার্ট কার্ড কিনতে বা টিকিট কিনতে বুকিং কাউন্টারের সামনে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে না।

পঠনপাঠনে বিঘ্ন নয়, স্কুল খোলা রেখে এসআইআর সামলাচ্ছেন শিক্ষকরা!

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ৫ নভেম্বর ঃ আসানসোলের একাধিক স্কুলে সব শিক্ষকের ওপর বিএলও দায়িত্ব চাপানো হয়েছে, যার ফলে পঠনপাঠনের মান কমে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তবে শিক্ষকদের একাংশ জানিয়েছেন, তারা স্কুল বন্ধ না রেখে দায়িত্ব ভাগাভাগি করে সামলাতে চান। হীরাপুর চক্রের চাপড়াইদ প্রাথমিক স্কুলে দুইজন শিক্ষক রয়েছেন, যেখানে পড়ুয়ার সংখ্যা ৫১। এ অবস্থাতেও উভয় শিক্ষকেরই বিএলও হিসেবে দায়িত্ব পড়েছে। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বলেন, স্কুল চালানো যথেষ্ট সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এত কম সময়ে কাজটি সঠিকভাবে হবে কি না, তা নিয়েও আমি আশঙ্কা করছি। শিক্ষক বলেন, আমি যে অঞ্চলে দায়িত্ব পেয়েছি, আমার স্কুল থেকে সেটি ১৫ কিলোমিটার দূরে। আমার বাসস্থানের কাছে। সেই অঞ্চলটি আবাসন এলাকা। ফলে বেশিরভাগ মানুষই সারাদিন চাকরি করতে চলে যান। তাঁদেরকে বাড়িতে পাওয়াই যাবে না। ফলে কাজটি কী করে করব, সেটা ভেবেই আমরা আকুল হচ্ছি। অন্যদিকে স্কুলের কাজ। পড়ানো মিড-ডে মিল সমস্তটা সামলাতে হবে। সিলেবাস শেষ হবে কি না, সেটাই চিন্তার। এই অবস্থায় শিক্ষা দফতর থেকে যদি ডেপুটেশন ভিত্তিতে শিক্ষক দেওয়া হতো, তাহলে এসআইআর-এর কাজ সুবিধাজনক হতো। মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে এসআইআরের কাজ। বিএলও-রা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিলি করবেন প্রথমে। পরবর্তীকালে সেই ফর্ম নিয়ে আসা-সহ বিভিন্ন কাজ রয়েছে। গোটা এসআইআর-এর সময়কাল জুড়ে মূলতঃ বিএলও-দের এই কাজ করতে হবে। বিএলও হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের। যেখানে স্কুল শিক্ষক পাওয়া যায়নি, সেসব ক্ষেত্রে আইসিডিএস কর্মীদের এই কাজে নিয়োগ করা হয়েছে। আসানসোলের নামোপাড়া গ্রামে অবস্থিত ফটিকচন্দ্র স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হীরাপুর চক্রের অন্তর্গত দুইজন শিক্ষক রয়েছেন। বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৬। এই দুইজনকেই নির্বাচন কমিশন বিএলও হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে তাঁরা স্কুল চালাবেন কী করে? স্কুলের প্রধান শিক্ষক অমিয় মণ্ডল বলেন, স্কুলে দু'জন শিক্ষক। আমরা দু'জনেই বিএলও-র দায়িত্ব পেয়েছি। এক্ষেত্রে সমস্যা হলেও দু'টি দিক আমাদেরকে সমানভাবেই চালাতে হবে। এমনটাই নির্দেশিকা আমাদের কাছে রয়েছে। ফলে স্কুল ছুটির পরে, কিংবা ছুটির দিনে এসআইআর-এর কাজ আমাদের করতে হবে। অতিরিক্ত দায়ভার নিয়েই এই কাজ করতে হবে। তবে একটা সুবিধে রয়েছে। আমাদেরকে আমাদের বাসস্থানের কাছাকাছি বিএলও করা হয়েছে। স্কুল থেকে যাওয়ার পর আমরা বিকেলে বা সন্ধ্যের দিকেও এই কাজ করতে পারব। ওই স্কুলের আরেক শিক্ষক অভিমন্যু শূর বলেন, যেহেতু প্রধান শিক্ষক এবং আমাকে বিএলও হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে আমাদের দু'জনের মধ্যে বোঝাপড়া করে কাজটা করতে হবে। কোনওদিন যদি প্রধান শিক্ষককে যেতে হল, সেদিন আমি স্কুল সামলাব। আবার যেদিন আমাকে যেতে হবে, সেদিন প্রধান শিক্ষক স্কুল পরিচালনা করবেন। শিক্ষকদের বক্তব্য, স্কুল পরিচালনা মানে শুধুই তো পঠন-পাঠন নয়, রয়েছে মিড-ডে মিলের সামগ্রী নিয়ে আসা, রান্নার তদারকি করা, শিশুরা ঠিকমতো খেতে পারছে কি না, সেটা দেখা।

অগ্নিবীর নিয়োগ সমাবেশ - ভারতীয় সেনা
(জিডি, টেক, ক্লার্ক / এসকেটি, টিডিএন ১০ম, টিডিএন ৮ম ও ডব্লিউএমপি)
১৮ থেকে ২৭ নভেম্বর ২০২৫
ব্যারাকপুর মিলিটারি স্টেশন

একটি সেনা নিয়োগ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে ব্যারাকপুর মিলিটারি স্টেশনে, যেখানে **হাওড়া, কলকাতা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ** ২৪ পরগনা **এবং ঝাড়গ্রাম** জেলার শর্টলিস্ট করা অগ্নিবীর প্রার্থীদের জন্য **১৮ নভেম্বর থেকে ২৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ** পর্যন্ত নিয়োগ কার্যক্রম চলবে। অগ্নিবীর জেনারেল ডিউটি (উইমেন মিলিটারি পুলিশ) পদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম এবং ওড়িশা রাজ্যের মহিলা প্রার্থীদের নিয়োগ সমাবেশ ২৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে একই স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। যেসব প্রার্থী অনলাইন কমন এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন (CEE)-এ সফল হয়েছেন এবং পরবর্তীতে র‍্যালির জন্য শর্টলিস্ট হয়েছেন, তাদের শারীরিক সক্ষমতা পরীক্ষা (Physical Fitness Test) ও চিকিৎসা পরীক্ষা (Medical Examination)-এর জন্য নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হতে বলা হয়েছে। অ্যাডমিট কার্ড সফল প্রার্থীদের নিবন্ধিত ইমেল আইডিতে পাঠানো হয়েছে। প্রার্থীরা তাঁদের প্রোফাইলে লগইন করে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকেও অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেনঃ **www.joinindianarmy.nic.in** প্রার্থীদের কঠোরভাবে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে নিয়োগ প্রক্রিয়ার সময় কোনও অবস্থাতেই মূল নথিপত্র (Original Documents) অন্য কারও হাতে প্রদান করবেন না, যাতে দালাল বা প্রতারকদের দ্বারা প্রতারিত না হন। কোনও প্রতারণা বা সন্দেহজনক কার্যকলাপ লক্ষ্য করলে তা অবিলম্বে স্থানীয় পুলিশ এবং রেক্রুটিং অফিস (হেডকোয়ার্টার), কলকাতা-কে জানাতে হবে। স্থানীয় পুলিশ ও বেসামরিক প্রশাসনের সহযোগিতায় দালাল / এজেন্টদের চিহ্নিত ও গ্রেপ্তারের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে নিয়োগ সমাবেশে কোনও রকম অনিয়ম বা প্রতারণা না ঘটে। যেকোনও প্রশ্ন বা তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুনঃ রেক্রুটিং অফিস (হেডকোয়ার্টার), কলকাতা টেলিফোন নম্বরঃ **০৩৩-২২২৩-৬৮৮১**

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-50/2025-26** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, **22 (Twenty two) nos**. works/Schemes under APAS Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in**. Document download/sell starting from **04.11.2025 up to 22.11.2025 16.00 PM.** Bid submission starting from **04.11.2025 up to 22.11.2025 at 16.00 PM**. And Opening on **24.11.2025 at 16:05 P.M**. For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

মাছ নয়, যেন বন্ধুত্বের মৃত্যু - সালারের সোনারুন্দি রাজবাড়িতে বিষাদের ছায়া

এজাজ আহম্মেদ, সালার, ৫ নভেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার সালার থানার ঐতিহাসিক সোনারুন্দি রাজবাড়ির পুকুরে হঠাৎ মৃত মাছের সারি দেখে শিউরে উঠেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ও পর্যটকরা। মঙ্গলবার বিকেল থেকে বিশাল আকৃতির রুই, কাতলা থেকে শুরু করে বহু প্রজাতির মাছ ভেসে উঠতে দেখা যায়। সদা পর্যটকদের আকর্ষণ ছিল এই পুকুর - কারণ এখানকার

বিশাল মাছেরা মানুষের সঙ্গে যেন এক বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছিল। পর্যটকরা পুকুরের ধারে নামলেই সেই মাছেরা এসে পায়ের কাছে খাবার খেয়ে ফিরে যেত গভীর জলে। আজ সেই বন্ধুত্বেরই যেন মৃত্যু হলো। বুধবার সকাল পর্যন্ত ২০ থেকে ৩০ কেজি ওজনের একাধিক মাছের দেহ ভেসে ওঠে। ঘটনার খবর পেয়ে সালার থানার পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, এতদিন যত্নে থাকা এই ঐতিহ্যবাহী পুকুরে নজরদারি ও নিয়মিত পরিচর্যার অভাবই এই দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হতে পারে। আজ সেই ঐতিহ্যবাহী সোনারুন্দি রাজবাড়ির পুকুর যেন নিস্তব্ধ - জলে নেই মাছের ছলছল, আছে কেবলই বিষাদের ঢেউ। রাজবাড়ির ম্যানেজার ধনঞ্জয় চট্টরাজ জানান, মঙ্গলবার বিকেল থেকে মাছ মরতে শুরু করে। মৎস্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে সকালে ওষুধ দেওয়া হয়েছে। তবে তার আগেই বহু মাছের মৃত্যু ঘটে গেছে। ভরতপুর-২ ব্লকের ফিশারি এক্সটেনশন অফিসার মুজাহিদ আলি প্রাথমিকভাবে জানান, পুকুরে অক্সিজেনের ঘাটতিই মৃত্যুর সম্ভাব্য কারণ হতে পারে। জল পরীক্ষা করা হচ্ছে। রিপোর্ট এলে প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

মহিলাকে ছুরি দেখিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ, ধৃত সিভিক

দেবশ্রী মজুমদার, রামপুরহাট, ৫ নভেম্বর ঃ গলায় ছুরি ঠেকিয়ে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে এক বিধবা মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের পাইকরে। অভিযুক্ত ভলান্টিয়ারের নাম সাবির হোসেন। তিনি পাইকর থানায় কর্মরত বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। একই থানায় কর্মরত হওয়ায় প্রথম দিকে পুলিশ সিভিককে ধরেও ছেড়ে দেয় বলে অভিযোগ। পরে মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়েছে পুলিশ। বুধবার তাকে রামপুরহাট মহকুমার বিশেষ আদালতে তোলা হলে তাঁকে দুদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। নির্যাতিতা মহিলা জানিয়েছেন, দিন কয়েক আগে তার মোবাইল চুরি যায়। গ্রামের সিভিক ভলান্টিয়ার সাবির হোসেন তার মোবাইল চুরি করেছে এই মর্মে মহিলা পাইকর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগ প্রত্যাহার করার জন্য মঙ্গলবার গভীর রাতে ওই মহিলার বাড়িতে যায় সিভিক। এরপর গলায় চাকু লাগিয়ে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে মহিলাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। মহিলার চিৎকারে তার ছেলে এবং আশেপাশের লোক সিভিক সাবির হোসেনকে ধরে বাড়ির মধ্যে বেঁধে রাখে। রাতে পুলিশ গিয়ে সিভিককে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। থানায় নিয়ে গিয়ে তাঁকে ছেড়ে দেয় বলে মহিলার অভিযোগ। মহিলা বলেন, মোবাইল চুরির অভিযোগ প্রত্যাহার করার জন্য চাপ দিচ্ছিল। তাতে রাজি না হওয়ায় তার গলায় ধারালো চাকু ঠেকিয়ে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। ভয় দেখিয়ে আমাকে ধর্ষণ করে। আমার চিৎকারে আমার ছেলে উঠে তাকে ধাওয়া করে। গ্রামের মানুষও সিভিকের পিছু নেয়। ধাওয়া করে তাকে ধরে ফেলে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মহিলার অভিযোগ, অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার হওয়ায় থানার পুলিশ আমার অভিযোগের গুরুত্ব দিচ্ছিল না। পরে বাধ্য হয়ে পাইকর থানায় ওই সিভিককে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয় পুলিশ। বুধবার অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারকে আদালতে তোলা হলে বিচারক দুদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

কংক্রিটের পিলার ধসে চাপা পড়ে মৃত্যু কিশোরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, জঙ্গিপুর, ৫ নভেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরের অন্তর্গত হোগোলাবাড়ি এলাকায় ঘটে গেল এক মর্মান্তিক ঘটনা। বুধবার হঠাৎই কংক্রিটের পিলারে ধস নেমে তা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। বিকট আওয়াজে তার নিচে চাপা পড়ে যায় এক কিশোর। বন্ধুকে চোখের সামনে এমন অবস্থায় দেখে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দেয় তার বন্ধুরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্থানীয়রা ছুটে এসে গুরুতর আহত মিরাজকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় গ্রামীণ হাসপাতালে। পরে তাঁর অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই তার মৃত্যু হয়।

কেশোরাম টেক্সটাইল মিলস্ লিমিটেড

B K BIRLA GROUP OF COMPANIES

সিআইএন-এল১৭১১৪ডব্লুবি১৯৯৯পিএলসি০৮৯১৪৮
রেজি. অফিসঃ ৪২, গার্ডেন রিচ রোড, কলকাতা-৭০০০২৪
সিটি অফিসঃ ৯/১ আর.এন. মুখার্জী রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোনঃ ০৩৩ ২৪৬৯-৭৮২৫/৬৭৮৮)/২৪৮৯ ৩৪৭২, ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৪৬৯ ৬৭৮৮
ইমেলঃ **office@kesoramtextiles.in / ktmltext@gmail.com,** ওয়েবসাইটঃ **www.kesoramtextiles.in**

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধ বছরের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি

(টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	বর্তমান তিন মাস শেষ ৩১-০৯-২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী তিন মাস শেষ ৩০-০৬-২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী বছরের ৩০-০৯-২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া অনুরূপ তিন মাস (অনিরীক্ষিত)	চলতি ছয় মাস শেষ ৩০-০৯-২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী বছরের ৩০-০৯-২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া অনুরূপ ছয় মাস (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী বছর শেষ হয়েছে ৩১-০৩-২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১.	অপারেশন থেকে মোট আয়	-	-		-	-	-
২	সময়ের জন্য নিট লাভ / ক্ষতি (কর এবং ব্যতিক্রমী আইটেমের আগে)	(৫৭৪.৭৩)	(৪৪.৪০)	(৮.৪৭)	(৬১৯.১৩)	১৩১.৮৫	(৪৭.৩৯)
৩	কর পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী আইটেমের পরে)	(৫৭৪.৭৩)	(৪৪.৪০)	(৮.৪৭)	(৬১৯.১৩)	১৩১.৮৫	(৪৭.৩৯)
৪	কর পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী আইটেমের পরে)	(৫৭৪.৭৩)	(৪৪.৪০)	(৮.৪৭)	(৬১৯.১৩)	১৩১.৮৫	(৪৮.৬৮)
৫	সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [এই সময়ের জন্য লাভ / (ক্ষতি) (করের পরে) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (করের পরে) অন্তর্ভুক্ত]	(১৩,২০৮.৬৯)	(৪১.৮০)	(৫.৫৯)	(১৩,২৫০.৪৯	১৩৭.৬০	২,৫৫৯.৯২
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪
৭	পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে রিজার্ভ	-	-	-	-	-	(১১৩.৭১)
৮	প্রতি শেয়ার আয় (ইপিএস) (বার্ষিক নয়) [প্রতি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ২ টাকা]						
	১. মৌলিক	(১.১০)	(০.০৮)	(০.০২)	১.১৮)	০.২৫	(০.০৯)
	২. মিশ্র	(১.১০)	(০.০৮)	(০.০২)	১.১৮)	০.২৫	(০.০৯)

মন্তব্যঃ

ক) উপরে উল্লেখিত তথ্যটি এসইবিআই (তালিকাবদ্ধকরণ এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বছরের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি অংশ। ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বছরের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kesoramtextiles.in-এ পাওয়া যাবে।

খ) ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, ৩০ জুন, ২০২৫ এবং ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এবং ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ এবং ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ছয় মাসের জন্য শেয়ার প্রতি আয় বার্ষিকভাবে গণনা করা হয় না।

গ) উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক ৫ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

কেশোরাম টেক্সটাইল মিলস্ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
সরৎ প্রিয়া পটযোশি
ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০৬৬২০২৯০

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৫ই নভেম্বর, ২০২৫

গৃহস্থালী

শীতের আগেই পায়ে সরষে, নভেম্বরে কোথায় গেলে মন ভরবে? রইল সেরা সাতের হদিশ

দিনের বেলাতে তেমন খুব একটা গরম নেই আর। রাত্রিবেলায় কমছে পারদ। এমন আবহাওয়ায় রোদ মেখে উত্তুরে হাওয়াতে অনেকের মনেই বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা। পায়ের তলায় সরষে রেখে অস্থির হয়ে ওঠে মন। অতশত না ভেবে বরং বেরিয়ে পড়ুন। নভেম্বরেই কি ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান করছেন? শীত শীত ভাবটাও থাকবে। আবার পিক সিজন না থাকায় খরচ থাকবে সাধ্যের মধ্যেই। কিন্তু কোথায় যাবেন? পাহাড় থেকে সমুদ্র, রইল সেরা সাত জায়গার ঠিকানা।

পশ্চিমবঙ্গঃ দার্জিলিংয়ের প্রভাত দেখার সৌভাগ্য হাতছাড়া করবেন না। কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর সূর্যোদয় এখানকার প্রধান আকর্ষণ। কুয়াশার মধ্যে টয় ট্রেনে চড়া এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা।উটি, তামিলনাড়ুঃ এখানে ঠান্ডা আবহাওয়ার সঙ্গে সবুজ প্রকৃতি আপনাকে স্বপ্নের রাজ্যে পৌঁছে দেবে। ইউক্যালিপটাস গাছের গন্ধ এবং চা বাগান দেখতে পাওয়ার অভিজ্ঞতা মিস না করাই ভালো। আর যাই করুন না কেন উটি লেকে বোটিং ও স্থানীয় চকোলেট না খেয়ে ফিরবেন না যেন!

গোয়াঃ নভেম্বরে গোয়ার পরিবেশ একদম অন্যরকম হয়। সোনারঙা সমুদ্র তীরে পার্টি কিংবা শান্ত আরমবোল বিচে যোগা-দুটোর যেকোনও একটা মনপসন্দ আপনি বেছে নিতে পারেন। এই সময় বর্ষায় বন্ধ হওয়া বিচ শ্যাকগুলি আবার চালু হয়ে যায়।গোকর্ণ, কর্ণাটক ঃ যাঁরা শান্ত সমুদ্রের খোঁজে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ান, তাঁদের জন্য গোকর্ণ সেরা। এখানে প্রকৃতির নিস্তব্ধতা উপভোগ করার মতো। ওম বিচ ও কুডল বিচ এই সময়ে খুব সুন্দর দেখতে লাগে।ভারকলা, কেরালাঃ আরব সাগরের তীরে পাহাড়ের ওপর তৈরি এখানকার ক্যাফেগুলো বিখ্যাত। এখানে আয়ুর্বেদিক ম্যাসাজ নেওয়া যায়। সূর্যাস্তের মনোরম দৃশ্য আপনাকে অন্য জগতে নিয়ে যাবে।

বারাণসী, উত্তরপ্রদেশঃ কার্তিক পূর্ণিমায় এখানকার ঘাটগুলো হাজার হাজার প্রদীপের আলোয় ঝলমল করে। গঙ্গার জলে এই আলোর প্রতিচ্ছবি এক অদ্ভুত স্বর্গীয় দৃশ্য তৈরি করে। পারলে শীত পড়ার আগেই ঘুরে আসুন। নভেম্বরে এখানে পালিত হয় দেব দীপাবলি।

কার্শিয়াং তো বহুবার গিয়েছেন কিন্তু এই পাহাড়ি শহরের অনতিদূরেই রয়েছে একটুকরো স্বর্গ ‘ ডুয়ার্সের এই জায়গা এখনও প্রচারের আড়ালে। নৈসর্গিক দৃশ্যের অধিকারী হলেও একমাত্র সেরকম ভ্রমণপিপাসু না হলে পর্যটকরা খুব একটা ভিড় জমান না চিমনিতে। শহুরে কোলাহল থেকে দূরে থাকতে দিন কয়েক এখানে কাটিয়ে আসতে পারেন। দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াংয়ের কোলে এমন অনেক পাহাড়ি গ্রাম রয়েছে, যা হয়ে উঠতে পারে আপনার লং উইকএন্ডের পারফেক্ট গন্তব্য। তবে, কার্শিয়াংয়ের বাগোরা অন্যদের থেকে বেশ আলাদা। বাগোরার পাশেই এই চিমনি গ্রাম। এখানে প্রকৃতি যেন অপরূপ সাজে সেজে হাতছানি দেয়! হিমালয়ের কোলে লুকনো এক ছোট্ট গ্রাম চিমনি। যদিও তার আগে আপনাকে পৌঁছাতে হবে কার্শিয়াং থেকে মাত্র ১৭ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত বাগোরায়। ভায়া দিলারাম হয়ে যেতে হবে এখানে। পাইন এবং ওক গাছের সমাহারে ভোর বা পড়ন্ত বিকেলের দৃশ্য মুগ্ধ করে দেবে আপনাকে। কান পাতলেই এখানে শোনা যায় পাখির কলতান। প্রাকৃতিক সৌঃদর্যের দিক দিয়ে যে কোনও পাহাড়ি গ্রামকে টেক্কা দিতে পারে চিমনি কিংবা বাগোরা। প্রায় ৭ হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই জায়গাগুলো পর্যটন কেন্দ্র ঠিকই, কিন্তু বাগোরার চাইতে মূল আকর্ষণ ‘‘ হোমস্টে’ থেকে যে ভিউ আপনি পাবেন, প্রেমে না পড়ে থাকা দায়! পাহাড়ের কোলে অপরূপ এই গ্রামের মন্ত্রমুগ্ধকর প্রাকৃতিক শোভার প্রেমে পড়ে যাবেন। রোজকার ব্যস্ত জীবন থেকে দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে ঢুঁ মেরে আসতে পারেন এই শীতকালে। মেঘ আর পাহাড়ের লুকোচুরি মন্দ লাগবে না দেখতে। সবুজে ঘেরা হিমালয়ের কোল। দিন কয়েকের আরাম নিয়ে একেবারে সতেজ হয়ে ফিরুন প্রতিদিনের জীবনে। শীতকালে এখানে একটি মূল আকর্ষণ রয়েছে। গাছে গাছে ঝুলে থাকা কমলালেবু। চাইলেই হাত বাড়িয়ে তোলার সুযোগ পাবেন। কাছেই সিটং। সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যও অপরূপ। তাই সেখানে ঘুরে আসার যুযোগও হাতছাড়া করবেন না। কোথায় থাকবেন এবং কী করে যাবেন?চিমনি ভিলেজ হোমস্টেতে থাকার খরচা ভীষণই পকেট ফ্রেন্ডলি। মাথাপিছু মোটে ১৫০০ থেকে ২০০০ টাকা। তাও আবার প্রাতঃরাশ, সন্ধের স্ন্যাকস এবং ডিনার সব মিলিয়ে। মধ্যাহ্নভোজের জন্য আলাদা খরচ। শিলিগুড়ি কিংবা এনজেপি স্টেশন থেকে চিমনি কিংবা বাগোরা যেতে প্রাইভেট গাড়ি বুক করতে হবে। ভাড়া ৩ হাজার থেকে ৪ হাজারের মতো। কয়েক জন মিলে গেলে গ্যাঁটের কড়ি বেশি খরচ হবে না।

জানেন কি কোথায় রয়েছে কালো বালির সৈকত?

স্বপ্নে বা জাগরণে সমুদ্রের কথা মনে এলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে ঘন নীল জলরাশি। সেই জলরাশি আছড়ে প।ছে সৈকতে। মনে হয় যেন মুক্তোর মেলা। সাদা ও হলুদ বালির সৈকত আমরা বহুবার দেখেছি। কিন্তু কখনো কালো বালির সৈকত দেখেছেন? সমুদ্রের সফেন জলরাশি এই কুচকুচে কালো সৈকতে আছড়ে পড়ে, যেন সাদা-কালোর ক্যানভাস তৈরি করে। কালো বালির উপরে ছোট ছোট শিলাখণ্ড, কোথাও দানবীয় ব্যাসল্ট রক। গোধূলির নরম আলো কালো সৈকতের উপরে যেন সোনালী জরির পাড় বসিয়ে দেয়।

কালো বালির সৈকত সাধারণত এমন সৈকত যেখানে বালির রঙ সাধারণত কালো বা ধূসর রঙের হয়। এটি বিশেষত আগ্নেয়গিরির লাভা বা তুষারের অবশিষ্টাংশ থেকে সৃষ্টি হয়। এই সৈকতগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত এবং এরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অতুলনীয়। হাওয়াই, আইসল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, জাপান, এবং ইন্দোনেশিযায় কালো বালির সৈকতগুলো বেশ জনপ্রিয়। কালো বালির সৈকতগুলি সাধারণত আগ্নেয়গিরির লাভা প্রবাহিত হওয়ার পর সেগুলি ঠান্ডা হয়ে বালির আকারে পরিণত হয়। অনেক পর্যটক কালো বালির সৈকতগুলোতে শান্ত পরিবেশ উপভোগ করতে আসেন।

পুনালুক্ষ্ণউ বিচ, হাওয়াই ঃ হাওয়াইয়ের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত পুনালুউ বিচ তার কালো বালির জন্য বিখ্যাত। এটি একটি আগ্নেয়গিরির লাভা দ্বারা তৈরি,যা এক অনন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তৈরি করেছে। সৈকতটি শান্ত পরিবেশ এবং বিশাল ঢেউয়ের জন্য জনপ্রিয়। যেখানে পর্যটকরা স্নোর্কেলিং ও সাঁতার কাটার জন্য আসেন। এছাড়াও, এই সৈকতটি হাওয়াইয়ের প্রাণীজগতের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কালো তিমি এবং sea turtles দেখতে পাওয়া যায়। রেইনিসফিয়ারা বিচ, আইসল্যান্ড ঃ আইসল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত রেইনিসফিয়ারা বিচ একটি অসাধারণ কালো বালির সৈকত। যা আগ্নেয়গিরির লাভা প্রবাহের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। এই সৈকতের চারপাশে বিশাল আগ্নেযগিরির পাথর এবং নানা আকৃতির শিলা দেখতে পাওয়া যায়। যা এটি আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। সৈকতের শান্ত পরিবেশ এবং সাগরের বিশাল ঢেউ পর্যটকদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়। এছাড়াও, এই সৈকতটি পেঙ্গুইন এবং অন্যান্য প্রজাতির পাখির অভয়ারণ্য হিসেবেও পরিচিত। লাভা বিচ, ইন্দোনেশিয়া ঃ ইন্দোনেশিয়ার লাভা বিচ একটি কালো বালির সৈকত যা বিশেষভাবে আগ্নেয়গিরির লাভা প্রবাহের কারণে তৈরি হয়েছে। এই সৈকতটি বালি দ্বীপের উত্তরে অবস্থিত এবং এখানে আগ্নেযগিরির ধ্বংসাবশেষ থেকে তৈরি কালো বালি সৈকতের অসাধারণ দৃশ্য দেখা যায়। সৈকতের শান্ত পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক সৌঃদর্য এখানে আসা পর্যটকদের কাছে এক অনন্য অভিজ্ঞতা। এর আশেপাশে অবস্থিত সবুজ প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং সমুদ্রের বিস্তীর্ণ দৃশ্য সৈকতটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।

সান্তিয়াগো বিচ, চিলি ঃ সান্তিয়াগো বিচ চিলির একটি কালো বালির সৈকত। যা দেশের কেন্দ্রীয় উপকূলে অবস্থিত। এটি বিশেষভাবে আকর্ষণীয় কারণ এখানে আগ্নেয়গিরির লাভা থেকে তৈরি কালো বালি দেখা যায়, যা এই সৈকতটিকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে। সান্তিয়াগো বিচের শান্ত পরিবেশ এবং সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য পর্যটকদের কাছে একটি শান্তিপূর্ণ গন্তব্য হিসেবে পরিচিত। সৈকতের কাছে রয়েছে কিছু জনপ্রি স্থান যেমন রেস্টুরেন্ট এবং কফি শপ, যেখানে পর্যটকরা সমুদ্রের দৃশ্য উপভোগ করতে করতে আরাম করতে পারেন। এছাড়া, এই সৈকতটি সমুদ্রের স্নোর্কেলিং এবং সার্ফিংয়ের জন্যও জনপ্রিয়।

বেড়াতে যাওয়ার আগে ব্যাগ গোছাতে নাজেহাল?

বেড়াতে যাওয়ার আগে ব্যাগ গোছানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ হেলাফেলা করে একেবারেই কয়ার যায় না কারও কাছে আবার এই ব্যাগ গোছানোর কাজতাই সবথেকে কঠিন মনে হয়। সঠিকভাবে জামাকাপ। ভাঁজ করে ব্যাগে না ভরতে পারলে তা যেমন নষ্ট হবে তেমনই আপনার ব্যাগও সঙ্গে নিয়ে যেতে অসুবিধা হবে। তাই বে।াতে যাওয়ার আগে কীভাবে ব্যাগ গোছালে আপনার কাজ কিছুটা কমবে ও যাত্রাপথে অসুবিধা লাঘব হবে জেনে নিন। রইল টিপস।

যেহেতু বেড়াতে যাওয়ার সঙ্গে সেখানকার স্থানীয় বাজার থেকে কেনাকাটা করার মতো বিষয় জড়িয়ে থাকে তাই কম জামাকাপড় নিন। তাতে ফেরার পথে অতিরিক্ত ব্যাগও হবে না আর আপনার সঙ্গের ব্যাগটিও হালকা থাকবে। সম্ভব হলে প্যাকিং করার সময় অর্গানাইজার ব্যবহার করুন। এই মুহূর্তে নানা ধরনের অর্গানাইজারের চাহিদা

ভীষণ। এতে আপনার যেমন ব্যাগের মধ্যেও সমস্ত জিনিস ভাগ করে করে গোছানো থাকবে তেমনই খুঁজে পেতেও সমস্যা হবে না।

ব্যাগ গোছানোর আগে কি কি নেবেন তার একটা তালিকা তৈরি করে নিতে পারলে সবথেকে সুবিধা হবে। টুথব্রাশ, টাওয়াল, ওষুধ, টয়লেট্রি সেট থেকে প্রয়োজনীয় নানা জিনিস আগে লিখে নিয়ে তারপর সেই অনুযায়ী গোছান। তাতে অতিরিক্ত জিনিস ব্যাগে নেওয়া এ।াতে পারবেন। ফেরার পথে কেনাকাটা করলেও ব্যাগ যাতে ভারী না হয় সে কথা মাথায় রাখুন অবশ্যই। মাথায় রাখবেন বিমানে সফর করার বিষয় থাকলে সেক্ষেত্রে কিন্তু লাগেজের ওজন বাড়লে তা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।

ছোট্ট ছুটিতে ঘুরে আসুন দুবলাগাড়ি

বেড়াতে যেতে কে না ভালবাসেন! রোজকার একঘেয়ে কাজ করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই ক্লান্তি আসে জীবনে। কাজেই হাওয়া বদল জরুরি। ছোট্ট ছুটিতে প্রকৃতির সান্নিধ্য পেলে মন হয়ে ওঠে চনমনে। কেউ যেমন অরণ্যের গভীরে আশ্রয় নেন, কেউ বেড়াতে যান পাহাড়ের কোলে। আবার সমুদ্রও ভালবাসেন অনেকে। এখন পর্যটক মানচিত্রে নিজস্ব পরিচিতি করে নিয়েছে সামুদ্রিক ঠিকানা দুবলাগাড়ি।

তাহলে দুবলাগাড়িই কি হয়ে উঠবে আপনার আগামী ট্রাভেল ডেসটিনেশন? কলকাতা থেকে দূরত্বও বেশি নয়। নিজের গাড়ি থাকলে তো কথাই নেই। শহরের সীমানা ছাড়িয়ে পৌঁছতে সময় লাগবে মাত্র চার ঘণ্টা। ঝাউবনের মন মাতানো পরিবেশে দারুণ কাটবে দুটো দিন। সমুদ্র বলতে কাছাকাছির মধ্যে প্রথমেই মনে আসবে দীঘা মন্দারমনির কথা। জানেন কি এই রুটের কাছেই রয়েছে আরেকটি নতুন ডেস্টিনেশন। দুবলাগাড়িতে এখন গড়ে উঠেছে ছোট বড় নানা রিসোর্ট। চাহিদা মতো থাকার জায়গারও অসুবিধে হবে না। সমুদ্রে নেমে দু-কদম ঢেউ খেললেই আনন্দ আসবে মনে।

তাহলে আর দেরি কেন! উইকএন্ড হোক কিংবা ছোট্ট ছুটি, দুদিনের জন্য বেড়াতে যাওয়া যেতেই পারে দুবলাগাড়ি। এখানে রাতের নির্জন পরিবেশও চমকার। একবার গেলেই হয়ত বারবার যেতে ইচ্ছে করবে। দুবলাগাড়ি ও।শির একটি পর্যটনকেন্দ্র। কলকাতা থেকে দূরত্ব ২৪৩ কিলোমিটার।

টেক অফের পরই রাস্তায় পড়ল বিমান! আমেরিকায় ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত ৭

৫ নভেম্বর ঃ ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা আমেরিকার কেনটাকিতে। টেক অফের পরই রাস্তায় আছড়ে পড়ল একটি কার্গো বিমান। তারপরই ভয়ংকর বিস্ফোরণের সঙ্গে আগুন ধরে যায় বিমানটিতে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ১১ জন। দুর্ঘটনার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আশপাশের বেশ কয়েকটি বাড়িও।

মঙ্গলবার স্থানীয় সময় বিকেল ৫টা ১৫ মিনিট নাগাদ ইউনাইটেড পার্সেল সার্ভিসের ওই কার্গো বিমানটি লুইভিলের বিমানবন্দর থেকে হনলুলুর উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। কিন্তু টেক অফের পরই উড়ানটির বাঁ দিকের ডানায় ধোঁয়া দেখা যায়। তারপরই সেটি আছড়ে পড়ে রাস্তায়। ভয়ংকর বিস্ফোরণের সঙ্গে আগুন ধরে যায়। ভেঙে পড়ার সময় আশপাশে থাকা কয়েকটি বাড়িতেও বিমানটি ধাক্কা মারে বলে খবর। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৮ জনের। আহত হয়েছেন আরও ১১ জন। দুর্ঘটনার মুহূর্তের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, টেক অফের পরই বিমানটি নিচের দিকে নেমে আসে এবং মাটিতে আছড়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যায়। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। কিন্তু কী কারণে এই দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই ঘটনার পর ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) এবং ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ড (এনটিএসবি) যৌথভাবে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

কেনটাকির গভর্নর অ্যান্ডি বেশিয়ার বলেন, ভয়াবহ একটি বিমান দুর্ঘটনা। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ভেঙে পড়ার আগে বিমানটি দু'টি বাড়িতে ধাক্কা মারে। ঘটনার পরই সেখানে পৌঁছন উদ্ধারকারী দল এবং শুরু করেন আগুন নেভানোর কাজ।

মহড়ার সময়ে লাইনচ্যুত মনোরেল, হতাহতের খবর নেই

মুম্বই, ৫ নভেম্বর (হি.স.)ঃ কয়েক ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই ফের রেল দুর্ঘটনা! ছত্তিশগড়, উত্তর প্রদেশের পর এবার ঘটনাস্থল মহারাষ্ট্র। লাইনচ্যুত হল মনোরেল। বুধবার মহড়ার সময়েই লাইনচ্যুত হয়ে যায় মনোরেলের একাধিক কামরা। যদিও এখনও পর্যন্ত হতাহতের খবর নেই। জানা গেছে, এদিন সকালে মুম্বইয়ের ওয়াডালার কাছে মহড়ার সময় ঘটনাটি ঘটে। লাইনচ্যুত হয়ে হেলে পড়ে মনোরেল। তবে ওই সময়ে ট্রেনে কোনও যাত্রী না থাকায় বিপদ এড়ানো গিয়েছে। কেন এই বিপত্তি তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। রেল সূত্রে জানা গেছে, ট্র্যাক পরিবর্তনের সময়েই লাইনচ্যুত হয় মনোরেলের কামরা। যদিও সে সময় মনোরেলের কামরায় কোনও যাত্রী না থাকায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি।

হাফলং কারাগার থেকে ফেরার প্রাক্তন ডিএনএলএ ক্যাডার বেতসিং

হাফলং, ৫ নভেম্বর (হি.স.)ঃডিমা হাসাও জেলা সদরে অবস্থিত হাফলং সাব-জেল থেকে পালিয়েছে উগ্রপন্থী সংগঠন ‘ ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি’ (ডিএনএলএ)-র প্রাক্তন সক্রিয় ক্যাডার, বেতসিং জিডুং ওরফে জন ডিমাসা জিডুং। ঘটনা আজ মঙ্গলবার দুপুরের দিকে সংগঠিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, একটি ধর্ষণ-মামলায় কারাগারে সাজা ভোগ করছিল বেতসিং জিদুং। পলাতক কয়েদিকে ধরতে হাফলঙের সমস্ত সীমান্ত এলাকা সিল করে ব্যাপক তালাশি অভিযান শুরু করেছে জেলা পুলিশ। সমস্ত জায়গায় নাকাপয়েন্ট গড়ে চিরুণি তালাশি চালিয়েছে পুলিশ।

রেলওয়ে পেনশনভোগীদের জন্য জীবন শংসাপত্র জমা দেওয়া সহজ করা হয়েছে

৫ নভেম্বরঃ পেনশনভোগী এবং পারিবারিক পেনশনভোগীদের জন্য জীবন শংসাপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া সহজ করে উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে ডিজিটাল জীবন শংসাপত্র প্রচারণা ৪.০ বাস্তবায়িত হচ্ছে। ঐতিহ্যগতভাবে, পেনশনভোগীদের তাদের পেনশনের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার জন্য প্রতি বছর নভেম্বর মাসে ব্যাংকে যেতে হত। এই প্রচারণার আওতায়, পেনশনভোগীদের অনলাইনে জীবন শংসাপত্র জমা দেওয়ার বিকল্প দেওয়া হয়েছে, যা সময় সাশ্রয় করবে। এটি বয়স্ক পেনশনভোগীদের জন্য বিশেষভাবে উপকারী হবে। একটি সরলীকৃত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে তার পেনশনভোগীদের ক্ষমতায়ন এবং জীবন শংসাপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া সহজতর করার লক্ষ্য রাখে।এই প্রচারণায় অংশগ্রহণের জন্য, পেনশনভোগী বা পারিবারিক পেনশনভোগীদের গুগল প্লে স্টোর থেকে UIDAI-এর আধার ফেস আর.ডি. অ্যাপটি ডাউনলোড করতে হবে। আধার ফেস আর.ডি (আর্লি অ্যাক্সেস) অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করতে হবে। এরপর পেনশনভোগীদের গুগল প্লে স্টোর থেকে জীবন প্রমাণ অ্যাপটি ইনস্টল করতে হবে। উভয় অ্যাপ ইনস্টল হয়ে গেলে, একটি অপারেটর প্রমাণীকরণ স্ক্রিন খুলবে, যেখানে ধাপে ধাপে নির্দেশাবলী অনুসরণ করে ডিজিটাল জীবন শংসাপত্র ডাউনলোড করা যাবে। কোনও সন্দেহ থাকলে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের কর্মী বিভাগ, হিসাব বিভাগ, অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।এটি ব্যবহার করে, পেনশনভোগীরা বাড়ি থেকে তাদের জীবন শংসাপত্র জমা দিতে পারেন এবং শারীরিক ভ্রমণের প্রয়োজন ছাড়াই একটি সুবিধাজনক এবং দক্ষ প্রক্রিয়া উপভোগ করতে পারেন। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে তার পেনশনভোগী সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতা এবং সুবিধা বৃদ্ধি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের পেনশনভোগীরা এর সুবিধা পাবেন।

গুরু নানকের বাণী চিরকালই প্রাসঙ্গিক ঃ দত্তাত্রেয় হোসবালে

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর (হি.স.)ঃ গুরুনানক জয়ন্তী উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে এবং বিজেপি নেতা আর পি সিং বুধবার দিল্লির গুরুদ্বার নানক পিয়াও সাহিব দর্শন ও প্রার্থনা করেন। শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে গুরুনানককে তাঁরা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। দত্তাত্রেয় হোসবালে বলেন, গুরু নানকের বাণী চিরকালই প্রাসঙ্গিক। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে এদিন বলেন, আজ গুরু নানক সাহেবের ৫৫৬-তম জয়ন্তী। এই শুভ দিনে আমরা আমাদের ভক্তি প্রকাশ করতে গুরুদ্বার নানক পিয়াও সাহেবে এসেছি। গুরু নানকের বাণী চিরকাল প্রাসঙ্গিক। গুরু নানক বলেছিলেন, মানবতাই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। এটিই এহন বিশ্বের সবচেয়ে বড় বার্তা। আমাদের সকলের গুরু নানকের দেখানো পথ অনুসরণ করা উচিত। আরএসএস এবং ভারতের জনগণের এটাই করা উচিত। এটাই আমার অনুরোধ।

বাহরাইচে খাদে ট্রেলার পড়ে মৃত ৪

বাহরাইচ, ৫ নভেম্বর (হি.স.)ঃ উত্তর প্রদেশের বাহরাইচে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার রিসিয়া থানা এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, বুধবার সকালে লখনউ-বাহরাইচ জাতীয় মহাসড়কের মদন কোঠি মোড়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ট্রেলার খাদে উল্টে যায়। ট্রেলারটি ফখরপুর থেকে নুড়ি বোঝাই করে আনছিল। দুর্ঘটনায় দুই ব্যক্তি, একজন মহিলা এবং এক বছরের একটি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলের পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিহারে আগামীকাল প্রথম দফার ভোট

পাটনা, ৫ নভেম্বর (হি.স.)ঃ বিহারের ১৮ জেলায় ১২১ বিধানসভা আসনের ভোটগ্রহণ হবে বৃহস্পতিবার, ৬ নভেম্বর । প্রথম ধাপে ভোট দেবেন ৩.৭৫ কোটি ভোটার, যার মধ্যে ১.৯৮ কোটি পুরুষ, ১.৭৭ কোটি মহিলা, ৭.৩৮ লক্ষ প্রথমবার ভোটার এবং ৭৫৮ তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার।

চিত্রশিল্পীদের মুখ্যমন্ত্রীর সংবর্ধনা

আগরতলা, ৫ নভেম্বর ঃ মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে আজ এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার কৃতি চিত্রশিল্পীদের সংবর্ধনা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। ‘ ভারত কে রঙ, কলা কে সঙ' কর্মসূচির অংশ হিসেবে ললিত কলা একাডেমি আগরতলা, এনইআরসি এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া বিজয়ীদের এদিন সম্মানিত করা হয়।

Name Change

I, AMIR HOSSEN KHAN S/O ALIHIM KHAN R/O BHAT GACHHI UTTAR PARA, RANA BANDA, CHAPRA, NADIA, W/B-741123 HAVE CHANGED MY NAME AS MD AMIR HOSSEN KHAN S/O MD ALIHIM KHAN VIDE JUDICIAL MAGISTRATE COURT KRISHNAGAR AFFIDAVIT ON 09-10-25 DECLEARED AMIR HOSSEN KHAN S/O ALIHIM KHAN AND MD AMIR HOSSEN KHAN S/O MD ALIHIM KHAN IS THE SAME PERSON.

Name Change

I, HASANUJAMAN NAODA S/O LIYAKAT NAODA MY NAME HASBEEN RECORDED IN MY VOTER CARD AS HASANUJAMAN MAODA AFIDAFIT BY JUDICIAL MAGISTRATE ALIPORE COURT ON 8/8/25 HASANUJAMAN NAODA, HASANUJAMAN NAODA AND HASANUZZAMAN SK IS SAME PERRSON R/O VILL - SALI GRAM PS - NAKA SHIPARA NADIA.

Name Change

I Harendra Debnath, S/o Lt. Rajendra Debnath, Residing at Chhoto Chowkir Bos, P.O.-Barochaukirbash, P.S.-Samuktala, Dist.- Alipurduar, Pin-736206, W.B, shall henceforth be known as "Harendra Chandra Debnath" as declared before the Notary Public at Nabadwip, Nadia, Dated-05/11/2025, Harendra Debnath and "Harendra Chandra Debnath" vide affidavit no 697 both are same and identical person.

Name Change

I, Nemai Banerjee (old name) S/O Shankar Banerjee , residing at Rainagar Raynagar Raina - I Barddhaman PIN.713421, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Nimai Banerjee (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 04/11/2025. Nimai Banerjee (new name) and Nemai Banerjee (old name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Nakul Mandal (Old name) S/o-Mahadeb Mondal, Resident at, Vill-Raghunathpur, Po- Jemorajbati, Ps-Kandi, Dist-Murshidabad, 742140, I have changed my name Nakul Mandal to Nakul Mondal (New name) I shall be known as Nakul Mondal vide affidavit before the Notry at Berhampore on 05/11/2025 Nakul Mondal and Nakul Mandal same and one identical person.

Name Change

I, Pradip Mandal (Old name) S/o-Nakul Mondal, Resident at, Vill-Raghunathpur, Po- Jemorajbati, Ps-Kandi, Dist-Murshidabad, 742140, I have changed my name Pradip Mandal to Pradip Mondal (New name) I shall be known as Pradip Mondal vide affidavit before the Notry at Berhampore on 05/11/2025 Pradip Mandal and Pradip Mondal same and one identical person

Name Change

I, Mohammad Abdul Hannan (Old Name) S/O–Mohammad Nochhoruddin Sarkar residing at Baharan , Baruipara , Hariharpara , Murshidabad, West Bengal 742165 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Abdul Hannan to Md Abdul Hannan and henceforth I shall be known as Md Abdul Hannan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/11/2025. My name Md Abdul Hannan & Mohammad Abdul Hannan both are same and one identical person.

Name Change

I, Jagal Biswas (Old Name) S/O–Jagabandhu Biswas residing at Vill-Sukpukuria , PO-Sonadanga , PS-Nakashipara , Nadia, West Bengal 741126 do hereby declared that I have changed my name from Jagal Biswas to Jugal Biswas and henceforth I shall be known as Jugal Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/10/2025. My name Jugal Biswas & Jagal Biswas both are same and one identical person.

Name Change

I, Jaitunnesa Bibi (Old Name) W/O–Subhan Sk residing at Vill-Mirzapur Bandhpara , PO- Mirzapur , PS- Beldanga, Murshidabad, West Bengal 742190 do hereby declared that I have changed my name from Jaitunnesa Bibi to Jaitan Bibi and henceforth I shall be known as Jaitan Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/11/2025. My name Jaitan Bibi & Jaitunnesa Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, Haradhan Bala (Old Name) S/O–Prahlad Bala residing at Betai South Jitpur , PO-Betai , PS-Tehatta , Nadia, West Bengal 741163 do hereby declared that I have changed my name from Haradhan Bala to Haran Bala and henceforth I shall be known as Haran Bala (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/11/2025. My name Haran Bala & Haradhan Bala both are same and one identical person.

Name Change

I, Abdul Kader Miyan (Old Name) S/O–Riyajuddin Mia residing at Vill-Bainpur, PO-Baruipara , PS-Hariharpara , Murshidabad, West Bengal 742165 do hereby declared that I have changed my name from Abdul Kader Miyan to Abdul Kadir Mia and henceforth I shall be known as Abdul Kadir Mia (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/11/2025. My name Abdul Kadir Mia & Abdul Kader Miyan both are same and one identical person.

মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা সুচিকিৎসা

Name Change

I, Suraiya Bibi (Old Name) W/O–Md Sahidur Rahaman residing at Barua Uttarpara , Barua , Beldanga , Murshidabad, West Bengal 742189 do hereby declared that I have changed my name from Suraiya Bibi to Suraya Khatun and henceforth I shall be known as Suraya Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/11/2025. My name Suraya Khatun & Suraiya Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, Sahanaj Bibi (Old Name) W/O–Atikul Islam residing at Vill-Mirzapur Bandhpara , PO- Mirzapur , PS-Beldanga, Murshidabad, West Bengal 742190 do hereby declared that I have changed my name from Sahanaj Bibi to Shanara Bibi and henceforth I shall be known as Shanara Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/11/2025. My name Shanara Bibi & Sahanaj Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, Reksona Bibi (Old Name) W/O–Rafikul Islam residing at Hosenpur , Bajupur , Lalgola , Murshidabad, West Bengal 742148 do hereby declared that I have changed my name from Reksona Bibi to Rexsona Bibi and henceforth I shall be known as Rexsona Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/11/2025. My name Rexsona Bibi & Reksona Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, Rahidul Miyan (Old Name) S/O–Abdul Kadir Mia residing at Vill-Bainpur, PO-Baruipara , PS-Hariharpara , Murshidabad, West Bengal 742165 do hereby declared that I have changed my name from Rahidul Miyan to Rahidul Mia and henceforth I shall be known as Rahidul Mia (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/11/2025. My name Rahidul Mia & Rahidul Miyan both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Golam Murshed (Old Name) S/O–Abdur Rakib Sarkar residing at Ashariadaha , Lalgola , Murshidabad, West Bengal 742148 do hereby declared that I have changed my name from Md Golam Murshed to Mohammad Golam Murshed and henceforth I shall be known as Mohammad Golam Murshed (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/11/2025. My name Mohammad Golam Murshed & Md Golam Murshed both are same and one identical person.

Name Change

I, SK. AKBAR S/o Late Sk Khalil residing at 168/H/2, Tiljala Road, P.O. Gobinda Khatick Road, Kolkata-700046, do hereby solemnly affirm & declare my actual name SK. AKBAR instead of SHEIKH MONU and my father's actual name SK KHALIL instead of SHEIKH KHAUL, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kolkata dated 31/10/2025. SHEIKH MONU S/o SHEIKH KHAUL and SK. AKBAR S/o Late Sk Khalil both are same and one identical person.

Name Change

I, Sk Saidul Islam(Old Name) S/o Sk Erun alias Erun Seikh(Old Name) residing at Vill. Kashiara, P.O. Radhakantapur, P.S. Memari, Dist. Purba Bardhaman, Pin-713146, have changed my name and shall henceforth be known as Saidul Islam Sekh(New Name) S/o Sekh Erun(New Name), vide an affidavit sworn before the Executive Magistrate at Purba Bardhaman dated 12/09/2025. Sk Saidul Islam S/o Sk Erun alias Erun Seikh and Saidul Islam Sekh S/o Sekh Erun both are same and one identical person.

Name Change

I, Shikha Bajoria (Old Name) W/o Anup Jain Residing at G-11, Zonal Centre, Durgapur, P.o - Sagarbhanga, P.s - Cokeoven, District - Paschim Bardhaman, Pin - 713211, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Shikha Jain (New Name) as declared before the Kolkata vide affidavit Date 03-11-2025. Shikha Bajoria (Old Name) and Shikha Jain (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Nasira Molla (Old Name) W/o Mohiuddin Molla Residing at Vill - Jalilpur, P.o - Dosatina, P.s - Bishnupur, District - South 24 Parganas, Pin - 743503, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Angura Bibi (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 04-11-2025. Nasira Molla (Old Name) and Angura Bibi (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Alim Mollick (Old Name) S/o Liyakat Ali Mollick Residing at Vill+P.o - Dosatina, P.s - Bishnupur, District - South 24 Parganas, Pin - 743503, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Abdul Alim Mollick (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 04-11-2025. Alim Mollick (Old Name) and Abdul Alim Mollick (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Dulal Chandra Majumdar (Old Name) S/o Late Abodh Chandra Majumdar Residing at 11/1, R.B.S. Road, Champdani M, District - Hooghly, Pin - 712124, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Dulal Majumdar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 03-11-2025. Dulal Chandra Majumdar (Old Name) and Dulal Majumdar (New Name) both are same and one identical person.

আধুনিক যান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে মেশিন ব্যবহার করে চলছে চাষাবাদ

মলয় দত্ত, পুরুলিয়া, ৫ নভেম্বর ঃ আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে পুরুলিয়ার চাষাবাদেও। আগের মতো আর ধান কাটতে শরীরের অতিরিক্ত পরিশ্রম বা শ্রমিকের অভাবের চিন্তা নেই। আধুনিক যান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে এখন মাঠেই মেশিন ব্যবহার করে ধান ও খড় আলাদা করে সরাসরি ধান সংগ্রহ করা হচ্ছে। বর্তমান সময়ে যখন ধান কাটার জন্য শ্রমিক সঙ্কট দেখা দিচ্ছে, ঠিক তখনই কৃষকদের ভরসা হয়ে উঠছে এই আধুনিক যন্ত্রচালিত পদ্ধতি। পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এই আধুনিক ধান কাটার মেশিন। জেলার অধিকাংশ চাষি এখন ধান কাটার কাজে মেশিন ব্যবহার করছেন। কৃষকদের মতে, এই পদ্ধতিতে যেমন পরিশ্রম অনেক কম হচ্ছে, তেমনই অল্প সময়ের মধ্যেই গোটা খেতের ধান কাটা সম্পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এতে সময়, শ্রম ও খরচ, তিনটিই সাশ্রয় হচ্ছে। পাশাপাশি কৃষিকাজ আরও ফলপ্রসূ ও লাভজনক হয়ে উঠছে। এক ধান চাষী বলেন, কলকাতা থেকে মেশিন এনে নিজের খেতে এই বছর ধান কাটছি। আগের মতো পরিশ্রম নেই বললেই চলে। শ্রমিকের প্রয়োজনও খুব কম পড়ছে। এই মেশিনে ধান কাটার সময় খড়টা আলাদা করে পোয়াল হিসেবে না পাওয়া গেলেও, সেটি জমিতে মিশে সার হিসেবে জমিকে আরও উর্বর করে তোলে। যেটা জমির ক্ষেত্রে খুবই ভাল। প্রতি ঘণ্টায় আমরা তিন হাজার টাকা ভাড়ায় এই মেশিন দিয়ে ধান কাটি। পুরুলিয়ার গ্রামীণ অর্থনীতিতে এই আধুনিক উদ্যোগ কৃষিকাজে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। পরিশ্রম কমিয়ে, সময় বাঁচিয়ে এবং উৎপাদন বাড়িয়ে আধুনিক প্রযুক্তিই এখন কৃষকের নতুন সাথী।

তারাপীঠ-এর সঙ্গে যোগাযোগ আরও উন্নত হবে রামপুরহাটের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৫ নভেম্বর ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে এবার। বীরভূমের বাসিন্দাদের জন্য এক বড় সুখবর। অবশেষে দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হতে চলেছে বীরভূমের হাসন বিধানসভার প্রায় হাজার হাজার মানুষের। মাড়গ্রামে রামপুরহাট- ২ বিডিও অফিসের পিছনে দ্বারকা নদের ঘাটে নির্মাণ হতে চলেছে কজওয়ে। ইতিমধ্যে কজওয়ের জন্য পঞ্চায়েত সমিতিকে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা অনুমোদন করেছে জেলা প্রশাসন। খুব শীঘ্রই টেন্ডার করে কাজ শুরু হবে। এর ফলে মাড়গ্রামের সঙ্গে তারাপীঠের দূরত্ব প্রায় ২৫ কিমি থেকে কমে দাঁড়াবে ৬ কিমিতে। পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রী সাহারা মণ্ডল বলেন, কজওয়েটি নির্মাণের ফলে সব চেয়ে বেশি সুবিধা মিলবে এলাকার চাষীদের। কারণ, অধিকাংশ জমি দ্বারকা নদের ওপারে। তেমনি রাজ্যের অন্যতম তীর্থক্ষেত্র তারাপীঠের সঙ্গে এই এলাকার যোগসূত্রও আরও বাড়িয়ে তুলবে এই কজওয়ে। কজওয়ে নির্মাণের জন্য প্রাক্তন জেলাশাসক বিধান রায়কে আবেদন জানান হয়েছিল। তিনি বদলির আগে পঞ্চায়েত সমিতিকে এই অর্থ বরাদ্দ করেছেন। হাসন বিধানসভার রামপুরহাট ২ ব্লক দিয়ে বইছে দ্বারকা নদ। একদিকে দু'টি অঞ্চল বুধিগ্রাম ও সাহাপুর। যার অর্ন্তগত রয়েছে প্রায় ৫০টির বেশি গ্রাম। অন্যদিকে, মাড়গ্রাম ১ ও ২ নম্বর পঞ্চায়েত মিলিয়ে সাতটি অঞ্চলের অধীনে প্রায় শতাধিক গ্রাম। অন্যদিকে এই মাড়গ্রামে রয়েছে প্রায় ২০টি প্রাইমারি স্কুল। হাইস্কুল রয়েছে মোট চারটি। রয়েছে পশু চিকিৎসালয়, বিএলআরও, বিডিও অফিস, ব্যাংক থেকে থানা, বিডিও অফিস সহ অন্য সমস্ত সরকারি কার্যালয়। ফলে সাহাপুর ও বুধিগ্রাম অঞ্চলের বাসিন্দাদের সরকারি পরিষেবা নিতে নদ পেরিয়ে মাড়গ্রামে আসতে হয়। অন্যদিকে, তারাপীঠে আসতেও একইভাবে যাতায়াত করতে হয় মাড়গ্রাম সহ ওপারের বাসিন্দাদের। আর সেই কারণেই দীর্ঘদিন ধরেই দু'পারের বাসিন্দারা দ্বারকা নদের সামু ঘাটে একটি সেতু নির্মাণের জন্য দাবি জানাচ্ছিলেন। কারণ বর্ষায় দু'পাড়ের বাসিন্দাদের যোগাযোগের ভরসা বলতে একমাত্র নৌকা। বর্ষার সময় দীর্ঘ অপেক্ষা করে নৌকায় সাইকেল অথবা বাইক চাপিয়ে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হত সবাইকে। প্রসঙ্গত গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর জেলা প্রশাসনের কাছে মানুষের দুর্দশার কথা তুলে ধরে পঞ্চায়েত সমিতি। তবে অবশেষে দিন কয়েক আগে সেখানে কজওয়ে নির্মাণের জন্য পঞ্চায়েত সমিতিকে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে জেলা প্রশাসন। সমিতি সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ৩১ মিটার লম্বা কজওয়ে হবে। খুব শীঘ্রই টেন্ডার ডাকা হবে। এর ফলেই কার্যত খুশির হাওয়া সকলের মধ্যে।

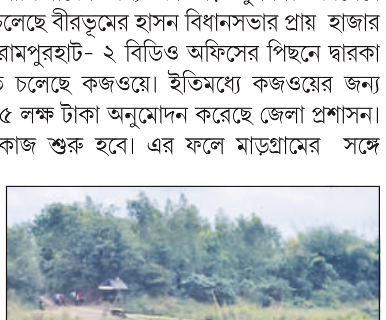

ভুয়ো জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র কাণ্ডে সাফল্য পুলিশের, গ্রেফতার আরও ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর ঃ জাল জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র তৈরির কেলেঙ্কারিতে ফের উত্তাল শিলিগুড়ি। বুধবার ভোরে প্রধাননগর ও চাঁদমনি এলাকায় ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট (ডিডি) বিশেষ অভিযান চালিয়ে আরও পাঁচজনকে গ্রেফতার করল। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের নামে ভুয়ো জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র তৈরির মামলায় ধৃত দুই অভিযুক্তকে জেরা করেই মেলে নতুন সূত্র। তাঁদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার সকালে ডিডি-র দল অভিযান চালায়। প্রথমে চাঁদমনি মন্দির সংলগ্ন রাস্তায় রাধেশ্যাম প্রসাদ ও দীপক কুমার শাহ নামে দু'জন ধরা পড়েন। পুলিশের দাবি, ওই দু'জন স্কুটি করে সন্দেহজনকভাবে এলাকায় ঘোরাফেরা করছিলেন। তল্লাশিতে তাঁদের কাছ থেকে ৫টি জাল জন্ম শংসাপত্র ও মোবাইল ফোনে সংরক্ষিত একাধিক ভুয়ো নথি উদ্ধার হয়। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে উঠে আসে আরও তিনটি নাম- মহেশ শাহ, সুজিত রংদার ও রাজীব ছেত্রী। পরে প্রধাননগর এলাকা ঘিরে ফেলে তাঁদেরও গ্রেফতার করা হয়। সেখান থেকেও উদ্ধার হয়েছে ৬ টি নকল শংসাপত্র ও বেশ কিছু সরকারি নথির কপি। ডিডি-র এক আধিকারিক বলেন, প্রধাননগর ও চাঁদমনিতে গড়ে ওঠা এই চক্রটি সরকারি নথি জাল করে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিক্রি করত। টাকার বিনিময়ে জন্ম বা মৃত্যু শংসাপত্র হাতের নাগালে পাওয়া যেত। তদন্তে অনুমান, এই চক্রের মূল সূত্র বাগডোগরার লালন কুমার ওঝার দিকেই। তাঁকে আগেই গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ভুয়ো নথি তৈরি, সরকারি প্রতারণা ও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ। বুধবার ধৃতদের শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়।

দুর্গাপুর-আসানসোল-দুর্গাপুর ট্রেন সাত দিনের জন্য বাতিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ নভেম্বর ঃ বর্ধমান - আসানসোল বিভাগে ৬৩৫২৭ / ৬৩৫২৮ দুর্গাপুর -আসানসোল- দুর্গাপুর মেমু বুধবার থেকে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত বাতিল থাকবে। রেলের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানিয়ে লেখা হয়েছে, যান্ত্রিক রক্ষণাবেক্ষণের (প্রি ইন্টারলকিং) কাজের জন্য এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।

মাদক-সহ গ্রেফতার দুই পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৫ নভেম্বর ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুরে মাদক পাচারের ছক বানচাল করল পুলিশ। উদ্ধার ২৫ লক্ষ টাকার নিষিদ্ধ ব্রাউন সুগার। দু'জন পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জানা গেছে, ধৃত দু'জনের নাম রানা শেখ ও মাবুদ মিঞা। দু'জনের বাড়ি পার্শ্ববর্তী মালদা জেলার গাজোল এলাকায়। মালদা থেকেই মাদক নিয়ে আসা হয়েছিল বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। বুধবার ধৃতদের আদালতে পেশ করা হয়।

রাসপূর্ণিমার পবিত্র দিনে দিঘায় লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর ভিড়, ভোররাত থেকে চলছে সমুদ্র স্নান

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ৫ নভেম্বর ঃ দিঘার সমুদ্র সৈকতে বুধবার সকাল থেকেই উপচে পড়ছে পুণ্যার্থীদের ভিড়। রাসপূর্ণিমার পবিত্র দিনে ভীষ্ম পঞ্চক ব্রত ভঙ্গের শুভক্ষণ ঘিরে সমুদ্র স্নানে মেতে উঠেছেন ভক্তরা। কার্তিক মাসের শেষ পাঁচ দিনে এই ব্রত পালন করেন হিন্দু ধর্মের মানুষ এবং পূর্ণিমার দিনে তা শেষ হয়। ভোররাত থেকেই সূর্যোদয়ের আগে ভক্তরা সমুদ্র স্নান করে খোল-করতাল বাজিয়ে ভক্তি সঙ্গীতে অংশ নেন। বুধবার সকাল থেকেই দিঘার সমুদ্রে থিক থিক করছে পুণ্যার্থীদের ভিড়। ভোর থেকেই দিঘার সৈকতে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ভক্তদের ঢল নেমেছে সমুদ্র তীরে। পর্যটকদের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারাও ভীষ্ম পঞ্চক ব্রত ভঙ্গের জন্য ভিড় জমিয়েছেন। একদিকে চলছে সমুদ্র স্নান, অন্যদিকে ভাসছে কৃষ্ণ নামের সুর। রাসপূর্ণিমার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে সকলে অংশ নিচ্ছেন এই ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে। বুধবার সকাল থেকেই দিঘা সমুদ্র সৈকতে নাম সংকীর্তনে ভোরে উঠেছে। ভক্তদের বিশ্বাস, এই দিনে স্নান ও দান করলে পাপ মোচন হয় এবং অশেষ পুণ্য লাভ করা যায়। তাই বুধবার সকালে দিঘার সমুদ্রে প্রতিটি ঘাটেই সমুদ্র স্নানের ঠিক ঠিক করছে পুণ্যার্থীদের ভিড়। স্নান শেষে অনেকে প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রার্থনা করছেন পরিবারের মঙ্গল কামনায়।

হাতে ফুল, ধূপ, নারকেল, ফল নিয়ে চলছে পুজার্চনা। সমুদ্র তীরে শুরু হয়েছে কৃষ্ণনাম সংকীর্তন। খোল, করতাল, শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত দিঘার আকাশ। স্থানীয় ও বাইরের বহু ভক্ত একত্র হয়ে নাচ- গানে অংশ নিচ্ছেন। রাসপূর্ণিমার এই ভক্তিমূলক উৎসবে নারী- পুরুষ, বৃদ্ধ ও যুবক সকলেই একসঙ্গে মেতে উঠেছেন। ধর্মীয় আবহে এখন পুরো সৈকতজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে ভক্তির সুর। এক পুণ্যার্থী বলেন, আজকের দিনটি আমাদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র। কার্তিক মাসের রাসপূর্ণিমা শুধু ভীষ্ম পঞ্চক ব্রত ভঙ্গের দিন নয়, এটি আত্মশুদ্ধিরও প্রতীক। বিশ্বাস করা হয়, আজকের দিনে সমুদ্র স্নান করলে জীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট দূর হয় এবং মন শান্ত হয়। তাই ভোরবেলা থেকেই আমরা ভগবানের নামে স্নান ও প্রার্থনা করছি পুণ্য লাভের আশায়। পুন্যার্থীদের এই বিপুল ভিড় সামাল দিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। সৈকতের প্রতি ঘাটে ঘাটে পুলিশ ও সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের মোতায়েন করা হয়েছে। দফায় দফায় মাইকিং করে পুণ্যার্থীদের সতর্ক করা হচ্ছে। কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে সতর্ক প্রশাসন। পাশাপাশি পর্যটক ও স্থানীয়দের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় ব্যারিকেড বসানো হয়েছে।

জঙ্গলমহলের পর্যটন ক্ষতিগ্রস্ত-পর্যাপ্ত ট্রেন ও এসি বাসের দাবি হোটেল মালিকদের!

নিজস্ব প্রতিনিধি, জঙ্গলমহল, ৫ নভেম্বর ঃ জঙ্গলমহল জেলা পর্যটন ক্ষেত্রে রাজ্যের অন্যান্য জেলার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান লাভ করেছে। নদী, ঝরনা, পাহাড় ও জঙ্গলের অপরূপ সৌন্দর্যে পর্যটকদের ভিড় বছরের সর্বত্র লেগেই থাকে। জেলায় ক্রমেই বেড়েছে হোটেল ও হোমস্টে সংখ্যা। কিন্তু অভিযোগ, হাওড়া-টাটা শাখায় অনিয়মিত ট্রেন চলাচলের কারণে চলতি বছরে গত বছরের তুলনায় পর্যটকের সংখ্যা পঞ্চাশ শতাংশ কমেছে। নিয়মিত ট্রেন চালানোর দাবিতে হোটেল মালিক সংস্থা দক্ষিণ-পূর্ব রেলের খড়গপুর ডিভিশনের ডিআরএমকে চিঠি পাঠিয়েছে। পাশাপাশি ঝাড়গ্রামের সাংসদ কালীপদ সোরেনকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, ধর্মতলা থেকে দু'টি এসি বাস চালানোর ব্যবস্থা করতে রাজ্য বনদপ্তরের মন্ত্রীর কাছে আবেদন করা হয়েছে। ঝাড়গ্রাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য রাজ্য পর্যটন মানচিত্রে একেবারে উপরের দিকে স্থান করে নিয়েছে। পর্যটকরা যাতে এখানে এসে ভালোভাবে থাকতে পারেন, সেই জন্য রাজ্য সরকারের সহায়তায় প্রচুর হোম-স্টে হয়েছে। সেই সংখ্যাটা দিনে দিনে বাড়ছে। অভিযোগ, কিন্তু বর্তমানে ট্রেনের যোগাযোগ অনিয়মিত হয়ে গেছে। হাওড়া থেকে তিন ঘণ্টার মধ্যেই পর্যটকরা ঝাড়গ্রাম শহরে এসে পৌঁছান। মূলতঃ সকালে ৬.২৫ নাগাদ হাওড়া বারবিল জনশতাব্দী এক্সপ্রেস ও সকালে ৬.৩৫ হাওড়া-ইস্পাত এক্সপ্রেস এই প্রধান দু'টি ট্রেনেই মানুষ আসেন। কিন্তু এই দু'টি ট্রেনই অনিয়মিত বা বন্ধ থাকায় কলকাতা থেকে ঝাড়গ্রামে আসা নিয়ে পর্যটকদের মধ্যে একটা অনিহা দেখা দিচ্ছে। হোটেল মালিক সংগঠনের পক্ষ থেকে দেওয়া এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২০ সালে ঝাড়গ্রামে হোম-স্টে ও হোটেলের সংখ্যা ছিল ৬৭টি, পর্যটক সংখ্যা ছিল প্রায় ৫২,০০০। ২০২১-২২ সালে সংখ্যা বেড়ে হয় ৯২ টি, পর্যটক সংখ্যা ৮৭,০০০। আর ২০২২-২৩ অর্থবছরে হোম-স্টে ও হোটেল মিলিয়ে সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬০টি, পর্যটক সংখ্যা প্রায় ৯৫,০০০। পাশাপাশি ২০২৩-২৪ সালে মোট হোটেল ও হোম-স্টে বেড়ে হয় ২০০টি, এবং পর্যটক সংখ্যা ছুঁয়ে যায় ১,২০,০০০। ২০২৪-২৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত হোম-স্টে ও হোটেল মিলিয়ে ২২০টিতে দাঁড়ায়। প্রায় ১.৫ লক্ষ পর্যটক ঝাড়গ্রাম ভ্রমণ করেন। কিন্তু গত ছয় মাস ধরে হাওড়া ও ঝাড়গ্রামের রেল যোগাযোগ অনিয়মিত হয়ে গেছে। এর ফলে ২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে অক্টোবর-মাত্র সাত মাসে পর্যটক সংখ্যা নেমে এসেছে ২০ থেকে ২২ হাজারে, যা গত বছরের তুলনায় প্রায় ৫০ শতাংশ কম। ঝাড়গ্রাম হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি মধুসুদন কর্মকার- সহ ঝাড়গ্রামের হোম-স্টে, হোটেল মালিক, রিসর্ট উদ্যোক্তা এবং পর্যটন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা একযোগে জানিয়েছেন, রেল পরিষেবার উন্নতি ও বিকল্প যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু না হলে ঝাড়গ্রামের পর্যটন শিল্পের বিকাশে বড়সড় ধাক্কা লাগবে।

শিক্ষাগত পরামর্শদাতারা অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষার জন্য মুর্শিদাবাদের অতুলনীয় সম্ভাবনা আবিষ্কার করেছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৫ নভেম্বর ঃ অক্টোবরের শেষ সপ্তাহান্তে, ভারত জুড়ে ৬৫ জন শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা পরামর্শদাতা মুর্শিদাবাদ সফর করেন এবং সর্বসম্মতভাবে একমত হন যে এই ঐতিহাসিক জেলা স্কুল ও কলেজের

শিক্ষার্থীদের জন্য অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে অতুলনীয় সম্ভাবনা বহন করে। মাত্র পাঁচ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে, মুর্শিদাবাদে ৫০টির ও বেশি কেন্দ্রীয়ভাবে সুরক্ষিত স্মৃতিস্তম্ভ এবং ২৫ টি রাজ্য-সুরক্ষিত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান রয়েছে - যা শিক্ষার্থীদের জন্য ইতিহাস, শিল্প, স্থাপত্য এবং সংস্কৃতির এক জীবন্ত শ্রেণিকক্ষ প্রদান করে। ভ্রমণের মূল আকর্ষণগুলির মধ্যে ছিল তাঁতিপাড়া - ঐতিহাসিক তাঁতিদের এলাকা, যেখানে টেক্সটাইল, ফ্যাশন ও ইন্টেরিয়র ডিজাইনের শিক্ষার্থীরা বালুচরি শাড়ি, গরদ সিল্ক ও অহিংস সিল্ক তৈরির প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রতিটি বালুচরি শাড়ি তৈরি করতে প্রায় এক বছর সময় লাগে স্থানীয় বাজারে এর দাম প্রায় ১ লক্ষ, ভারতীয় মহানগরীতে ৩ লক্ষ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে ৬-১০ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়। মুর্শিদাবাদের শৈল্পিক ঐতিহ্য ও সমানভাবে প্রাণবন্ত। এখানে হাজার হাজার শিল্পীর বসবাস - ধ্রুপদী নৃত্যশিল্পী, লোকজ সংগীত দল, গজল ও বলিউড গায়কদের মধ্যে অন্যতম হলেন অরিজিত সিং, যার শিকড় এখানেই। অজিঙ্ক্য ও জয়গড় অঞ্চলে এখন ভালোবেসে বলা হয় ভারতের সঙ্গীত শহর, যেখানে তরুণ শিল্পীরা সঙ্গীত, কত্থক ও ভারতনাট্যমের মতো ঐতিহ্যবাহী নৃত্যে নিজেকে গড়ে তুলছে। ধর্মীয় ও স্থাপত্য ঐতিহ্যের দিক থেকেও মুর্শিদাবাদ অসাধারণ - এখানে রয়েছে ১৫ টি জৈন মন্দির, একটি শ্রদ্ধেয় শক্তিপীঠ এবং রাণী ভবানী নির্মিত চার বাংলা মন্দির, যে গুলির টেরাকোটা শিল্পকর্ম বিষ্ণুপুরের মন্দির গুলির সঙ্গে তুলনীয়। ১. হাজারদুয়ারী প্রাসাদ জাদুঘর - বার্ষিক ২০ লক্ষের ও বেশি দর্শনার্থী ২. কাঠগোলা প্রাসাদ - ১২ লক্ষ দর্শনার্থী ৩. জগৎ শেঠের বাড়ি - প্রায় ১০ লক্ষ দর্শনার্থী ৪. নসিপুর রাজবাড়ি - পর্যটকদের আরেকটি প্রধান আকর্ষণ। সফরের সময়, পরামর্শদাতারা নৌকা ভ্রমণের মাধ্যমে চার বাংলা মন্দির পরিদর্শন, যোগব্যায়াম সেশন, হেরিটেজ ওয়াক এবং জিয়াগঞ্জ ঘাটে স্থানীয় রাস্তার খাবার উপভোগ করেন। তাঁরা জগৎ শেঠ, সরওয়ালী সম্প্রদায়, রাণী ভবানী ও পলাশীর যুদ্ধ-এর ওপর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা তৈরি চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে ও অংশগ্রহণ করেন, যা শেহেরওয়ালী মিউজিয়াম - এ আয়োজিত হয়েছিল - একটি কেন্দ্রের টেকসই জীবনধারা ও সম্প্রদায়ের ইতিহাসকে তুলে ধরে। আইলিড (ইনস্টিটিউট অফ লিডারশিপ, এন্টারপ্রেনারশিপ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) কর্তৃক আয়োজিত কর্মশালা ও উপস্থাপনায় দেখানো হয় কীভাবে মুর্শিদাবাদ সামগ্রিক, আন্তঃবিষয়ক শিক্ষার এক মডেল হিসেবে কাজ করতে পারে। সফরটি শেষ হয় কৃষ্ণনগর ভ্রমণের মাধ্যমে, যা ব্রোঞ্জ মূর্তি তৈরির কারুশিল্প ও ঐতিহ্যবাহী সরপুরিয়া মিষ্টির জন্য বিখ্যাত। অনেক পরামর্শদাতা পরে আইলিড-কে ধন্যবাদ জানিয়ে এই সফরকে ''চোখ খোলার মতো শিক্ষামূলক যাত্রা'' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, কলকাতা থেকে মাত্র চার ঘণ্টার দূরত্বে অবস্থিত মুর্শিদাবাদ ভারতের মধ্যে এক অনন্য ৩৬০° ও শেখার অভিজ্ঞতা প্রদান করে - যেখানে ইতিহাস, সংস্কৃতি, শিল্প ও স্থায়িত্ব একসঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই সফর থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষা পরামর্শদাতারা মুর্শিদাবাদ কে **অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষামূলক** পর্যটনের গন্তব্য হিসেবে সুপারিশ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যাতে শিক্ষার্থীরা বাংলার কেন্দ্রস্থলে এসে ঐতিহ্য, কারুশিল্প ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে হাতে-কলমে শেখার সুযোগ পান।

মন্দারমণিতে যৌন হেনস্থার শিকার শিশু কন্যা, গ্রেফতার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, মন্দারমণি, ৫ নভেম্বর ঃ মন্দারমণিতে বেড়াতে এসে যৌন হেনস্থার শিকার হল চার বছরের এক শিশুকন্যা। অভিযোগে ভিত্তিতে পুলিশ দু'জন পর্যটক যুবককে গ্রেফতার করল মন্দারমণি উপকূল থানায় পুলিশ। ধৃতরা হল ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার উঁচাডিহা বাংরিপোসি এলাকার সিতুন প্রধান ও রায়রংপুর থানার আসানবনি এলাকার বাসিন্দা মনোজিত আচার্য। ধৃতদের কাঁথি আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাদের জামিন নাকচ করে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গেছে, বাচ্চাটি হোটেলের রুমের বাইরে বেড়িয়েছিল। সেই সময় সিতুন প্রধান মদ্যপ অবস্থায় বাচ্চাটিকে ধরে আদর করে থাকে। সেটারই প্রতিবাদ করে বাচ্চাটির বাবা- মা। কথা কাটাকাটি হতে হতেই মারামারিতে পরিণত হয়। বাচ্চাটির বাবা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই যুবকের নামে। পুলিস গিয়ে দুই যুবককে গ্রেফতার করে।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে চাল বোঝাই লরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ৫ নভেম্বর ঃ ভোররাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে একটি চাল বোঝাই ছয় চাকার লরি। বুধবার ভোররাতে বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত আমডহরা এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। যদিও ঘটনায় কোন হতাহতের খবর নেই। কপালজোরে প্রাণে বেঁচেছেন লরি চালক। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত আমডহরা সংলগ্ন বাকাদহ জয়রামবাটি সড়কের উপর দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি ছয় চাকার চাল বোঝাই লরি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার ভোররাতে ওই লরিটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরিটি রাস্তার পাশে নিচু জায়গায় উলটে যায়। কোনমতে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন চালক। খবর পেয়ে এলাকায় জড়ো হন স্থানীয় লোকজন। পুলিশেও খবর যায়। লরিটি উদ্ধার করতে আনা হয় ক্রেন।

চলন্ত বাইকে আগুন, প্রাণ রক্ষা চালকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফরাক্কা, ৫ নভেম্বর ঃ ফরাক্কা থানার অন্তর্গত এনটিপিসি মোড়ে বুধবার সকালে জাতীয় সড়ক ১২ নম্বরে ঘটে গেল এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। চলন্ত অবস্থায় একটি বাইকে আচমকাই ধোঁয়া বের হতে শুরু করে, এরপর মুহূর্তের মধ্যেই দাউ দাউ করে আগুন ধরে যায়। অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান চালক অমিয় মণ্ডল। জানা গেছে, মালদার চাঁচল ব্লকের বিডিও অফিসের কর্মী অমিয় মণ্ডল সেদিন সকালে নিজের বাইকে করে চাঁচল থেকে ফরাক্কার ব্রাহ্মণগ্রামে বাড়ি ফিরছিলেন। এনটিপিসি মোড়ের কাছে এসে তিনি লক্ষ্য করেন বাইকের ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া উঠছে। দ্রুত রাস্তার পাশে গাড়ি থামাতেই মুহূর্তের মধ্যে আগুন ধরে যায় গোটা বাইকে। অমিয়বাবু কোনোমতে সরে গিয়ে প্রাণে বাঁচেন। আগুনে মুহূর্তের মধ্যেই পুড়ে যায় পুরো বাইকটি। স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে সাহায্য করেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সবটা ঘটেছে কয়েক সেকেন্ডে। বাইক থামাতেই আগুন ধরে যায়, আমরা হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এমন ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

ট্রেনে চেন টানার ব্যাপারে যাত্রীদের সতর্ক করল রেল কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ নভেম্বর ঃ রেলওয়ে আইনের অধীনে অ্যালার্ম চেইন টানা (এসিপি) ব্যবস্থার অপব্যবহার একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এই বার্তা এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য-সহ ট্রেনে চেন টানার ব্যাপারে যাত্রীদের সতর্ক করল রেল কর্তৃপক্ষ। প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, পূর্ব রেলওয়ে যাত্রীদের দায়িত্বশীলভাবে কাজ করার এবং অ্যালার্ম চেইনের অপব্যবহার থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছে। এই ধরনের কাজ কেবল ট্রেন বিলম্বিত করে না বরং সহযাত্রীদের নিরাপত্তা এবং আরামের সাথে আপসও করে। ১ জানুয়ারী ২০২৫ থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত, পূর্ব রেলওয়ের চারটি বিভাগে মোট ৩,৮৩৯টি অ্যালার্ম চেইন টানার ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে, যার ফলে ৩,৬৫১ জন অপরাধীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিভাগভিত্তিক পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ **আসানসোল বিভাগ**- ১,২২৩টি মামলা ১,১৯১ জন যাত্রীকে গ্রেফতার করা হয়েছে **মালদা বিভাগ**- ১,২৭৮টি মামলা ১,২৫০ জন যাত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে **হাওড়া বিভাগ**- ১,১৫৯টি মামলা ১,০৩২ জন যাত্রীকে গ্রেফতার করা হয়েছে **শিয়ালদহ বিভাগ**- ১৭৯টি মামলা ১৭৮ জন যাত্রীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই ঘটনাগুলির ফলে মেলএক্সপ্রেস এবং যাত্রীবাহী ট্রেনগুলিতে উল্লেখযোগ্য বিলম্ব হয়েছে, যা কেবল যাত্রীদের ভ্রমণ পরিকল্পনাই নয়, প্রয়োজনীয় পণ্য পরিবহনেও প্রভাব ফেলে। এই ধরনের বিলম্বের ফলে প্রায়শই যাত্রীরা চিকিৎসা অ্যাপয়েন্টমেন্ট, চাকরির সাক্ষাৎকার বা পরীক্ষা দেওয়ার সময় যেতে পারেন না। শুধুমাত্র ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসেই, মোট ৯৮টি দূরপাল্লার মেলএক্সপ্রেস ট্রেন অ্যালার্ম চেইন টানার কারণে সময়ানুবর্তিতা হারিয়েছে - আসানসোল বিভাগে ৩৭টি, মালদা বিভাগে ৩১টি এবং হাওড়া বিভাগে ২৭টি। পূর্ব রেল আবারও যাত্রীদের কাছে কেবলমাত্র প্রকৃত জরুরি পরিস্থিতিতে অ্যালার্ম চেইন ব্যবহার করার জন্য আবেদন জানিয়েছে।

পুরুলিয়ার ২ গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালকে সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে রূপান্তরিত করার দাবি! দাবি তুলল খোদ আইএমএ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৫ নভেম্বর ঃ উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা যেকোনও রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা। এই কথা মাথায় রেখেই উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার দাবি ওঠে বিভিন্ন জায়গায়। ঠিক সেইরকমই জেলা স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নতি করতে, জেলার মানুষদের আরও উন্নততর স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে পুরুলিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দুই মহাকুমা ঝালদা ও মানবাজারে সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের দাবি আইএমএ (IMA) তথা ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের। ইতিমধ্যেই আইএমএ-র পুরুলিয়া শাখার সদস্যরা সিএমওএইচ অফিসে বিষয়টি জানান। তাঁদের দাবি, মানবাজার ও ঝালদার মানুষদের উন্নত মানের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য এই দুটি হাসপাতালকে সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হোক। কারণ বহু মানুষ এই হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা করাতে আসেন। শুধু ঝালদা নয়, পার্শ্ববর্তী রাজ্য ঝাড়খণ্ড থেকেও বহু মানুষ ঝালদা হাসপাতালে চিকিৎসা করান। এই হাসপাতাল যদি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে রূপান্তরিত হয় তাহলে চিকিৎসার মান আরও বাড়বে। একইভাবে মানবাজার হাসপাতালেও দূরদূরান্ত থেকে মানুষ চিকিৎসা করাতে আসেন। এই হাসপাতালও সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হলে রোগীরা উপকৃত হবে। এরই পাশাপাশি পুরুলিয়া সদর হাসপাতালকে তারা ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতাল হিসেবেই রাখার আর্জি জানান। এই বিষয়ে সিএমওএইচ ড.অশোক বিশ্বাস বলেন, এই দাবিটি আমি সরকারের কাছে পাঠাব এবং তার আগে স্বাস্থ্য সমিতির চেয়ারম্যান রয়েছেন, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট রয়েছেন সেখানে এই বিষয়টি আলোচনা হবে। মূলত তারই পরিপ্রেক্ষিতে সেই প্রপোজালটি আমরা স্টেটের কাছে পাঠাব। মানবাজার ও ঝালদায় সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল হলে বহু মানুষ উপকৃত হবে। পুরুলিয়া জেলায় চিকিৎসার মান আরও উন্নত হবে।

বোল্লা পুজোয় নাওয়া-খাওয়া ভুলে বাতাসা-খাঁজা তৈরিতে ব্যস্ত কারিগরেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৫ নভেম্বর ঃ প্রথা অনুযায়ী রাস পূর্ণিমার পরের শুক্রবার অর্থাৎ আগামী ৭ নভেম্বর থেকে বালুরঘাট ব্লকের বোল্লা গ্রামে শুরু হবে উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ কালীপুজো ও চার দিনব্যাপী মেলা। বোল্লা মায়ের পুজো ও মেলা ঘিরে এবছর মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের বাজার চাঙ্গা। মেলা উপলক্ষ্যে বোল্লাতে মজুত হচ্ছে কুইন্টাল কুইন্টাল ভোগের বাতাসা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তথা উত্তরবঙ্গের ছটি জেলার মধ্যে সবথেকে বড় মেলা হিসেবেই পরিচিত বোল্লা কালীর মেলা। এই পুজোর বিশেষত্ব হল, এখানে মায়ের ভোগে দেওয়া হয় চিনির তৈরি বাতাসা অথবা কদমা। শুক্রবার রাত থেকে সোমবার বিকেল পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ ভক্তরা আসবেন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। থেকে এমনকি রাজ্যের বাইরে ও বাংলাদেশ থেকেও আসেন ভক্তরা। পূর্ণার্থীরা এই পুজোয় মায়ের পছন্দের ভোগ হিসেবে নিবেদন করেন চিনির তৈরি বাতাসা। মেলা কমিটির হিসাব অনুযায়ী, প্রতি বছর ১০০০ থেকে ১২০০ কুইন্টাল বাতাসা বিক্রি হয় এই মেলায়। এবারেও প্রচুর ভক্তের সমাগম হবে বলে আশাবাদী ব্যবসায়ীরা। তাই এখন শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে বোল্লা মেলা চত্বরে। বাতাসার পাশাপাশি নানা ধরনের ডিজাইনের কদমা, লাড্ডু-সহ নানা মিষ্টান্ন ভোগ প্রস্তুত করছেন ব্যবসায়ীরা। বাতাসার এক কারিগর জানান, সারা বছরে তাঁরা একটাই মেলা করে। শ্যামা পুজোর পরেই বোল্লা মেলা চত্বরে আসেন। এরপরেই জোরকদমে কাজ চলতে থাকে। তবে ছটপুজোর জন্য চিনির গাড়ি আসতে কয়েকদিন দেরি করেছে। সেই ঘাটতি মিটিয়ে দিনরাত কাজ করছেন কারিগরেরা। জানা গেছে, পুজোর কয়েক দিনে কয়েক হাজার কুইন্টাল বাতাসা বিক্রি হয়। জেলা-সহ বাইরে থেকে বাতাসা বিক্রেতারা বোল্লা মেলায় পসরা সাজিয়ে বসেন। পুজোয় যে পরিমাণ বাতাসার চাহিদা থাকে, তা অন্য জায়গা থেকে একবারে নিয়ে আসা সম্ভব হয় না। তাই দিনরাত এক করে তৈরি করা হয় হরেক রকম বাতাসা। পুজোর মধ্যে অন্যতম বাতাসা ভোগের জোগান স্বাভাবিক রাখতে আগেভাগেই বোল্লায় চলে আসেন মিষ্টির কারিগররা। প্রায় একমাস আগে থেকে বোল্লায় কারখানা করে থাকেন মালদার কারিগররা। তৈরি করছেন ভোগের বাতাসা।

জামুড়িয়ায় পথ কুকুরের উপর অ্যাসিড হামলা, চাঞ্চল্য এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, জামুড়িয়া, ৫ নভেম্বর ঃ পশু নিষ্ঠুরতার এক মর্মান্তিক ঘটনায় স্তব্ধ জামুড়িয়া। সোমবার রাতে পশ্চিম বর্ধমান জেলার জামুড়িয়া ৫ নম্বর ওয়ার্ডে তিনটি পথ কুকুরের উপর অ্যাসিড হামলার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি সামনে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। যন্ত্রণায় কাতর কুকুরগুলিকে স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে দেখে খবর দেন আসানসোলের প্রাণীপ্রেমী সংগঠন 'আয়ুদা'-কে। এনজিওর সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত কুকুরগুলিকে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। একই সঙ্গে তারা জামুড়িয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। আয়ুদার সেক্রেটারি জানান, তিনটি কুকুরের শরীরের একাধিক অংশ পুড়ে গেছে এবং অভিযুক্তদের শনাক্ত করতে তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। তিনি সমাজের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়ে বলেন, খাওয়াতে না পারলে অন্তত মারবেন না এই অবলা প্রাণীদের। এই ঘটনার পর থেকে সমগ্র এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দার ঝড় উঠেছে। স্থানীয়রা দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। এখন দেখার বিষয়, প্রশাসন কত দ্রুত দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়।

ঝড়-প্রতিরোধী অত্যাধুনিক ওয়াচটাওয়ার সুন্দরবনে

কলকাতা, ৫ নভেম্বর ঃ ক্রমবর্ধমান ঘূর্ণিঝড়ের সমস্যা থেকে শিক্ষা নিয়ে সুন্দরবনে তৈরি হতে চলেছে রাজ্যের প্রথম ঝড়-প্রতিরোধী অত্যাধুনিক ওয়াচটাওয়ার। পরীক্ষামূলক ভাবে ক্যানিং এর মৌখালি সেতুর কাছেই এই টাওয়ার গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। লবনের নিরাপত্তা জোরদার করা এবং পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব পর্যটনকে আরও প্রসারিত করা এর লক্ষ্য। সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের জন্য দরপত্র আহ্বান করেছে। নির্মাণ শুরু হওয়ার আগে মাটি পরীক্ষা, স্থাপত্য ও কাঠামোগত নকশা এবং বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিপিআর) তৈরি করে তা বিশেষজ্ঞ সংস্থাকে দিয়ে ও যাচাই করানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্ত আনুমানিক হিসেবও সংশ্লিষ্ট সরকারি দফতরের অনুমোদন সাপেক্ষে ডিপিআরে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব ও দীর্ঘমেয়াদি সুফল সম্পর্কেও বিস্তারিত বিশ্লেষণ থাকবে প্রতিবেদনে।

OFFICE OF THE BLOCK DEV. OFFICER
Joypur Dev. Block, Joypur, Purulia
NOTICE INVITING TENDER NO: NIeT-19/APAS/BDO/2025-26 & NIet-20/APAS/BDO/25-26
E - tenders are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents **upto 12.00 PM of 22/11/2025 for 19 nos.** of work under APAS 2025-26. For details intending participants may contact to the office of The undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in** in any working day before the Last date for submission of bid documents.
Block Development officer
Joypur Development Block

GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SHYAMPUR–II DEVELOPMENT BLOCK
SASATI,HOWRAH,711312
Tender Ref No-WB/HOW/SHY-II/NIT-15/2025-26 Vide Memo No-2993/Shy-II Dated-04.11.2025 On line e-Tender are Invited from Bona fide Contractor for this work. The details of Tender and Tender document will be made available on website **https://wbtenders.gov.in**. The last date of tender submission **-25.11.2025 at 10.00 AM.**
SD/- BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SHYAMPUR–II DEVELOPMENT BLOCK
SASATI,HOWRAH,711312

‘এখন থেকে তোমায় রোজ দেখব!’

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৫ নভেম্বরঃ বিশ্বকাপ জেতার পর একদম নিজের মতো করে মুহূর্তটা ধরে রাখলেন হরমনপ্রীত কৌর। ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক এবার হাতে খোদাই করালেন বিশ্বকাপের ট্যাটু। ইনস্টাগ্রামে ছবি পোস্ট করে লিখলেন, ‘প্রথম দিন থেকেই তোমার অপেক্ষায় ছিলাম। এখন থেকে প্রতিদিন তোমায় দেখব, কৃতজ্ঞ থাকব।’ ট্যাটুটা করিয়েছেন বাইসেপে। খোদাই করা রয়েছে কাপের ছবি আর জয়ের সাল। সঙ্গে একটি ছোট ক্রিকেট বলের ডিজাইন। হরমনের কথায়, এই ট্যাটু তাঁর কাছে শুধু একটি শিল্প নয়, বরং পরিশ্রম, ধৈর্য আর স্বপ্নপূরণের প্রতীক। বিশ্বকাপ জয়ের পর দিনই নাকি ট্যাটু করানোর সিদ্ধান্ত নেন তিনি। সোমবার সকালে মুম্বইয়ে ট্যাটু স্টুডিওতে যান, ছবি পোস্ট করেন বিকেল নাগাদ। এরপরই দলের সঙ্গে দিল্লিতে উড়ে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করতে। এই জয় হরমনের কাছে অন্যরকম। ২০০৯ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নাম লেখানোর পর দেখেছেন অজস্র হতাশা আর স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা সহ্য করেছেন। ২০১৭ সালে লর্ডসে ফাইনাল হার, ঠিক আট রানের ব্যবধানে। সেই ম্যাচেই তাঁর ১৭১ রানের ইনিংস আজও কিংবদন্তি। কিন্তু সেদিন কাপ ছিল অধরা। দীর্ঘ ১৬ বছর পর অবশেষে সেই স্বপ্নপূরণ। রবিবার নবি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে ইতিহাস গড়েছে ভারত। ভারত অধিনায়কের নিজের ভাষায়, ‘শুধু ট্যাটু নয়, এটাই আমায় মনে করিয়ে দেবে আমি কী করে এখানে পৌঁছেছি।’

এবার থাইল্যান্ডের মুখোমুখি হতে চলেছে ভারতের যুব দল, ডাক পেলেন কারা?

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বরঃ বর্তমানে যথেষ্ট প্রশংসনীয় ফুটবল খেলছে ভারতের অনূর্ধ্ব ২৩ ফুটবল দল। এবারের এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে দাপুটে ছন্দে ধরা দিয়েছিল নৌসাদ মুসার ছেলেরা। প্রথম ম্যাচেই তাঁদের খেলতে হয়েছিল বাহরিনের জাতীয় দলের সঙ্গে। সম্পূর্ণ সময়ের শেষে দুই গোলের ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল ব্লু-টাইগার্সরা। দলের হয়ে গোল করেছিলেন যথাক্রমে মহম্মদ সুহেইল এবং শিবাল্ডো সিং। এই জয় নিঃসন্দেহে অনেকটাই আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছিল দলের সকল ফুটবলারদের। আসলে দলের আক্রমণাত্মক ফুটবলের সামনে কার্যত অনেকটাই চাপে পড়ে গিয়েছিল প্রতিপক্ষ। তারপর দ্বিতীয় ম্যাচে প্রতিপক্ষ হিসেবে ছিল আয়োজক কাতার। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের বিপক্ষে লড়াইটা যে সহজ হবে না সেটা ভালো মতোই জানতেন সকলে। তবে ম্যাচে দেখা গিয়েছিল অন্য ছবি। প্রথম থেকেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করতে দেখা গিয়েছিল ভারতের তরুণ ফুটবলারদের। একটা সময় পিছিয়ে যেতে হলেও পরবর্তীতে গোলের মুখ খুলতে খুব একটা সমস্যা হয়নি। সমতায় ফেরার পর থেকেই আরও বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল ভারতীয় ব্রিগেড। তবে রেফারির বিতর্কিত সিদ্ধান্ত বদলে দিয়েছিল সমস্ত কিছু। যারফলে দশজনে খেলে পরাজিত হতে হয়েছিল নৌশাদ মুসার ছেলেদের। যারফলে পরবর্তী রাউন্ডে যাওয়া অনেকটাই কঠিন হয়ে উঠেছিল ভারতের কাছে। তবুও নিজেদের সেরাটা দিয়ে ব্রুনেইকে পরাজিত করেছিল ভিবিন মোহাননরা। তবুও পরের রাউন্ডে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তরুণ ফুটবলারদের দাপুটে পারফরম্যান্স নিঃসন্দেহে মন জয় করেছিল সকলের। পরবর্তীতে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে অমীমাংসিত ফলাফলে প্রীতি ম্যাচ শেষ করেছিল ভারতের তরুণ ব্রিগেড। হাতে কয়েকদিন। তারপরেই আগামী ১৫ই নভেম্বর থাইল্যান্ডের বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচে নামবে নৌসাদ মুসার ছেলেরা। সেই নিয়েই এবার ২৫ জন তরুণ ফুটবলারদের নাম ঘোষণা করেছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। যেখানে গোলরক্ষক হিসেবে রয়েছেন যথাক্রমে দীপেশ চৌহান, কমলুধীন একে, মোহনরাজ কে, প্রিয়াঙ্গ দুবে। ডিফেন্ডারদের মধ্যে রয়েছেন দীপেন্দু বিশ্বাস, হর্ষ পালান্দে, মুহাম্মদ সাহিফ, রিকি মিতেই হাওবাম, রোশন সিং থাং জাম, সনাতোম্বা সিং ইয়াংলেম, সুমিত শর্মা ব্রহ্মচরিমায়ুম। মিডফিল্ডারদের মধ্যে রয়েছেন আয়ুষ দেব ছেত্রী, ম্যাঙ্গলেনথাং কিপগেন, নামতে, মোহাম্মদ আইমেন, শিবালদো সিং চিংগাংবাম, সিঙ্গামায়ুম শামি, ভিবিন মোহনন, ভিনিত ভেঙ্কটেশ। ফরোয়ার্ডে থাকছেন এলান সাজি, কৌর সিং থিংগুজাম, মোহাম্মদ সানান, পার্থিব গগৈ, পাসাং দর্জি তামাং, থোই সিং হাইড্রম।

কলকাতা প্রিমিয়ার লিগে ম্যাচ ফিক্সিংয়ে ‘চৈনিক’ যোগ!

রহস্যময় ‘বস’কে ঘিরে ঘনীভূত জল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ নভেম্বরঃ কলকাতা প্রিমিয়ার লিগে আরও গভীর হচ্ছে ম্যাচ-ফিক্সিংয়ের কেলেঙ্কারি। তদন্তে উঠে এসেছে আন্তর্জাতিক যোগসূত্র। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ জানিয়েছে, এক অজ্ঞাতপরিচয় চিনা নাগরিকই কেলেঙ্কারির মূল হোতা, যিনি স্থানীয় চক্রকে ফাঁদে ফেলে পুরো ঘটনার মেড় পাল্টে দিয়েছেন! তদন্তে খবর, স্থানীয় ফিক্সাররা বারবার এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিকে ‘বস’ বলে উল্লেখ করছিলেন। পুলিশের অনুমান, সেই ব্যক্তি-ই চিনা নাগরিক, যিনি মূলত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ম্যাচের ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করতেন। পুলিশের ভাষায়, এই বিদেশি ফিক্সার স্থানীয় সিন্ডিকেটকেও বোকা বানিয়ে এক ম্যাচের ফল উলটে দেন-যে খেলা আগে থেকেই ফিক্স করা হয়েছিল! এক তদন্তকারী আধিকারিকের কথায়, ‘‘মানে দাঁড়াচ্ছে, যেখানে আকাশ দাস আর রাহুল সাহা জড়িত, তার বাইরেও আরও একটি চক্র কাজ করছিল। এই বিদেশি ফিক্সার এমন প্রভাবশালী, অন্য দলের ক্ষতি হলেও সে নিজের ইচ্ছায় ফল উলটে দিতে পারত!’’ কলকাতার খিদিরপুর স্পোর্টিং ক্লাবের টিম ম্যানেজার আকাশ দাস

এবং মিডিয়া ম্যানেজার রাহুল সাহাকে রবিবার গ্রেফতার করে পুলিশ। অভিযোগ-কলকাতা প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষ স্তরের একাধিক ম্যাচ ফিক্সিংয়ে জড়িত ছিলেন তাঁরা। ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের অভিযোগের ভিত্তিতে কয়েক মাস আগে থেকেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ। ডিজিটাল নজরদারি ও ফোন ট্যাপিংয়ে একাধিক ক্লাব এবং খেলোয়াড়ের নাম উঠে এসেছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, অন্তত দুটি ক্লাব ও কয়েকজন ফুটবলার অর্থের বিনিময়ে ম্যাচের ফল নির্ধারণে রাজি হন। তদন্তকারীদের মতে, এই চক্র সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত হত ডিজিটাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। আন্তর্জাতিক বেটিং সিন্ডিকেটের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল স্থানীয় ফিক্সারদের। লেনদেন হত অনলাইন প্ল্যাটফর্মে। অর্থের পরিমাণ বিপুল। ম্যাচ ফিক্সিংয়ের পদ্ধতি ছিল পুরনো-খেলোয়াড় ও ক্লাব কর্তাদের ঘুষ দিয়ে আগে থেকেই নির্ধারণ করা হত ম্যাচের ফলাফল। পরে সেই তথ্যের ভিত্তিতে বেটিং বাজারে কোটি টাকার লেনদেন। কলকাতা পুলিশের এক সিনিয়র আধিকারিক বলেন, ‘‘তদন্ত আপাতত প্রাথমিক পর্যায়ে। বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়ের নাম নজরে রয়েছে। আর্থিক লেনদেন ও যোগাযোগের রেকর্ড খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’’ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ, সঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তি আইন-এর ধারা ৬৬ ও ৪৩ অনুযায়ী অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আদালতে তোলা হলে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়, যাতে চক্রের আন্তর্জাতিক সংযোগের গোটা ছবি সামনে আনা যায়। যে কারণে কলকাতা ময়দানে এই মুহূর্তে দুটো প্রশ্ন-এই চিনা ‘বস’ আসলে কে? আর কত দূর ছড়িয়েছে ফিক্সিংয়ের জাল?

জোড়া গোলের পর দিয়াসের লাল কার্ড, পিএসজিকে হারিয়ে শীর্ষে বায়ার্ন

প্যারিস, ৫ নভেম্বরঃ প্যারিসে মঙ্গলবার রাতে রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে ২-১ গোলে জিতেছে ভিনসেন্ট কোম্পানির দল। আয়োজকদের গোলটি করেছেন জোয়াও নেভেস। চলতি মরসুমে সব প্রতিযোগিতা

মিলিয়ে এই নিয়ে ১৬ ম্যাচের সবকটি জিতল জার্মানির সফলতম ক্লাবটি। যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত ক্লাব বিশ্বকাপের কোয়ার্টার-ফাইনালে গত জুলাইয়ে পিএসজির বিপক্ষে ২-০ গোলে হেরেছিল বায়ার্ন। তারপর থেকে আর এই অভিজ্ঞতা তাদের হয়নি। এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে চার ম্যাচে পূর্ণ ১২ পয়েন্ট নিয়ে চূড়ায় এখন বায়ার্ন। তাদের সমান পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আর্সেনাল। তিন জয়ের পর প্রথম হারের তেতো স্বাদ পেল শিরোপাধারী পিএসজি, ৯ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে লুইস এনরিকের দল। ম্যাচে বল দখল ও আক্রমণে দাপট দেখায় পিএসজি। ৭১ শতাংশ সময় পজেশন রেখে গোলের জন্য ২৫টি শট নিয়ে ৯টি লক্ষ্যে রাখতে পারে তারা। বায়ার্নের ৯ শটের ৫টি লক্ষ্যে ছিল। ম্যাচের প্রথম উল্লেখযোগ্য সুযোগে চতুর্থ মিনিটে এগিয়ে যায় বায়ার্ন। প্রথম দফায় বক্সে ঢুকে মাইকেল ওলিসের নেওয়া শট এগিয়ে এসে ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক লুকাহ শুভালিয়ে, ফিরতি বল জালে পাঠান দিয়াস। ২২তম মিনিটে উসমান দেম্বেলে বায়ার্নের জালে বল পাঠালেও ভিএআরের সাহায্যে অফসাইডের বাঁশি বাজান রেফারি। পরক্ষণেই দেম্বেলে মাঠ ছেড়ে যান পায়ে অস্বস্তি অনুভব করায়। তার বদলি নামেন লি কাং-ইন। ৩১তম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে সের্গে জিনাব্রির শট লাগে পোস্টে। পরের মিনিটেই প্রতিপক্ষের ভুলে ব্যবধান দ্বিগুণ করে বায়ার্ন। বক্সের বাইরে বলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন পিএসজি ডিফেন্ডার মার্কিনিয়োস। বল নিয়ে বক্সে ঢুকে আগুয়ান গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন দিয়াস। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে মাঝমাঠে প্রতিপক্ষের আশরাফ হাকিমিকে ফাউল করে শুরুতে হলুদ কার্ড দেখেন দিয়াস। পরে ভিএআরে মনিটরে দেখে তাকে লাল কার্ড দেখান রেফারি। দ্বিতীয়ার্ধে বায়ার্নের ওপর চাপ বাড়ায় পিএসজি। ৬৮তম মিনিটে দারুণ সেভে জাল অক্ষত রাখেন মানুয়েল নয়ার। বক্সের বাইরে থেকে ভিতিনিয়ার শট ঝাঁপিয়ে ব্যর্থ করে দেন অভিজ্ঞ জার্মান গোলরক্ষক। ৭৪তম মিনিটে ব্যবধান কমিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর আভাস দেয় পিএসজি। সতীর্থের ক্রস ছয় গজ বক্সের বাইরে থেকে দারুণ নৈপুণ্যে জালে পাঠান নেভেস। পরের মিনিটে কাছ থেকে ভিতিনিয়ার প্রচেষ্টা রুখে দেন নয়ার। ৮১তম মিনিটে নেভেসের দারুণ হেড পোস্ট ঘেঁসে বেরিয়ে যায়। বাকি সময়েও চেষ্টা করে যায় পিএসজি, তবে হার এড়াতে পারেনি।

মেরিনোর জোড়া গোলে আর্সেনালের চারে ৪

প্রাগ, ৫ নভেম্বরঃ চেক রিপাবলিকের দলটির মাঠে মঙ্গলবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচটি ৩-০ গোলে জিতেছে মিকেল আর্তেতার দল। বুকায়ো সাকার গোলে প্রথমার্ধে এগিয়ে গিয়েছিল তারা। টানা চার জয়ে আর্সেনালের পয়েন্ট ১২। এদিন দারুণ এক রেকর্ডও ছুঁয়েছে আর্তেতার দল। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সবশেষ আট ম্যাচের সবকটি আর্সেনাল জিতল কোনো গোল হজম না করেই, ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগের কোনো ক্লাবের যা যৌথ রেকর্ড। ১৮৮৯ সালে প্রেস্টন ও ১৯২০ লিভারপুল পেয়েছিল এই স্বাদ। নিজেদের গুছিয়ে নিতে একটু সময় লাগে আর্সেনালের। ২০তম মিনিটে নিতে পারে লক্ষ্যে প্রথম শট। সেই যে শুরু, এরপর চাপ তৈরি করে ৩২তম মিনিটে এগিয়ে যায় দলটি। সেট পিসে দিনে দিনে আরও কার্যকর হয়ে ওঠা আর্সেনাল লক্ষ্যে প্রথম শটের পরের ১২ মিনিটে পাঁচটি কর্নার পায়। পঞ্চম কর্নারে গাব্রিয়েল মাগালিয়াইস হেড করলে বল লাগে প্রাহার মিডফিল্ডার লুকাসের হাতে। ভিএআর মনিটরে দেখে পেনাল্টি দেন রেফারি এবং স্পট কিকে গোলটি করেন সাকা। বিরতির পর খেলা শুরুর প্রথম মিনিটেই দারুণ গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করে আর্সেনাল। বাঁ দিক থেকে লিয়ান্দ্রো ত্রোসারের ছয় গজ বক্সের মুখে বাড়ানো ক্রসে ভলিতে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার মেরিনো। দুই গোলে এগিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় আর্সেনাল। বাকি যা একটু অনিশ্চয়তা ছিল, প্রতিপক্ষের গোলরক্ষকের ভুলে ৬৮তম মিনিটে সেটাও শেষ হয়ে যায়। ছয় গজ বক্সে ক্রস বাড়ান ডেক্লান রাইস, একটু এগিয়ে বল গ্লাভসে নেওয়ার চেষ্টা করেন ইয়াকুব মার্কোভিচ। কিন্তু বলের গতি-প্রকৃতি বুঝতে পারেননি তিনি। হেডে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন মেরিনো। ৭২তম মিনিটে ত্রোসারকে তুলে ম্যাক্স ডোম্যানকে নামান আর্সেনাল কোচ। ১৫ বছর ৩০৮ দিন বয়সে মাঠে নেমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় এখন ডোম্যান। বাকি সময়েও কোনোরকম চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি আগের তিন ম্যাচের দুটিতে ড্র করা প্রাগ।

বাবা হলেন মনবীর সিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ নভেম্বরঃ বর্তমানে সবুজ-মেরুন ব্রিগেডের সময়টা খুব একটা ভালো না গেলেও এবার খুশির আমেজ এই তারকার জীবনে। তাঁর ঘর আলো করে এসেছে এক পুত্র সন্তান। হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন। বাবা হয়েছেন বাগানের এই তারকা ফুটবলার। কিছুক্ষণ আগেই নিজের সোশ্যাল সাইটে সেই কথা জানিয়েছেন মনবীর সিং। যেখানে পুত্র সন্তানের হাতের সাথে নিজের হাতের ছবি আপলোড করেন এই ভারতীয় ফুটবলার। সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘সে এখানে! আমাদের ছোট্ট ছেলেটি এসে পৌঁছেছে, আমাদের হৃদয়কে এমনভাবে ভরিয়ে দিয়েছে যা আমরা কখনও কল্পনাও করিনি। জয়বীর সিং-এই পৃথিবীতে স্বাগতম।’ ইতিমধ্যেই তাঁর সেই পোস্টে কমেন্ট করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কস্তুরী ছেত্রী থেকে শুরু করে নিখিল প্রভু, সুহেল ভাট সহ বহু ফুটবলপ্রেমী। এবারের এই সুপার কাপে খুব একটা আহামরি পারফরম্যান্স না থাকলেও আসন্ন টুর্নামেন্টে নিজের দলের হয়ে সেরাটা দেওয়ার লক্ষ্য থাকবে মনবীরের।

মেসি ও রোনাল্ডোর থেকে ‘অনেক দূরে’ হলান্ড

সংবাদ সংস্থা, ম্যানচেস্টার, ৫ নভেম্বরঃ এই মরসুমে ক্লাব ও নরওয়ে জাতীয় দলের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৬ ম্যাচে এরই মধ্যে ২৬ গোল হয়ে গেছে হলান্ডের। ২৫ বছর বয়সী স্ট্রাইকারের ক্যারিয়ার গোল সংখ্যা এখন ৩২৭। ৩৮ বছর বয়সী মেসির গোল এখন ৮৯২টি। হাজার গোলের পথে ছুটে চলা ৪০ বছর বয়সী রোনাল্ডোর গোল ৯৫২টি। অনেকে এখনই হলান্ডকে এই দুই গ্রেটের সঙ্গে তুলনা করছেন। গত রবিবার প্রিমিয়র লিগে বোর্নমাউথের বিপক্ষে ৩-১ ব্যবধানের জয়ে তিনি জোড়া গোল করার পর সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা যেমন বলেন, ‘‘সংখ্যার বিচারে মেসি ও রোনাল্ডোর মানে পৌঁছে গেছে হলান্ড।’’ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বুধবার নিজের প্রাক্তন ক্লাব বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের মুখোমুখি হওয়ার হওয়ার আগে সংবাদ সম্মেলনে হলান্ডকে জিজ্ঞেস করা হয়, তিনি নিজেকে মেসি-রোনাল্ডোর পর্যায়ে দেখেন কি না। তিনি উত্তর দেন, ‘‘না, মোটেও না। (তাদের থেকে) আমি অনেক দূরে। কেউ তাদের দুজনের কাছাকাছি যেতে পারবে না।’’ ২০২২ সালে ডর্টমুন্ড থেকে সিটিতে যোগ দেওয়ার পর প্রথম দুই মরসুমে প্রিমিয়ার লিগের গোল্ডেন বুট জয়ী হলান্ড গত আসরে একটু পিছিয়ে পড়েছিলেন, হয়েছিলেন তৃতীয়। তবে এবার তিনি ছুটছেন দুর্বার গতিতে, প্রথম ১০ রাউন্ডে করেছেন ১৩ গোল। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোল ৬টি, ভিন্ন চার জনের। সব মিলিয়ে প্রিমিয়ার লিগে ১০৭ ম্যাচে তার গোল হয়ে গেছে ৯৮টি। ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগে গোলের দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়া তার জন্য স্রেফ সময়ের ব্যাপার। ১২৪ ম্যাচে মাইলফলক ছুঁয়ে রেকর্ডটি এখন অ্যালান শিয়েরারের। ২৬০ গোল করে প্রিমিয়ার লিগের রেকর্ড স্কোরারও প্রাক্তন এই ইংলিশ অধিনায়ক। এই রেকর্ড ভাঙার জন্য হলান্ডের হাতে এখনও অনেক সময় আছে। হলান্ড অবশ্য জোর দিয়েই বললেন, ব্যক্তিগত রেকর্ড নিয়ে তিনি ‘ভাবেন না।’

লিভারপুলের আর্জেন্টাইন হেডে ‘ভাঙল’ রিয়ালের কোর্তোয়া-দেয়াল

দারুণ ছন্দে এগিয়ে চলা রিয়াল মাদ্রিদ ও কক্ষচ্যুত লিভারপুলের লড়াই শুরু হতেই দুই দলের রূপ বদলে গেল। আক্রমণের ঝড় তুলল আয়োজক দল। আর তাদের সামনে দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়ালেন থিবো কোর্তোয়া। একটা সময় গিয়ে তার দেয়ালে চিড় ধরল। অসাধারণ এক জয়ের আনন্দে মাতোয়ারা হলো লিভারপুল।

সংবাদ সংস্থা, লিভারপুল, ৫ নভেম্বরঃ কিছু খেলোয়াড়ের জন্মই হয় বড় মঞ্চের জন্য। থিবো কোর্তোয়া কোন কাতারে পড়েন, তা অনেকেরই জানা। বিশেষ করে লিভারপুল সমর্থকদের। তিন বছর আগের চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল তাদের এত দ্রুত ভোলার কথা নয়। সেই লিভারপুলের মাঠ অ্যানফিল্ডে ম্যাচের ৫০ মিনিট পর্যন্ত কোর্তোয়ার নামের পাশে সেভ ৬টি! তবু শেষ রক্ষা হয়নি। ৬১ মিনিটে অ্যালেক্সিস ম্যাক-অ্যালিস্টারের হেড রিয়াল মাদ্রিদ গোলকিপার আর ফেরাতে পারেননি। আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডারের গোলেই শেষ পর্যন্ত রিয়ালকে ১-০ গোলে হারায় লিভারপুল। গোলের আগে ম্যাচটি ছিল আসলে কোর্তোয়া বনাম লিভারপুল। প্রথমার্ধেই চারটি দারুণ সেভ করেন। দুই অর্ধ মিলিয়ে লিভারপুল মিডফিল্ডার দমিনিক সোবোসলাইয়ের একাধিক শট ফেরান কোর্তোয়া। ম্যাচের শেষ দিকেও নিশ্চিত গোল বাঁচিয়েছেন। ৮৬ মিনিটে ডান প্রান্ত থেকে মোহাম্মদ সালাহর শট বক্সে পেয়ে যান ডাচ ফরোয়ার্ড কোডি গাকপো। খুব কাছ থেকে তাঁর শট প্রথমে ঠেকান কোর্তোয়া। ফিরতি বলে সালাহর শট ফেরান রিয়াল ডিফেন্ডার এদের মিলিতাও। প্রথমার্ধেও রিয়ালের এমন একটি নিশ্চিত গোল হজম থেকে বাঁচিয়েছেন কোর্তোয়া। ২৭ মিনিটে লিভারপুলের অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ফ্লোরিয়ান ভির্টসের ক্রস রিয়ালের গোলপোস্টের সামনে পান সোবোসলাই। তাঁর শট অবিশ্বাস্য দক্ষতায় ডান পা দিয়ে ঠেকান কোর্তোয়া। প্রথমার্ধের শেষ দিকে লিভারপুলের গোলকিপার গিওর্গিও মামারদাশভিলির একবার পরীক্ষা নিতে পারে রিয়াল। বাঁ প্রান্ত দিয়ে বক্সে ঢুকে জুড বেলিংহামের শট পা দিয়ে ঠেকান। রিয়াল গোল হজম করেছে বেলিংহামের ভুলেই। ৬১ মিনিটে গ্রাভেনবার্চকে ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখেন ইংল্যান্ড মিডফিল্ডার। ডান প্রান্তে ফ্রি-কিক পায় লিভারপুল। সেখান থেকে সোবোসলাইয়ের মাপা শটে হেডে গোল করেন ম্যাক-অ্যালিস্টার। তবে প্রথমার্ধে পেনাল্টির দাবিও তুলেছিল লিভারপুল। ৩০ মিনিটে সোবোসলাইয়ের শট অঁরেলিয়ে চুয়ামেনির হাতের লাগে। তখন ফরাসি এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারের হাত বক্সের ভেতরে ছিল। মাঠের রেফারি ফ্রি-কিকের বাঁশি বাজালে পেনাল্টির দাবি করে লিভারপুল। ভিএআর প্রযুক্তি নাকচ করে দেয়। অ্যানফিল্ডে ফেরাটা ভালো হলো না রিয়াল কোচ জাবি আলোনসো ও ট্রেন্ট আলেক্সান্দার-আর্নল্ডের জন্য। রিয়ালে যোগ দেওয়ার পর প্রথমবারের মতো আনফিল্ডে ফিরে গ্যালারির লাল অংশের কটাক্ষ শুনতে হয় ট্রেন্টকে। ৮১ মিনিটে আরদা গুলেরের বদলি হিসেবে নেমে ম্যাচেও তেমন প্রভাব ফেলতে পারেননি। রিয়ালের কেউই অবশ্য সেভাবে সফল হতে পারেননি। যদিও ৬১ শতাংশ বল ছিল তাদের দখলে। এর মধ্যে ৮টি শট নিয়ে রিয়াল পোস্টে রাখতে পেরেছে মাত্র ২টি। লিভারপুল ১৭টি শট নিয়ে রাখতে পেরেছে ৯টি শট। মরসুমে এই প্রথমবারের মতো ম্যাচে গোল করতে পারল না রিয়াল। চার ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ পর্বের টেবিলে পাঁচে রিয়াল। সমান ম্যাচে সমান পয়েন্ট নিয়ে ছয়ে লিভারপুল। গোল ব্যবধানে ইংলিশ ক্লাবটির চেয়ে এগিয়ে আলোনসোর দল।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com